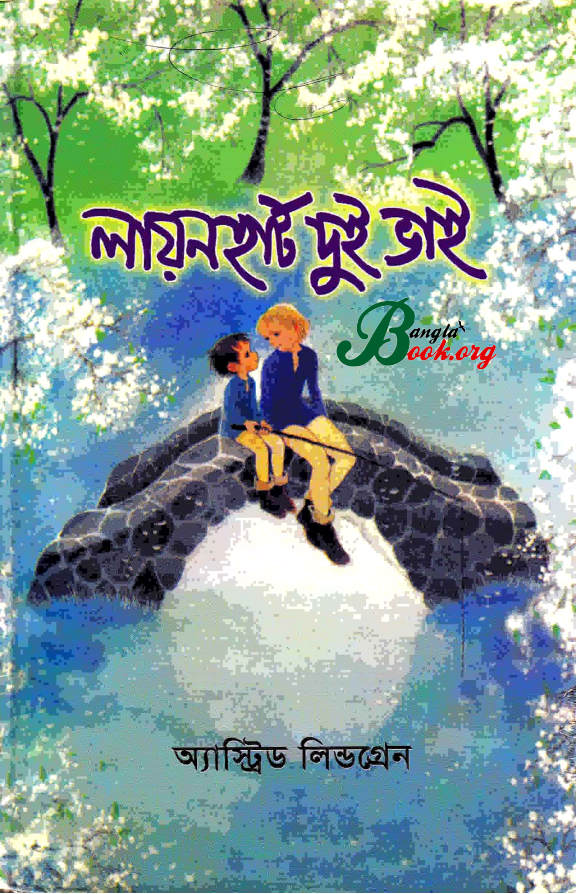

Bangla Book.org

এক

এখন আমি তোমাদের আমার ভাই জোনাথনের কাহিনী শোনাবো। হ্যাঁ, আমার ভাই জোনাথন লায়নহার্টের কথাই বলবো। এ কাহিনীর অনেকটা প্রাচীন বীরগাথার মতো এবং সামান্য কিছুটা ভৌতিক, তবে তার সবটুকুই সত্যি। যদিও আমি ও জোনাথন ছাড়া আর কেউ এ গল্প জানে না।

জোনাথনকে কিন্তু শৈশবেই লায়নহার্ট বলে ডাকা হতো না। তার পদবি ছিল লায়ন, ঠিক মা ও আমার মতো। জোনাথন লায়ন ছিল তার নাম। আমার নাম ছিল কার্ল লায়ন এবং মা সিগরিদ লায়ন। বাবার নাম ছিল আঙ্কেল লায়ন। আমার দু'বছর বয়সে বাবা আমাদের ছেড়ে একবার সমুদ্রযাত্রা করেন, তারপর আমরা তার কথা আর শুনি নি।

কিন্তু এখন আমি বলবো, আমার ভাই জোনাথনের কাহিনী, কীভাবে তার নাম লায়নহার্ট হয়ে উঠলো এবং এরপর ঘটে-যাওয়া সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা।

জোনাথন জানতো আমি শিগগিরই মারা যাবো। আমার মনে হয় আমি ছাড়া একথা সবাই জানতো, এমন কি স্কুলের সকলেও। কেননা আমি শুধু ঘরে থাকতাম আর কাশতাম। অসুখ আমার লেগেই থাকতো। শেষ ছয় মাস তো আমি স্কুলেই যেতে পারি নি। মা যেসব মহিলার কাপড় সেলাই করে দিতেন তারাও তা জানতেন। একদিন যখন তাদের একজন আমার মায়ের কাছে এসব নিয়ে কথা বলছিলেন, আমি তা গোপনে শুনে ফেলেছিলাম। তারা ভেবেছিলেন আমি ঘুমিয়ে আছি; কিন্তু আমি শুধু চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। আসলে আমি তাদের বুঝতে দিতে চাই নি যে, শিগগিরই মারা যাবো, ঐ অদ্ভুত কথাটি আমি শুনে ফেলেছি—।

আমি ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলাম এবং স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম; তবে মাকে কিছুই বুঝতে দিই নি। কিন্তু জোনাথন ঘরে এলে তার সাথে এই নিয়ে কথা বললাম।

"জানো জোনাথন, আমি মারা যাচ্ছি"—বলেই আমি কেঁদে ফেললাম।

জোনাথন একটু ভাবলো। সে হয়তো এর উত্তর দিতে চাইছিল না, তবু শেষ পর্যন্ত বললো: "হ্যাঁ, আমি জানি।"

আমার আরো বেশি কান্না পেল। এমন ভয়াবহ ঘটনা কেন ঘটবে? আমি

প্রশ্ন করলাম, "দশ বছর পুরো হওয়ার আগেই কোনো মানুষ মরে যাবে, এমন নির্মম ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে।"

"জানো রাস্‌কি, এটা যে ভয়াবহ তা আমি মনে করি না", জোনাথন বললো, "আমি মনে করি তোমার সময় ওখানে দারুণ সুখে কাটবে।"

"আশ্চর্য, মাটির নিচে পড়ে থাকা এবং মরে থাকা কি তেমন সুখের কিছু?"— আমি জিগ্যেস করলাম।

"হু", জোনাথন বললো, "মাটিতে শুধু তোমার কঙ্কালটাই পড়ে থাকবে, তুমি চলে যাবে অন্য এক জায়গায়।"

"কোথায়?" আমি অবাক হই, কারণ তার কথা আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

"নাঙ্গিয়ালায়।"

নাঙ্গিয়ালার কথাটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন ব্যাপারটা সকলেরই জানা। কিন্তু এর আগে কখনো আমি এ সম্বন্ধে শুনি নি।

"তা নাঙ্গিয়ালাটা কোথায়?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"ঠিক কোথায় এর অবস্থান, তা আমারও পুরো জানা নেই। তবে তারার দেশের অপর পারে কোথাও হবে।" তারপর সে নাঙ্গিয়ালা সম্বন্ধে এমনভাবে বলতে শুরু করলো যে, ইচ্ছে হলো তক্ষুণি সোজা উড়াল দিই নাঙ্গিয়ালার দিকে।

"সেখানে এখনও বনের মধ্যে তাঁবুর ধারে আগুন জ্বালানো হয়, সে এক কল্পকথার দেশ। তুমি পছন্দ না করে পারবেই না," জোনাথন আশ্বাস দিল।

সে আরো বললো যে, সকল বীরকথার মূল এই নাঙ্গিয়ালা। কেননা এরকম সব ঘটনা সেখানেই ঘটে। সেখানে পৌঁছুলে সকাল-সন্ধ্যা এমন কি রাতেও নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার সাথে তুমি জড়িয়ে পড়বে।

জোনাথন বলতে লাগলো : "আরে, রাস্‌কি, এখানে তো অসুস্থ হয়ে সবসময় শুধু কাশো, অসুস্থ থাকো, খেলতে পারো না। এই অবস্থা তোমার ওখানে থাকবে না। সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ হয়ে যাবে তুমি।"

জোনাথন আমাকে রাস্‌কি বলে ডাকে। সে আমাকে ছোটবেলা থেকেই এই নামে ডাকে। কেন? জিগ্যেস করায় সে বলেছিল, রাস্‌ক্ মানে মচমচে রুটি, যা সে খুব পছন্দ করে, ঠিক আমারই মতো। হ্যাঁ, জোনাথন আমাকে পছন্দ করতো। আমার কাছে তাতে অবাকই লাগতো, কেননা আমি এক কদাকার, বোকা ভীতু এবং বাঁকা দু'পায়ের ছোকরার চেয়ে বেশি কিছু ছিলাম না। আমি জোনাথনকে যখন জিগ্যেস করেছিলাম, আমার মতো দেখতে খারাপ, বোকা, বাঁকা পায়ের একজন ছেলেকে কি করে তার ভালো লাগে?

উত্তরে সে বলেছিল, "তুমি যদি এমন চমৎকার এক অসুন্দর ও ছোট্ট মলিন মুখের বাঁকা পায়ের ছেলে না হতে তাহলে তুমি আমার পছন্দের রাস্‌কি হতে পারতে না।"

কিন্তু সেই সন্ধ্যাবেলায়, আমি যখন মৃত্যুভাবনায় ভীত, জোনাথন বলেছিল, যে, যখন আমি নাঙ্গিয়ালা পৌঁছে যাব তখন মুহূর্তের মধ্যে সবল, সুঠাম এবং সুন্দর হয়ে উঠবো।

"তোমার মতো সুন্দর?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তার চেয়ে বেশি," জোনাথন বলেছিল।

কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছিল। কেননা জোনাথনের মতো সুন্দর কখনও কেউ ছিল না, আর হবেও না।

মা যাদের কাপড় সেলাই করে দিতেন সেই মহিলাদের একজন একবার বলেছিলেন, "বোন, আপনার একটা ছেলে আছে যাকে বীর কাহিনীর রাজপুত্রের মতো দেখায়।"

আর উনি যে আমার কথা বলেন নি, সে আমি নিশ্চিত করে জানি।

জোনাথনকে সত্যিই গল্পের রাজপুত্রের মতো দেখাতো। তার চুল সোনার মতো ঝলমল করতো, গাঢ় নীল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতো সবসময়। দাঁতগুলো ছিল ধবধবে সাদা আর পা দুটো ছিল সুন্দর আর সোজা।

শুধু তাই নয়, সে ছিল যেমন কোমল হৃদয়, তেমনি সবল। সবকিছু বুঝতো সে, আর করতেও পারতো অসম্ভব সব কাজ। ক্লাসে ছিল সবার সেরা। সবসময় একটা কিছু মজা সে করতোই। আর স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওর পিছু নিতো সবসময়। আমি অবশ্য তা পারতাম না, কারণ আমাকে দিনরাত সোফায় শুয়ে থাকতে হতো। বাড়ি এসে জোনাথন আমাকে সেসব গল্প শোনাতো, সবকিছু যা সে করেছে, শুনেছে, দেখেছে এবং পড়েছে। সোফার কিনারে বসে সে অবিরাম বলেই যেতো যেন কোনো শেষ নেই তার গল্পের। একটা চৌকির ওপর কাপড়-চোপড় থাকতো, সেগুলো সরিয়ে চৌকিটা টেনে এনে রাতের বেলায় সে রান্নাঘরে ঘুমাতো। আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে বীরগাথার গল্প বলে যেত যে-পর্যন্ত না মা ভেতর থেকে চিৎকার দিতেন— "হয়েছে। এবার একটু থামো তো। কার্লকে ঘুমাতে দাও।"

সবসময়ে কাশি নিয়ে ঘুমানো বড়ই কঠিন। মাঝে মাঝে মাঝরাতে উঠে জোনাথন আমার জন্য মধু ও জল গরম করে নিয়ে আসতো, যাতে আমার কাশিটা কমে। সত্যি, কি ভালো ছিল যে জোনাথন!

সেই সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি মৃত্যুভয়ে বড় ভীত ছিলাম, জোনাথন আমার পাশে বসেছিল। নাঙ্গিয়ালা সম্বন্ধে আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিলাম। কিন্তু খুব নিচুস্বরে যাতে মা শুনতে না পান। তিনি রোজকার মতো কাপড় সেলাই করছিলেন। তার সেলাই মেশিনটা ছিল তার শোবার ঘরের ভেতর। আমাদের মাত্র একটি ঘর ও একটি রান্নাঘর ছিল। মাঝখানের দরজা খোলা থাকতো। মা গান গাইতো আর আমরা তা শুনতে পেতাম। দূর সমুদ্রের অভিযাত্রী এক নাবিকের কথা ছিল সেই গানের ভেতর। আমার মনে হতো মা বাবার কথা ভেবেই গানটি করছে। গানের কয়েকটা চরণই আমার মনে আছে, পুরোটা নয়—

www.BanglaBook.org

সমুদ্রে যদি আমার মরণ আসে, প্রিয়ে
তখন হয়তো-বা কোনো এক সন্ধ্যায়
উড়ে আসবে একটা বরফ সাদা কবুতর
অনেক অনেক পথ বেয়ে।
এসে বসবে তোমার জানালায়,
মনে রেখো সেটা আমার আত্মা
কিছুক্ষণের জন্যে আশ্রয় চায়
ভালবেসে তোমার দু-বাহুর বন্ধন।

গানটা ছিল খুব মধুর ও করুণ; কিন্তু জোনাথন গান শুনে হাসতো। বলতো—"রাস্‌কি, তুমিও হয়তো কোনো এক সন্ধ্যাবেলা আমার কাছে উড়ে আসবে, নাঙ্গিয়ালা থেকে। এবং জানালার কার্নিশে তুষার ধবল কবুতরের মতো বসতে ভুলবে না কিন্তু। বল, তা ভুলবে না?"

আমি ঠিক তখনই কাশতে শুরু করলাম। আমার কাশির মাত্রাটা খুব বাড়লে জোনাথন যেমনটি করতো তখনও তেমনি উঁচু করে তুলে ধরলো আমাকে আর গাইতে লাগলো—

রাস্‌কি, ছোটমণি আমার
জানি এখানেই আত্মা আছে তোমার
চাইছে ক্ষণিকের একটু আশ্রয়
ভালোবেসে দু'বাহুর বন্ধন আমার।

এর আগে পর্যন্ত কখনও ভাবি নি জোনাথনকে সঙ্গে না নিয়ে কি করে নাঙ্গিয়ালায় যাবো অথবা তাকে ছাড়া কিভাবে থাকবো। ও না থাকলে একদম একা হয়ে পড়বো। জোনাথন যদি আমার সাথে না-ই থাকে তবে সেইসব বীরগাথা আর এ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে থেকে লাভ কি? আমার ভয় করতে লাগলো। বুঝতে পারলাম না আমি কি করবো।

"আমি নাঙ্গিয়ালায় যেতে চাই না"—এই বলে আমি কাঁদতে লাগলাম। "আমি যেখানে যাবো সেখানে তোমাকেও থাকতে হবে।"

"আরে আমিও এক সময় নাঙ্গিয়ালায় যাবো, বুঝলে"—জোনাথন বললো।

"হুঁ, এক সময়! তুমি হয়তো নব্বই বছর বাঁচবে, ততোদিন আমি সেখানে থাকবো একা একা"— আমি অনুযোগের স্বরে বললাম।

জোনাথন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, নাঙ্গিয়ালায় 'সময়' ঠিক পৃথিবীর মতো নয়। সে যদি নব্বই বছরও বাঁচে, আমার কাছে ঐ নব্বই বছর দুই দিনও মনে হবে না। যেখানে আসলে সময় বলে কিছু নেই। সেখানে এরকমই মনে হবে।

"দুই দিন অন্তত তুমি একা কাটিয়ে দিতে পারবে"—সে বললো। "তুমি গাছে চড়তে পারো এবং বনের ভেতর ক্যাম্পফায়ার করতে পারো। কোনো ছোট্ট নদীর

www.BanglaBook.org

ধারে বসে মাছও ধরতে পারো। তুমি এতোদিন যা যা করতে চেয়েছো, তার সবই ওখানে করতে পারবে। হয়তো সেখানে বসে বসে রঙিন মাছ ধরছো— এমনি সময় আমি উড়ে আসবো। অবাক হয়ে তুমি বলবে "জোনাথন তুমি এতোক্ষণে এখানে?"

আমি কান্না বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম, এই সান্ত্বনায় যে দিন-দুই কোনোমতে চালিয়ে নেয়া যাবে।

আমি বললাম, "কিন্তু তবু কী ভালো হতো যদি তুমি আগে সেখানে যেতে তাহলে বসে বসে মাছ ধরবার কাজটা তুমিই করতে।"

জোনাথন সায় দিল। অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো, বরাবরের মতোই মায়াভরা চোখে। আমি লক্ষ্য করলাম সে কেমন মনমরা হয়ে আছে। খুব চাপা স্বরে, যেন দুঃখভরা মনে সে বললো, "কিন্তু তার বদলে আমাকে এই পৃথিবীতে বাঁচতে হবে, হয়তো নব্বই বছর ধরে—আমার রাস্‌কিকে ছেড়ে।"

এমন করেই আমরা ভাবতাম।

BanglaBook.org

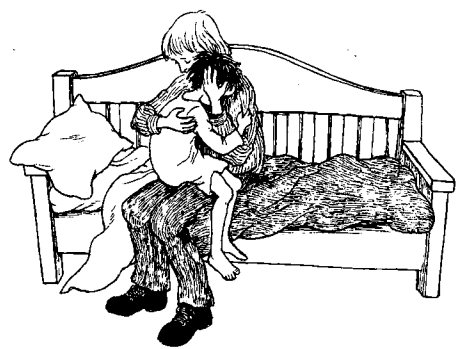

দুই

এবার আমি সেই কঠিন ব্যাপারটায় আসছি, যা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়, আবার না ভেবেও পারি না।

আমার ভাই জোনাথন; যেন সে এখনো আমার কাছে রয়েছে, পাশে বসে, সন্ধ্যাবেলায় কথা বলছে, স্কুলে যাচ্ছে ও বাচ্চাদের সাথে বাগানে খেলছে এবং আমার জন্য মধুজল গরম করে আনছে...এমনি কতো কিছু। কিন্তু...সে সব দিন আর নেই...সে সব নেই।

জোনাথন এখন নাঙ্গিয়ালাতে।

সে এক বড় হৃদয়বিদারক কাহিনী। আমি পারি না, না, আমি বলতে পারি না। বরং পরে খবরের কাগজে ঘটনাটা যেভাবে ছাপা হয়েছিল তাই তুলে ধরছি।

"গতকাল সন্ধ্যাবেলা ভয়ঙ্কর এক আগুনের লেলিহান শিখা শহরের একটি কাঠের বাড়ি গ্রাস করে। পুরনো ভবনটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় এবং একজনের প্রাণহানি ঘটে।

আগুন লাগার সময় একটি দশ বছরের ছেলে কার্ল লায়ন অসুস্থ অবস্থায় দোতালার ঘরে একা বিছানায় শুয়েছিল। তার তের বছরের ভাই জোনাথন লায়ন ঐ সময় বাড়ি ফেরে এবং কেউ তাকে থামানোর আগেই সে তাড়াতাড়ি তার ভাইকে বাঁচানোর জন্য জ্বলন্ত ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। এক নিমেষের মধ্যে আগুন বাড়ির ওপরতলাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং জানালা দিয়ে লাফ দেয়া ছাড়া আর বেরোনোর পথ থাকে না। বাড়ির বাইরে অনেক লোকজন জড়ো হয়েছিল, তারা আর্ত চিৎকার করেছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা দেখলো তের বছরের এক বালক কোনো দ্বিধা না করেই তার ছোট ভাইকে কাঁধে নিয়ে আগুনের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। মাটিতে পড়ে ছেলেটির যে আঘাত লেগেছিল তাতে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। ছোট ভাইটি রক্ষা পায়। বড় ভাইয়ের শরীর তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করে।

এই ঘটনার সময় ছেলে দুটির মা বাড়িতে ছিলেন না। তিনি এক খরিদ্দারের কাছে গিয়েছিলেন। পেশায় তিনি একজন দর্জি। ঘরে ফিরে তিনি শোকে

www.BanglaBook.org

মোহ্যমান হয়ে পড়েন। আগুন লাগার কারণ এখনো অজ্ঞাত।"

খবরের কাগজের অন্য পৃষ্ঠায় জোনাথন সম্বন্ধে আরো কিছু ছিল। তার স্কুলের এক শিক্ষিকার লেখা। সেটা এরকম—

প্রিয় জোনাথন লায়ন। তোমার নাম কি আসলে জোনাথন লায়নহার্ট হওয়া উচিত ছিল না? মনে পড়ে, তুমি ইতিহাসের এক সাহসী ইংরেজ রাজার কথা পড়েছিলে, যার নাম ছিল লায়নহার্ট রিচার্ড? মনে পড়ে, তুমি তখন বলেছিলে, ইতিহাসে স্থান পাওয়ার মতো বীর হতে পারার কথা, বলেছিলে তুমি কখনো এমন বীর হতে পারবে না। জোনাথন, যদিও ইতিহাসের পাতায় তোমার নাম লেখা থাকবে না, তবু সেই মুহূর্তে তুমি যে-সাহস দেখিয়েছো, তোমার সে বীরত্ব তাদের যে-কারোর মতোই। তোমার বৃদ্ধ শিক্ষিকা তোমাকে কোনোদিন ভুলবে না। তোমার স্কুলের বন্ধুরাও তোমাকে দীর্ঘদিন স্মরণ করবে। ক্লাসে তোমার মতো সুদর্শন, হাসিখুশি এবং চটপটে ছেলেটি নেই, এতে সবারই ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। কিন্তু ভালো লোকেরাই আগে চলে যায়। জোনাথন লায়নহার্ট, তুমি শান্তিতে বিশ্রাম করো।

গ্রেটা আন্ডেরসন

জোনাথনের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন খুবই সরল মানুষ। তিনি জোনাথনকে অন্যদের মতোই খুব পছন্দ করতেন। তিনি যে তাকে লায়নহার্টের আসনে বসিয়েছিলেন তা ছিল ভালো কাজ। খুবই ভালো ছিল ব্যাপারটা। শহরে এমন কেউ ছিল না যে জোনাথনের জন্য দুঃখ করে নি এবং সবাই ভেবেছিল ওর বদলে আমি মরে গেলে ভালো হতো। আমি এ বিষয়টি অন্তত কিছুটা বুঝতে পেরেছি সে সব মহিলার কাছ থেকে যারা মসলিন কাপড় আর পোশাক-আশাক নিয়ে আসতো। তারা রান্নাঘরে যাওয়ার সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে মাকে বলতো, "বেচারি মিসেস লায়ন! জোনাথন, আহা, ও একটা ছেলে ছিল বটে।"

আমরা এখন আগের বাসাটার পাশে একই রকমের দেখতে একটা ফ্ল্যাটে থাকি। তবে এখন নিচের তলায় থাকি এই যা। আমরা পুরোনো জিনিসপত্রের দোকান থেকে শস্তায় কিছু পুরানো আসবাবপত্র কিনেছি এবং ঐসব মহিলাদের কেউ কেউ কিছু দিয়েছেন। আমি রাতে অনেকটা আগের মতোই রান্নাঘরের একটা সোফায় ঘুমাই। সবকিছুই প্রায় আগের মতো। কিন্তু আবার ঠিক আগের মতো নয়ও। কারণ জোনাথন আর নেই। কেউ আর আমার কাছে বসে না এবং সন্ধ্যাবেলায় গল্প করে না। আমি বড় একা। বুকের ভেতরটা থেকে থেকে কেমন করে ওঠে। আমি শুধু পড়ে থাকি এবং জোনাথন মারা যাওয়ার ঠিক আগে লাফ দেয়ার পর আমরা যখন মাটিতে শুয়ে ছিলাম সেই মুহূর্তে যেসব কথা বলেছিল ফিসফিসিয়ে নিজের কাছে সেসব কথা বলতে থাকি। জোনাথন নিচের দিকে মুখ করে পড়েছিল। কে যেন তাকে উল্টে দিল। আমি তার মুখ দেখতে পেলাম। তার

মুখ দিয়ে সামান্য রক্ত বেরুচ্ছিল এবং সে যেন কথা বলতে পারছিল না। কিন্তু তব সে হাসতে চেষ্টা করছিল। খুব আস্তে আস্তে কয়েকটি কথা বললো, "কেঁদো না রাসকি, নাঙ্গিয়ালায় আবার আমাদের দেখা হবে।"

এইটুকুই শুধু বললো, আর কিছু নয়। তারপর তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। অনেক লোকজন চারদিকে জড়ো হলো। ওরা তাকে তুলে নিয়ে গেল। আমি আর কখনো তাকে দেখি নি।

তারপর প্রথম প্রথম কিছুদিন আমি সেই ঘটনা মনে করতে চাই নি। কিন্তু এরকম বীভৎস আর হৃদয়বিদারক কিছু ভুলে থাকাও যায় না। আমি এখানে সোফার ওপর শুয়ে থাকি আর জোনাথনের কথা ভাবতে থাকি। ভেবে ভেবে মনে হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমি যেরকম করে তার প্রতীক্ষায় থাকি, সেরকম করে আর কেউ কারো জন্য প্রতীক্ষা করতে পারে না। সেই সাথে আমি ভয়ও পেয়েছিলাম। যদি নাঙ্গিয়ালা সম্পর্কে সব কথা সত্যি না হয়। জোনাথন প্রায়শ মজাদার যেসব গল্প করতো এটা যদি সেরকম একটা কিছু হয়? এসব ভেবে আমার খুব কান্না পেলো। আমি কাঁদলাম অনেকক্ষণ।

কিন্তু তারপরই জোনাথন এলো আমার পাশে। আমাকে এবারও অনেক সান্ত্বনা দিল। হ্যাঁ, জোনাথন এলো। কি আনন্দ যে পেলাম তার এই আসাতে। আবার সবকিছু যেন বদলে গেল। নাঙ্গিয়ালায় বসে সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল তাকে ছাড়া আমার সময় কেমন কাটছে। আমাকে সান্ত্বনা দিতেই সে এসেছিল, এরপর থেকে আমার আর কোনো কষ্ট নেই। এখন আমার শুধু অপেক্ষা।

জোনাথন যে এসেছিল এটা তার তার কিছুকাল আগের এক সন্ধ্যার কথা। আমি বাড়িতে একা ছিলাম এবং বিছানায় শুয়ে তার জন্য কাঁদছিলাম। আমি এতো ভীত, অসুখী আর দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম যে সে আর বলবার নয়। রান্নাঘরের জানালা খোলা ছিল। বাইরে উষ্ণ বাসন্তী সন্ধ্যা। বাড়ির পেছনে অনেকগুলো কবুতর ডাকছিল বাকবাকুম শব্দে।

ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটলো।

আমি যখন বালিশে মুখ গুজে পড়েছিলাম তখনই। কানে এলো খুব কাছে একটা কবুতর ডাকছে। আমি মাথা তুলে তাকাতেই দেখি একটা কবুতর জানালার কার্নিশে বসে আমাকেই যেন দেখছে তার সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে। বরফের মতো সাদা একটা কবুতর, আঙিনার অন্য দশটা কবুতরের মতো ধূসর নয়। কেউ বুঝতে পারবে না এমন শ্বেতশুভ্র কবুতর দেখে আমার কেমন লাগছিল। ঠিক যেন সেই গানের কলি—"আসবে এক বরফ সাদা কবুতর।" জোনাথন যেন আমাকে গানটা আবারো গেয়ে শুনিয়েছিল, তারপর বলেছিল, "রাসকি ছোটমণি আমার, জানি এখানেই আত্মা আছে তোমার।" হায়রে নিয়তি। এখন আমার বদলে জোনাথনই আমার কাছে এসেছে।

আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারি নি। আমি শুধু শুয়ে রইলাম আর

শুনলাম কিভাবে কবুতরটি ডেকে গেল বাকবাকুম করে। এই বাকবাকুম ডাকের পেছন থেকে, অথবা ডাকের মাঝেই, জানি না কীভাবে সেটা বলবো, আমি শুনতে পেলাম জোনাথনের কণ্ঠ। তার কণ্ঠ খুব স্বাভাবিক ছিল না, ছিল রান্নাঘর জুড়ে এক ফিসফিসানির মতো। এটা হয়তো কিছুটা ভৌতিক গল্পের মতো মনে হতে পারে, অথবা আমার হয়তো কিছুটা ভীত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভয় পাই নি। আমি এতো খুশি হয়েছিলাম যে একলাফে ছাদ ছুঁয়ে ফেলতে পারতাম। কেননা যাকিছু শুনেছিলাম সব ছিল চমৎকার।

নাঙ্গিয়ালা সম্বন্ধে যা শুনেছি তার পুরোটাই ছিল সত্যি। জোনাথন চাচ্ছিল আমি তাড়াতাড়ি নাঙ্গিয়ালা চলে যাই। সেখানকার সবকিছু স্বপ্নের মতো সুন্দর। ভেবে দেখো সেখানে গিয়ে দেখতে পেল একটি বাড়ি তার জন্য তৈরি হয়ে আছে। নাঙ্গিয়ালায় সে নিজের একটি বাড়ি পেয়েছে। একটি পুরনো খামারবাড়ি। যার নাম তেপান্তরের পার, চেরি উপত্যকায়, কি সুন্দর, তাই না। সেখানে এসে জোনাথন প্রথম যা দেখলো তা হলো দরজার ওপর একটা ছোট সবুজ নামফলক এবং সেই ফলকের ওপর লেখা **লায়নহার্ট দুই ভাই**।

"তার মানে আমরা দু'জনেই সেখানে থাকবো," জোনাথন বললো।

ভাবো, নাঙ্গিয়ালায় গেলে আমাকেও লায়নহার্ট বলে ডাকা হবে। তার জন্য আমি খুশি। কারণ আমিও জোনাথনের মতো ওই নাম পাবো, যদিও আমি তার মতো এতোটা সাহসী নই।

জোনাথন বললো, "যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো। তেপান্তরের পারে তুমি আমাকে খুঁজে না পেলে জেনো নদীর ধারে বসে মাছ ধরছি।"

তারপর সব নিশ্চুপ হয়ে গেল। কবুতরটি উড়ে গেল, ঠিক ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে নাঙ্গিয়ালায় ফিরে গেল।

আর আমি এখানে সোফায় পড়ে ছিলাম, শুধু উড়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। আশা করছিলাম পথ খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না। জোনাথন বলেছিল ব্যাপারটা মোটেই কঠিন নয়। আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঠিকানাটা লিখে রেখেছিলাম :

লায়নহার্ট দুই ভাই
তেপান্তরের পার
চেরি উপত্যকা
নাঙ্গিয়ালা

জোনাথন দু'মাস হলো একা একা নাঙ্গিয়ালায় আছে। ভীষণ দীর্ঘ ও কঠিন দুটি মাস আমি তাকে ছেড়ে আছি। কিন্তু আমি শিগগিরই নাঙ্গিয়ালায় যাচ্ছি। শিগগির, খুব শিগগিরই উড়ে যাবো। হয়তো এই রাতে। আমি একটা চিরকুট রান্নাঘরের টেবিলে রেখে যাবো, যাতে মা কাল সকালে উঠে খুঁজে পায়। চিরকুটের ওপর লেখা থাকবে :

"কেঁদো না, মা। নাঙ্গিয়ালায় দেখা হবে।"

www.BanglaBook.org

তিন

তারপর এটা ঘটলো। এমন অদ্ভুত কিছুর ভেতর দিয়ে আমি কখনও যাই নি। হঠাৎ দেখি আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং সবুজ হরফের লেখাটা পড়ছি : লায়নহার্ট দুই ভাই।

কীভাবে সেখানে এলাম? কখন উড়লাম আমি? কাউকে জিগ্যেস না করে কীভাবে পথ খুঁজে পেলাম? জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে হঠাৎ দেখলাম আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং পড়ছি ফটকের ওপর লেখা নাম।

আমি জোনাথনকে চিৎকার করে ডাকলাম। কয়েকবার চিৎকার করলাম কিন্তু সে উত্তর দিল না। তখন আমার মনে পড়লো নিশ্চয়ই সে নদীর ধারে বসে মাছ ধরছে।

আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। সেই সরু বনপথ দিয়ে নদীর দিকে। আমি দৌড়ালাম, দৌড়াতে থাকলাম। তারপর দেখি, সাঁকোর ধারে নিচে জোনাথন বসে আছে। তার চুল সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। তাকে দেখে আমার কি অনুভূতি হয়েছিল, সে বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জোনাথন আমাকে আসতে দেখে নি। আমি চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করলাম— "জোনাথন"। কিন্তু পারলাম না। আমি অদ্ভুত শব্দ করে সম্ভবত কেঁদেছিলাম। যাই হোক, জোনাথন শুনতে পেয়েছিল। ওপরে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললো। তারপর সে চিৎকার করে ছিপ্ ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, যেন দেখতে চেষ্টা করছিল আমি সত্যি সত্যি এসেছি কি না। তখন আমি সামান্য একটু কাঁদলাম। কেন কাঁদলাম তা জানি না, তবে তার কাছে আসার জন্য খুব ব্যাকুল ছিলাম আমি।

জোনাথন কিন্তু তার বদলে হেসে উঠলো। আমরা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি কতো খুশি হয়েছিলাম তা প্রকাশ করতে পারবো না। কেননা আমরা আবার একত্র হয়েছি।

তারপর জোনাথন বললো : "তাহলে, রাস্‌কি লায়নহার্ট, অবশেষে তুমি এলে।"

রাস্‌কি লায়নহার্ট—খুব অদ্ভুত শোনালো আমার কাছে। তাই আমরা হি-হি করে হাসলাম। আমরা হাসিতে ফেটে পড়লাম ঠিক যেন দীর্ঘদিন পর খুব

তামাশার কিছু পেয়ে গেছি। হয়তো আসল কারণ এটা ছিল যে, আমরা কোনো কিছু নিয়ে হাসতেই চেয়েছিলাম। আমরা এতো খুশি ছিলাম যে, আমাদের ভেতরে সবকিছু যেন পাক খাচ্ছিল। বহুক্ষণ হাসবার পর আমরা ছদ্ম কুস্তি শুরু করলাম। তাতেও হাসি থামছিল না। গড়াগড়ি করে হাসতে হাসতে ঘাসের ওপর পড়ে গেলাম। অনেকক্ষণ ঐ জায়গায় শুয়ে থাকলাম। অবশেষে হাসির দমক সামলাতে না পেরে দু'জনেই নদীতে পড়ে গেলাম। আর তারপরও এতোই হাসতে লাগলাম যে, আমি ভেবেছিলাম আমরা হয়তো ডুবেই যাবো।

কিন্তু তার বদলে সাঁতরাতে শুরু করলাম। আমি কখনও সাঁতরাতে পারতাম না, যদিও একসময় অনেক ইচ্ছে হয়েছিল যে সাঁতার শিখবো। এখন না শিখেই সাঁতার কাটতে পারলাম। ভালোই সাঁতরালাম আমি।

BanglaBook.org

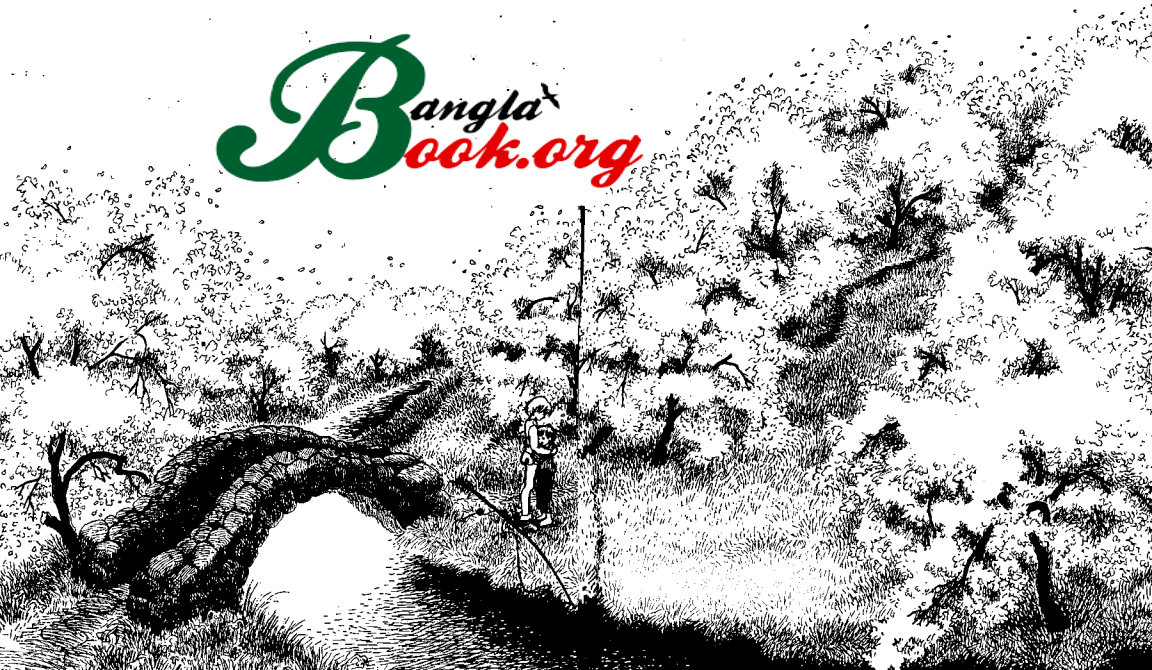

"জোনাথন, আমি সাঁতরাতে পারি," আমি চিৎকার করে বললাম।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি সাঁতরাতে পারো"— জোনাথন বললো।

তারপরই হঠাৎ আরেকটি কথা মনে পড়লো।

"জোনাথন, তুমি কি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ?" আমি বললাম, "আমি আর আগের মতো কাশছি না।"

"না, তুমি অবশ্যই আর আগের মতো কাশিতে কষ্ট পাবে না"— জোনাথন বললো, "তুমি যে এখন নাঙ্গিয়ালায়।"

আমি কিছুক্ষণ সাঁতার কাটলাম এবং তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সাঁকোয় উঠলাম। সেখানে ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাপড় বেয়ে জল পড়তে লাগলো। পাজামা ভিজে পায়ের সাথে লেপ্টে ছিল, সেজন্য আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম কি ঘটে গেছে। বিশ্বাস করো আর না-ই করো, আমার পা দুটো সোজা হয়ে গিয়েছিল, ঠিক জোনাথনের মতো।

তারপর ভাবলাম, যদি এমন হয়, আমি খুব সুদর্শনও হয়ে উঠেছি। আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম, সেও কি তাই মনে করছে। সে কি ভাবছে যে আমি আরো সুন্দর হয়ে উঠেছি।

"আয়নায় নিজেকে দেখ", বলে জোনাথন নদীর দিকে দেখালো। জল এতো স্থির ও নিস্তরঙ্গ ছিল যে মানুষ সহজেই প্রতিচ্ছবি দেখতে পারে। সাঁকোর রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালাম এবং জলের ভেতর নিজেকে দেখতে পেলাম। কিন্তু নিচে সুন্দর কিছু চোখে পড়লো না। জোনাথন এসে আমার পাশে উপুড় হয়ে পড়লো এবং আমরা অনেকক্ষণ ধরে জলের ভেতর লায়নহার্ট ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখতে লাগলাম। জোনাথনের সোনালি চুল, চোখ আর সুন্দর মুখ আর তার পাশে আমার থ্যাবড়া নাক ও অগোছালো জটপাকানো বিচ্ছিরি চুল।

"না, আমার মনে হয় না যে, আমি সুন্দর হয়েছি", বললাম আমি।

কিন্তু জোনাথনের চোখে অনেক পার্থক্য ধরা পড়লো।

"এবং তোমাকে অনেক শক্ত-সমর্থও দেখাচ্ছে",—সে বললো।

তারপর আমি নিজেকে পুরোপুরি অনুভব করতে শুরু করলাম। সাঁকোর ওপর শুয়ে থেকে আমি অনুভব করলাম, আমি স্বাস্থ্যবান এবং আমার শরীরের প্রতিটি কণা সুস্থ, তাহলে কেনই-বা আমি সুন্দর হতে এতো উদ্‌গ্রীব? সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল খুশির ঝিলিক। একটু আগের হাসির সেই মুহূর্তের মতো।

কিছুক্ষণ সেখানে পড়ে থেকে রোদ পোহালাম ও সাঁকোর নিচে মাছের সাঁতার কাটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। জোনাথন এক সময় ঘরে ফিরতে চাইলো, আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। কেননা তেপান্তরের পারে দেখার জন্য উৎসুক ছিলাম, যেখানে আমি থাকবো।

জোনাথন আমার আগে আগে সরু পথ ধরে খামারের দিকে চললো এবং আমি আমার সুন্দর ও সোজা পা নিয়ে তার পেছনে পেছনে চললাম। আমি পায়ের দিকে

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে হেঁটে চলছিলাম এবং সোজা পা নিয়ে চলা যে কি আনন্দের তা আমি অনুভব করছিলাম। একটা ঢাল বেয়ে কিছুটা ওপর দিকে আসতেই হঠাৎ মাথা ফিরিয়ে তাকালাম এবং তখনই দেখলাম চেরি উপত্যকা। উপত্যকাটি সর্বত্র চেরিফুলে সাদা হয়ে আছে। সাদা ফুল এবং সবুজ সবুজ ঘাস। এবং এইসব সাদা সবুজের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী যেন এক রুপালি ফিতা। কি করে এটা আগে আমার চোখে পড়ে নি? শুধুই কি আমি জোনাথনকেই দেখছিলাম? কিন্তু এখন আমি পাহাড়ি বনপথে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে, দেখছি চারপাশের অপরূপ শোভা। জোনাথনকে বললাম : "এটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সুন্দরতম উপত্যকা।"

"হ্যাঁ, তবে পৃথিবীর নয়", জোনাথন বললো এবং মনে পড়লো যে আমরা এখন নাঙ্গিয়ালায়।

চেরি উপত্যকার চারদিকে উঁচু পর্বত, সেটাও খুব সুন্দর। উপত্যকার প্রান্তের ঠিক নিচেই প্রবহমান নদী এবং উপত্যকার ঢালে ঝরনা ও জলপ্রপাত। তারা শুধুই গান গেয়ে যাচ্ছিল, কারণ তখন ছিল বসন্তকাল।

বাতাসেরও কিছু বিশেষত্ব ছিল। বাতাস এত পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ যেন মানুষ তা পান করতে পারে।

"এই বাতাসের কয়েক কিলো আমাদের দেশে দরকার ছিল", আমি বললাম। কারণ, আমার মনে পড়লো, রান্নাঘরের সোফায় আমি যখন রোগাক্রান্ত শুয়ে থাকতাম, তখন মনে হতো কোথাও একটু যেন বাতাস নেই।

কিন্তু এখানে ঐ বাতাস অফুরান। আমি যতোটা পারি বুকের ভেতরে টেনে নিলাম ঐ বাতাস। তারপরও মনে হচ্ছিল যেন আমি যথেষ্ট বাতাস নিতে পারছি না। জোনাথন অট্টহাস্য করে বললো : "আমার জন্য কিছু রেখো।"

যে পথে যাচ্ছিলাম সে পথের ওপর চেরিফুল পড়ে সাদা হয়ে ছিল। আমাদের ওপরেও ঝরে পড়ছিল সাদা পাপড়ি, আমাদের চুলে এবং শরীরের সবখানে। কিন্তু আমার পছন্দ চেরি ফুলের ঝরা পাপড়ি বিছানো সেই সবুজ পাহাড়ি খুদে বনপথ। আমার সেটা খুব পছন্দ।

বনপথের শেষে তেপান্তরের পার, ফটকের ওপর সবুজ হরফে লেখা : "লায়নহার্ট দুই ভাই।" আমি জোনাথনের জন্য উচ্চকণ্ঠে লেখাগুলো পড়ি। "আমরা এখানেই থাকবো ভাবতে কি মজা লাগছে।"

"হ্যাঁ রাস্‌কি। কি মজার ব্যাপার তাই না?" জোনাথন বলে উঠলো।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুব মজার। আমি বুঝলাম যে গোটা ব্যাপারটা জোনাথনের খুব পছন্দ হয়েছে। আমার পক্ষে এর চেয়ে আরামে অন্য কোনো জায়গায় কখনো বাস করার কথা মনে হয় নি।

বাড়িটি সাদা, পুরাতন, বেশি বড় নয়, একটি সবুজ দরজা এবং চারদিকে সবুজ ঘাসে ঘেরা জমি। নানান রকমের ফুল ফুটে আছে সবুজ বাগানে। চেরিফুলের গাছ এবং অন্য সব ফুলের সমারোহ। বাড়ির চারদিকে পাথরের

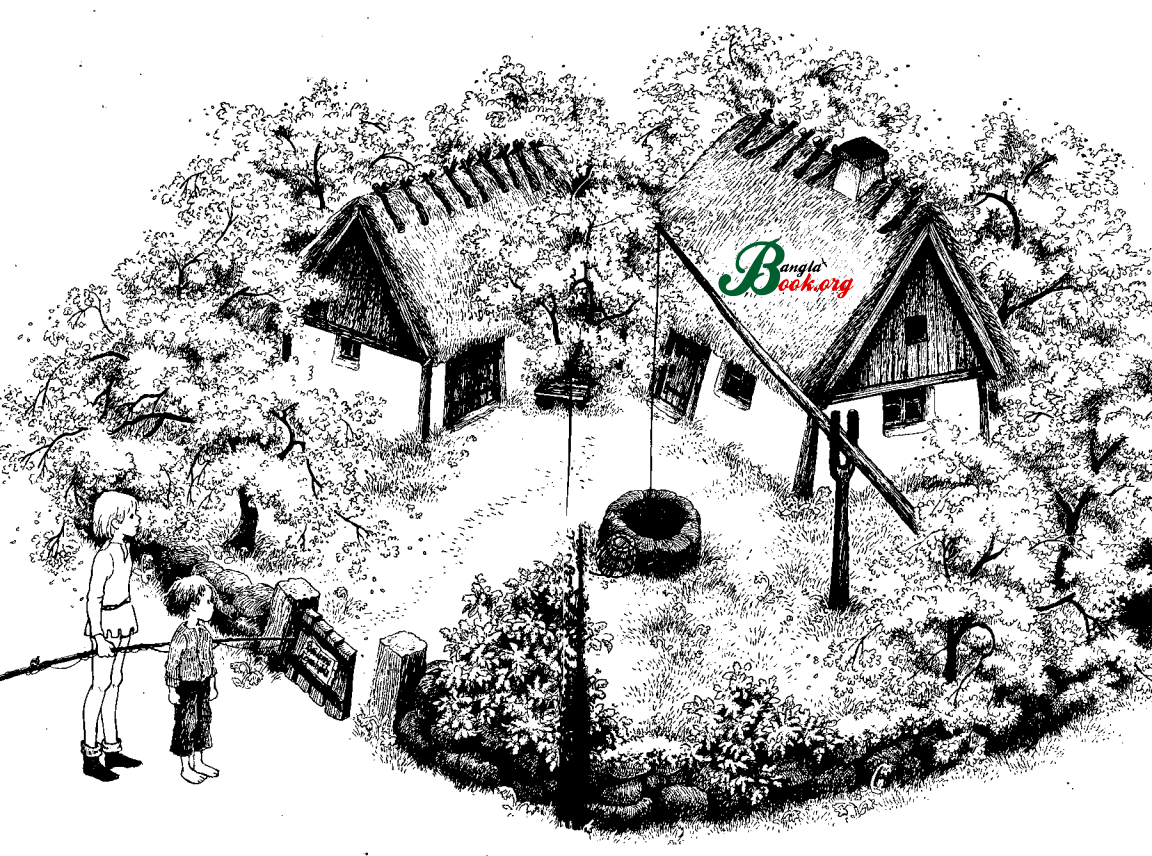
BanglaBook.org

দেয়াল, ধূসর দেয়ালের ওপর গোলাপি ফুল। ঐ দেয়াল সহজেই টপকিয়ে যাওয়া যায়। তবে গেট দিয়ে একবার ভেতরে ঢুকলে মনে হবে তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করছো এবং পাথরের প্রাচীর বাইরের সবকিছু থেকে এই বাড়িকে রক্ষা করবে।

আসলে এখানে একটা নয়, বাড়ি ছিল দুটি। অপরটি দেখতে অনেকটা আস্তাবলের মতো। একটা অন্যটির কোনাকুনি। ঐ কোনায় প্রায় পাথর যুগের সমান পুরাতন একটি বেঞ্চ। যে-কারো লোভ হবে সেখানে এক দণ্ড বসার, বসে একটু চিন্তা করার, কিংবা কথা বলার অথবা ছোট পাখির দিকে তাকিয়ে থাকার অথবা বসে ফলের রস পান করার।

"আমার এখানটায় খুব ভালো লাগে"—আমি জোনাথনকে বললাম, "ভেতরের দিকটাও কি এমন সুন্দর?"

"এসো দেখতে পাবে", সে বললো। সে দরজার ভেতরে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালো, আর ঠিক সেই সময় ব্রেষারব শোনা গেল। হ্যাঁ, সত্যিই একটা ঘোড়া ডাকছিল। জোনাথন বললো, "আমরা বরং প্রথমে আস্তাবলটি ঘুরে আসি।"

জোনাথন সেই অন্য বাড়ির ভেতর গেল এবং আমি তার পিছু পিছু দৌড় দিলাম। একবার ভেবে দেখো, আমি তার পেছনে দৌড় দিলাম!

যেমনটি ভেবেছিলাম, সত্যিই এটা একটা আস্তাবল। দুটো সুন্দর বাদামি ঘোড়া, আমাদের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে মাথা দুলিয়ে ডাকছিল।

"এই হচ্ছে গ্রিম ও ফিয়ালার", জোনাথন বললো, "কোন্‌টা তোমার আন্দাজ করো তো।"

"চালিয়ে যাও, তবে একথা বলতে চেষ্টা করো না যে আমার জন্যও একটি ঘোড়া আছে", আমি বললাম," আর যাই হোক আমি তা বিশ্বাস করতে পারি না।"

কিন্তু জোনাথন বললো যে, নাঙ্গিয়ালাতে ঘোড়া ছাড়া মানুষ চলতে পারে না।

"ঘোড়া ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পারবে না", সে বললো, "রাস্‌কি, এখানে মানুষকে অনেক দূর দূর জায়গায় আসা-যাওয়া করতে হয়।"

এ যাবৎ আমি যতো কথা শুনেছি, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে সুন্দর কথা। নাঙ্গিয়ালার মানুষদের অবশ্যই ঘোড়ায় চড়তে হয়। আহা, ঘোড়া যে কি ভালো লাগে আমার! আহ্ কি মসৃণ তাদের নাক, আমি এর চেয়ে মসৃণ কিছু ভাবতেও পারি না।

চমৎকার সুন্দর ঘোড়া ছিল ঐ দুটো। ফিয়ালারের ছিল কপালের ওপর সাদা দাগ, তা না হলে দুটো প্রায় একই রকম ছিল।

জোনাথন চেয়েছিল আমি আন্দাজ করে বলি কোন্‌টা আমার। আমি বললাম, "গ্রিম হচ্ছে আমার ঘোড়া।"

"হলো না"—জোনাথন বললো, "তোমার হচ্ছে ফিয়ালার।"

www.BanglaBook.org

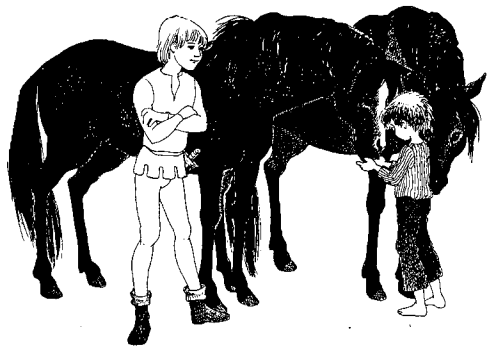

আমি ফিয়ালারকে নাক দিয়ে আমার ঘ্রাণ নিতে দিলাম এবং আমি ওর গায়ে চাপড় দিলাম এবং একটুও ভয় পেলাম না, যদিও আগে আমি কখনও ঘোড়ার গায়ে হাত দিই নি। শুরু থেকেই তাকে পছন্দ করে ফেললাম এবং সেও হয়তো আমাকে পছন্দ করলো, অন্তত আমার তাই মনে হলো।

"আমাদের খরগোশও আছে", জোনাথন বললো, "আস্তাবলের পেছনে একটি খাঁচার মধ্যে। তবে তুমি তাদের দেখতে পাবে পরে।"

এ ধারণাটা আমার আগেই করা উচিত ছিল।

"কিন্তু আমার আর তর সইছে না", আমি বললাম। কারণ আমি সবসময় খরগোশের জন্য পাগল ছিলাম। শহরের বাড়িতে মানুষ তো আর খরগোশ পুষতে পারে না।

আস্তাবলের পেছনে একটি ছোট্ট বাঁক নিতেই দেখি খাঁচার ভেতর সেই আশ্চর্য দৃশ্য তিনটি অত্যন্ত ছোট্ট ফুটফুটে খরগোশ কতোগুলো পাতা কুটকুট করে খাচ্ছিল।

"দারুণ তো", আমি জোনাথনকে বললাম, "এখানে নাঙ্গিয়ালায় মানুষ যা ইচ্ছা করে তাই পায়।"

"আরে, এ কথা তো আগেই বলেছিলাম", জোনাথন বললো। আর সত্যি, বাড়িতে রান্নাঘরে আমার সাথে বসে গল্প করার সময় এমন কথাই ও বলেছিল। তবে এখন নিজ চোখে তা দেখতে পাচ্ছি এবং দেখে আমি খুব খুশি।

কিছু জিনিস আছে যা মানুষ আদৌ ভুলতে পারে না। কখনই না। আমি তেপান্তরের পারের রান্নাঘরে সেই প্রথম সন্ধ্যাবেলার কথা কখনই ভুলতে পারবো না। কি সুন্দর ছিল সেই সন্ধ্যাবেলা। শুয়ে শুয়ে জোনাথনের সাথে কথা বলতে কী ভালোই না লাগছিল। এখন আমরা আবার আগের মতোই একই রান্নাঘরে থাকবো। রান্নাঘরটি অবশ্য আমাদের দেশের মতো নয়। তেপান্তর পারের রান্নাঘর, খুব সম্ভব সেটা ছিল অতি প্রাচীন, ছাদে বড় বড় কাঠের চেলি এবং বিশাল এক খোলা উনুন। ঘরটা তাপানোর বড় জায়গা সেটা, প্রায় অর্ধেকটা দেয়াল জুড়ে রয়েছে। খাবার বানাতে হলে সরাসরি আগুনের ওপর রেখে ঝলসিয়ে নিলেই হলো, ঠিক যেমন আদি যুগের মানুষ করতো। ঘরের মাঝখানে একটা খুব শক্ত কাঠের টেবিল। এতো বড় টেবিল আমি জীবনে দেখি নি। জনা বিশেক লোক সেখানে বসে খেতে পারে। কোনো ঠাসাঠাসি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

"আমরা আগের মতো এই রান্নাঘরেই থাকবো", জোনাথন বললো, "মা যখন এখানে আসবেন তখন এই ঘরটিতে থাকবেন।"

একটি ঘর ও একটি রান্নাঘর এর বেশি কিছুতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না, দরকারও ছিল না। তবু এ ছিল দেশের বাড়ির চেয়ে দ্বিগুণ বড়।

আহা, দেশের বাড়ি! আমি জোনাথনকে বাড়িতে মায়ের জন্য রেখে আসা সেই চিরকুট সম্বন্ধে বর্ণনা দিলাম।

"আমি তাতে লিখেছিলাম যে নাঙ্গিয়ালায় দেখা হবে। কে জানে তিনি কখন আসেন।"

"একটু সময় লাগবে", জোনাথন বললো। কিন্তু মা একটি ঘর পাবেন এবং ইচ্ছে করলে দশটি সেলাই মেশিন সেখানে বসাতে পারবেন।

ভেবে দেখো আমার কি পছন্দ। আমার পছন্দ—আমি একটি রান্নাঘরের অতি পুরাতন সোফায় শুয়ে আছি এবং জোনাথনের সঙ্গে কথা বলছি। চুলোর আগুন থেকে আলো দেয়ালের চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং আমি জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি একটা চেরি ফুলের শাখায় সান্ধ্য বাতাসের মৃদু কম্পন। চুলোর ভেতর আগুন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত কেবল অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে এবং ঘরের কোণায় ছায়া আরও ঘন হয়ে ওঠে এবং আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন থেকে আরো তন্দ্রাচ্ছন্ন হই। সোফায় পড়ে থাকি কিন্তু আমার আর কাশি আসছে না। জোনাথন গল্প বলে যায় আমাকে। বলছে তো বলছেই। অবশেষে তার কণ্ঠ আবার আগের মতো অনুচ্চ হয় এবং আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঠিক যেমনটি পছন্দ করি আমি, তেপান্তরের পারে প্রথম সন্ধ্যাবেলায় তেমনটাই ঘটে। আমি কিছুতেই সেই সন্ধ্যাবেলার কথা ভুলতে পারবো না।

www.BanglaBook.org

চার

পরদিন সকালবেলা। আমরা ঘোড়ার পিঠে চড়লাম। হ্যাঁ, আমি অশ্বারোহণে তখন পটু হয়ে গেছিলাম, যদিও এই প্রথমবারের মতো আমি ঘোড়ার পিঠে উঠলাম। নাঙ্গিয়ালায় এসেই এই অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে, আমি বুঝতে পারলাম না। আসলে নাঙ্গিয়ালায় মানুষ সবই পারে। আমি ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে চললাম, যেন সারাজীবন এছাড়া আর কিছু করি নি।

ঘোড়ার পিঠে জোনাথনকে কি অপূর্ব দেখায়। যে মেয়েরা ভাবতো যে, আমার ভাইকে বীরগাথার রাজপুত্রের মতো দেখায়, তাদের আজ আমাদের সাথে থাকা উচিত ছিল। ঘোড়ায় চড়ে যখন সে চেরি উপত্যকার প্রান্তরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখলে সত্যি-সত্যিই প্রাচীন যুগের রাজপুত্রকেই দেখতে পেতো। ঐ দৃশ্য কখনো তারা ভুলতে পারতো না। হু, যখন সে একটা লম্বা লাফ দিয়ে ঝরনা পার হলো, ঠিক উড়ে যাওয়ার মতো, তার চুল হাওয়ায় উড়ছিল, বিশ্বাস করতেই হয় সত্যি যেন সে কল্পকথার এক রাজপুত্র। তার বেশবাস সবসময়ই পরিপাটি, একজন বীর যোদ্ধার মতোই। তেপান্তরের পারের বাড়ির একটি আলমারির তাক কাপড়-চোপড়ে ভরা ছিল, কোথা থেকে ওগুলো এসেছিল কে জানে। সেখানে সব অন্য ধরনের কাপড়-চোপড়। আমরা কতগুলো পছন্দ করে নিলাম। আমার পুরাতন নোংরা কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আগের কোনো পোশাক পরা ইচ্ছা ছিল না, কারণ জোনাথন বলেছিলো যে, আমরা এখন এই জীবনের সাথে মানানসই জামাকাপড় পরবো। তা না হলে লোকজন আমাদের আজব ভাববে। ক্যাম্পফায়ারের আগুন ও বীরগাথার কাল এটা, জোনাথন তো তাই বলেছিল। যখন আমরা সেইসব সুন্দর পোশাক পরে চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন তাকে জিগ্যেস করলাম :

"নাঙ্গিয়ালায় এই যে আমরা বাস করছি, এটা তাহলে অনেক অনেক পুরনো কোনো সময়ের মতো?"

"সেটা বললেও বলতো পারো"—জোনাথন জানালো, "আমাদের জন্য এটা পুরনো সময় বটে। তবে এটাও বলতে পারো যে এই দিনগুলো নবীনকালেরও।"

সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই", সে বললো, "নবীন, সতেজ এবং সুন্দর দিন যা খুব সহজে ও আনন্দে কাটিয়ে দেয়া যায়।"

কিন্তু তারপর তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

"অন্তত এই চেরি উপত্যকাতে", সে বললো।

"এর অন্যদিকে জীবন কি আলাদা", আমি জিগ্যেস করলাম এবং জোনাথন বললো যে, হয়তো তাই, অন্যদিকে অন্যরকম হতেই পারে।

কি সৌভাগ্য যে আমরা এখানে এসে পড়েছিলাম! ঠিক এখানে এই চেরি উপত্যকায়, যেখানে জীবন এতো সহজ সরল, জোনাথন বললো। এখনকার এই সকালের চেয়ে সহজ, সরল ও আনন্দময় আর কোনো জীবন হতে পারে না। প্রথমে রান্নাঘরে ঘুম থেকে জেগে ওঠা, জানালার কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের উঁকি দেয়া, পাখির কিচিরমিচির এবং জোনাথন টেবিলের পাশে রুটি ও দুধ নিয়ে বসে আছে তোমার জন্য, এরপর ঘরের বাইরে যাওয়া, খরগোশকে খাওয়ানো আর ঘোড়াকে দলাই-মলাই করে ঠিক রাখা। তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়া। ঘাসের শিশির চারদিকে ঝিকমিক করতে থাকে। পতঙ্গ ও মৌমাছি ফুটন্ত ফুলের চারপাশে গুনগুন করে এবং তোমার ঘোড়া টগবগিয়ে দূরে চলে যায়; কিন্তু একথা ভেবে তুমি মোটেই ভীত নও যে, অন্যসব মজাদার কাণ্ডকারখানার মতো এইসবও একদিন শেষ হয়ে যাবে। তবে না, অন্তত চেরি উপত্যকায় তেমন কিছু ঘটবে না!

আমরা প্রান্তরের অনেক দূর পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ালাম, তারপর নদীর ধার দিয়ে পাহাড়ি বনপথে এঁকেবেঁকে চললাম। হঠাৎ নিচের উপত্যকার গ্রাম থেকে জেগে-ওঠা ভোরের ধোঁয়া দেখতে পেলাম। প্রথমে ধোঁয়া, পরে সমস্ত গ্রাম এবং তার সাবেকী ঘর-বাড়ি, খেত-খামার সবই চোখে পড়লো। শুনতে পেলাম প্রথমে মোরগেরডাক, পরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ এবং আরো পরে ভেড়া ও ছাগলের ডাক। পরিপূর্ণ একটি সকালের অনুভূতি। গ্রামটি নিশ্চয় সবে জেগে উঠেছিল।

এক মহিলা হাতে একটি ঝাঁকা নিয়ে বনপথের দিক দিয়ে এগিয়ে এলো। মহিলা একজন কিষানী। যুবতীও নন আবার বৃদ্ধাও নন, ঠিক মাঝামাঝি। তার গায়ের রঙ বাদামি, বাইরে ঘুরে যেমনটা হয়ে থাকে। তিনি প্রায় বীরগাথার গল্পরাজ্যের মতো অতি সাবেকী ধাঁচের পোশক পরেছেন।

"এই যে জোনাথন, তোমার ভাই তাহলে অবশেষে এসে হাজির হয়েছে? তাই না?" তিনি বললেন এবং মধুর করে হাসলেন।

"হ্যাঁ, সে এসে গেছে", জোনাথন বললো। ওর গলার স্বরে বোঝাই যাচ্ছিল, আমার এখানে আসাটায় ও বেশ খুশি।

"রাস্‌কি, এ হলো সোফিয়া।"

ওর কথায় সোফিয়া মাথা নাড়লো।

"হ্যাঁ, আমিই সোফিয়া", মহিলা বললেন, "তোমাদের সাথে দেখা হওয়ায় ভালো লাগলো। এবার তোমরা নিজেরাই ঝাঁকাটি নিতে পারবে, তাই না?"

www.BanglaBook.org

জোনাথন ঝাঁকাটি নিল। এমনভাবে নিল যেন এতে সে খুব অভ্যস্ত এবং তার জিগ্যেস করারও দরকার ছিল না এর ভেতর কি রয়েছে।

"তুমি তাহলে সন্ধ্যাবেলায় তোমার ভাইকে নিয়ে গোল্ডেন ককরলে এসো, যাতে সবাই তাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারে", সোফিয়া বললেন।

জোনাথন বললো, "আচ্ছা, তাই হবে।" মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়লাম। আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম, "গোল্ডেন ককরেলটা কি?"

"এটা সরাইখানার নাম", জোনাথন বললো, "গ্রামের এই সরাইখানায় আমরা একে অপরের সাথে দেখা করি, দরকারি কথাবার্তা বলি।"

আমি বুঝেছিলাম সন্ধ্যাবেলায় তার সাথে ওই সরাইখানার যাওয়া খুব আনন্দের হবে এবং চেরি উপত্যকায় যেসব লোক বাস করে তাদের সাথে দেখা হবে। চেরি উপত্যকা আর নাশিয়ালা সম্পর্কে সবকিছু আমি জানতে চাই। আমি দেখতে চেয়েছিলাম জোনাথন যা যা বলেছিল তা ঠিক কি না। যাই হোক, একটা বিষয় আমার মনে পড়ে গেল এবং ঘোড়ায় চড়ার সময় তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"জোনাথন তুমি বলেছিলে যে নাশিয়ালাতে মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু এ্যাডভেঞ্চারে মত্ত থাকে এবং রাতেও। মনে পড়ে তোমার? কিন্তু এখানে সবকিছু এমন শান্ত, কোনো এ্যাডভেঞ্চারই যেন নেই।"

জোনাথন জোরে হেসে উঠলো।

"তুমি মাত্র কালকে এখানে এসেছো, সেকথা কি ভুলে গেছো? বোকা, এখানকার বিষয়ে তোমার তো নাক গলাবার সময়ই আসে নি। এ্যাডভেঞ্চারের জন্য অনেক সময় সামনে পড়ে আছে।"

তারপর আমি ভেবে-চিন্তে বললাম যে, আমরা তেপান্তরের পার পেয়েছি, পেয়েছি ঘোড়া, খরগোশ এবং অন্য কতো কিছু। এসবই তো দারুণ, এসবই তো এ্যাডভেঞ্চার, এর চেয়ে বেশি এ্যাডভেঞ্চার আমি চাই নি।

জোনাথন আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো, যেন আমার জন্য ওর ভীষণ দুঃখ হচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "শোনো রাস্‌কি, আমি চাই যে তুমি এমনটিই পাও। ঠিক এমনটি। কারণ এমন এ্যাডভেঞ্চারও আছে যা ঘটা উচিত নয়।"

বাড়ি এসে জোনাথন রান্নাঘরের টেবিলের ওপর সোফিয়ার ঝাঁকাটা রাখলো এবং জিনিসপত্র বের করলো। এতে ছিল রুটি, এক বোতল দুধ, একটি ছোট পাত্রে মধু এবং এক জোড়া পিঠা।

"আমিও আজ খাবো, সোফিয়া কি খাবার বানানোর সময় সেকথা ধরে নিয়েছে?" অবাক হয়ে আমি বললাম। এভাবে কিছু খাবার পেয়ে যাবো, আমি ভাবতেই পারি নি।

"মাঝে মাঝে ও এমনটি দেয়", জোনাথন বলে উঠলো।

"একেবারে বিনে পয়সায়?"—আমি জিগ্যেস করলাম।

"হ্যাঁ, তা বলতে পারো। এই জায়গায় সবকিছুই বিনামূল্যে। আমরা পরস্পরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেমন নিই, তেমনি দিইও"—জবাব দিল জোনাথন।

"সোফিয়াকে তুমি কিছু দাও তাহলে"—আমি জিগ্যেস করলাম। জোনাথন হাসলো।

"অবশ্যই। তার গোলাপ বাগানের সারের জন্য ঘোড়ার মল আনার কাজ এর মধ্যে একটি। এজন্য আমি পয়সা নিই না।"

খুব নিচু কণ্ঠে সে বললো—"আমি তার আরো কিছু উপকারও করি।"

ঠিক তখন আমি দেখলাম যে সে ঝাঁকার ভেতর থেকে কিছু একটা তুলে নিল। গোল করে জড়ানো একটা ছোট কাগজ। কাগজটার ভাঁজ খুলে সে সমান করে নিল, সেখানে যা লেখা ছিল পড়লো, কপাল কুঁচকালো, মনে হলো লেখাটা তার পছন্দ হয় নি। কিন্তু আমাকে কিছু বললো না, আমিও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। আমি ভাবলাম কাগজে কি লেখা আছে সময় হলে ও আমাকে নিশ্চয় বলবে।

রান্নাঘরের কোনায় ছিল একটি পুরানো আলমারির তাক। সেই প্রথম সন্ধ্যাবেলাতেই জোনাথন ওটা সম্বন্ধে আমাকে বলেছিল। সেই তাকে একটি গোপন দেরাজ রয়েছে। সে বললো, "এটা তুমি খুঁজেও পাবে না, খুলতেও পারবে না, যদি না এর কৌশল তুমি জানো।" আমি সেটা দেখতে চাইলে জোনাথন বললো : "অন্য এক সময়। এখন তুমি ঘুমোবে।"

এরপর আমি ঘুমে ঢলে পড়লাম এবং সবকিছু ভুলে গেলাম। কিন্তু এখন সবকিছু আবার আমার মনে আসছিলা। জোনাথন সেই তাকের কাছে গেল। আমি কতকগুলো অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। সে কি করছে আঁচ করাটা খুব কঠিন ছিল না। জোনাথন চিরকুটটা সেই গোপন দেরাজের ভেতর লুকিয়ে রাখলো। তারপর সে তাকটির পাল্লা তালাবদ্ধ করে দিল এবং চাবিটি একটি পুরানো হামানদিস্তার মধ্যে রাখলো, যেটা ছিল রান্নাঘরের একটা উঁচু তাকের ওপর।

ঘুম থেকে উঠে আমরা বাইরে গেলাম এবং ঝরনায় ডুব দিয়ে স্নান করলাম। সাঁকোর ওপর থেকে আমি ঝাঁপ দিলাম। ভেবে দেখো, আমি ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়ছি! জোনাথন তারটার মতো একটি ছিপ আমাকেও বানিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আমরা মাছ ধরলাম। আমাদের দুপুরের খাবারের জন্য প্রচুর মাছ হয়ে গেল। আমি একটা চমৎকার পার্শে মাছ পেলাম এবং জোনাথন পেল দুটি।

আমরা ঘরে এসে মাছ দুটি একটা হাঁড়ির মধ্যে করে আমাদের বড় চুলোয় রান্না করে নিলাম। হাঁড়িটি আগুনের ওপর একটি লোহার চেন দিয়ে ঝোলানো ছিল। খাওয়ার পর জোনাথন বললো :

"রাস্‌কি, দেখা যাক, এখন তুমি তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারো কি না। একদিন তোমার এটা জানা দরকার হবে।"

আমাকে বাইরের আস্তাবলে নিয়ে গেল সে। সেখানে ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম

www.BanglaBook.org

রাখার ঘরে ঝুলানো ছিল দুটি ধনুক। আমি বুঝতে পারলাম জোনাথনই সেগুলো তৈরি করেছে। কারণ ছেলেবেলাতে সে বাচ্চাদের জন্য খেলনা-তীর বানাতো। তবে এগুলো খুব সুন্দর ও শক্ত তীর।

আমরা আস্তাবলের দরজার ওপর একটা লক্ষ্যবস্তু ঠিক করলাম এবং গোটা বিকেল সেদিকে তাক করে তীর ছুঁড়লাম। কী করে তীর ছুঁড়তে হয় জোনাথন আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি ঠিকমতোই ছুঁড়লাম, তবে অবশ্যই জোনাথনের মতো নয়, লক্ষ্যবস্তুর ঠিক মাঝখানটায় প্রত্যেকবার তার তীর গিয়ে বিঁধলো।

জোনাথনের ব্যাপারটাই মজার। সে সবকিছু আমার চেয়ে ভালো পারতো, তবুও নিজেকে তেমন বড় কিছু ভাবতো না। কখনো কখনো এটা আমার মনে হয়েছিল যে, সে চাইতো আমি তার চেয়েও ভালো করি। আমিও অবশ্য একবার লক্ষ্যবস্তুর ঠিক মাঝখানে তীর বেঁধালাম, তখন তাকে খুব খুশি দেখালো, যেন আমার কাছ থেকে একটা উপহার পেলো।

সন্ধ্যা হয়ে এলে জোনাথন বললো, "এবার আমাদের গোল্ডেন ককরেলে যাওয়ার সময় হয়েছে।" আমরা ঘোড়া দুটিকে আসার জন্য শিস দিলাম। তারা বাইরের বিজন মাঠে মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শিস দিতেই এক দৌড়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমরা তাদের লাগাম পরিয়ে পিঠে সওয়ারি হয়ে ধীরে ধীরে নিচের গ্রামের দিকে এগোতে থাকলাম।

হঠাৎ করে আমার কেমন ভয় আর লজ্জা করতে লাগলো। লোকজনের সাথে আমি খুব একটা মিশতাম না। এই নাঙ্গিয়ালায় তো প্রশ্নই ওঠে না। কথাটা আমি জোনাথনকে বললাম।

"ভয় কিসের? তোমার কেউ ক্ষতি করবে, এমন কথা মনে আনবে না।"

"তা নয়। তারা হয়তো আমাকে নিয়ে হাসবে।"

কথাটা আমার নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হলো। ওরা আমাকে নিয়ে হাসবে কেন? কিন্তু নিজেকে নিয়ে আমি মাঝে মাঝে এমন আজগুবি ধারণা পোষণ করতাম।

"আমার মনে হয়, যখন তোমার নাম লায়নহার্ট হয়েই গেছে তখন এবার থেকে আমরা তোমাকে কার্ল বলেই ডাকবো", জোনাথন বললো, "রাস্‌কি লায়নহার্ট শুনলে হয়তো তারা হাসবে। সেটা শুনে তোমার নিজেরই হাসতে হাসতে দম বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছিল, সাথে সাথে আমারও।"

হ্যাঁ, কার্ল নামটা আমার খুব পছন্দ। আমার নতুন পদবি আমার জন্য ভালোই হবে।

"কার্ল লায়নহার্ট", আমি উচ্চারণ করে দেখলাম সেটা কেমন শোনায়। "কার্ল আর জোনাথন লায়নহার্ট এখানে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে।" বেশ ভালোই শোনাচ্ছে।

"তবে তুমি কিন্তু এখনো আমার সেই আগের রাস্‌কি, সেটা জানো তো, ছোট্ট

BanglaBook.org

কার্ল?"

শিগগিরই আমরা ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের সেই সরাইখানায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটা খুঁজে পেতে কষ্ট হয় নি। কারণ দূর থেকেই লোকজনের কথাবার্তা, হাসির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সেখানে সোনালি নামফলকে সরাইখানার নাম চোখে পড়লো। গল্পের বইয়ে পড়া কোনো পুরনো পরিচিত সরাইখানার মতো। ছোট ছোট জানালাগুলোয় চমৎকার আলো জ্বলছিল। কোনো একটা সরাইখানার ভেতরে কি আছে তা জানার জন্য তোমার মন উসখুস করবেই। অবশ্য আমি নিজেও আগে কখনো সরাইখানায় যাই নি।

ঘোড়ায় চড়ে প্রথমে আমরা একটা আঙিনায় এলাম এবং সেখানে ঘোড়া দুটোকে অন্য সব ঘোড়ার পেছনে বাঁধলাম। জোনাথন ঠিকই বলেছিল, নাঙ্গিয়ালায় ঘোড়া ছাড়া চলাফেরা অসম্ভব। মনে হয় চেরি উপত্যকার সব লোক সেই সন্ধ্যাবেলায় ঘোড়ায় চড়েই ওই সরাইখানায় এসেছিল। সামনের দিকটা ছিল লোকে ভরপুর। স্ত্রী-পুরুষ, বড়-ছোটো, গ্রামের সবাই সেখানে উপস্থিত। তারা সবাই বসে কথা বলছিল এবং সময় উপভোগ করছিল। কয়েকটি ছোট বাচ্চা তাদের বাবা-মার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আমরা আসতেই হঠাৎ যেন কোলাহল সৃষ্টি হলো।

"জোনাথন", সবাই চিৎকার করে উঠলো, "এই যে জোনাথন এসেছে!"

সরাইখানার মালিক, একজন বিরাটকায় সুপুরুষ, দু' পাশের গাল টকটকে লাল, তার গলা চারপাশের চিৎকার ছাপিয়ে গেল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"এই যে আসছে জোনাথন, নাহ, হলো না—এই যে আসছে লায়নহার্ট মানিকজোড়। তারা দু'জনে একত্রে।"

মালিক আমাকে একটা টেবিলের ওপর তুলে ধরলো, যাতে সবাই আমাকে দেখতে পায়। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হলো আমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিল।

জোনাথন বললো, "এই হলো আমার প্রিয় ভাই, কার্ল লায়নহার্ট। সে এসেছে অবশেষে। তার প্রতি আমরা সবাই তেমনি সদয় হবো যেমন তোমরা আমার প্রতি হয়েছো।"

"হ্যাঁ, সে বিশ্বাস রাখতে পারো", এই বলে সরাইখানার মালিক আমাকে নিচে নামিয়ে দিল। কিন্তু আমাকে যেতে দেয়ার আগে সবলে জড়িয়ে ধরলো আর আমি টের পাচ্ছিলাম—কী শক্তি ওর গায়ে।

"আমরা দু'জন", সে বললো, "আমরা খুব ভালো বন্ধু হবো, যেমন আমি ও জোনাথন। আমার নাম জোসি। যদিও আমাকে গোল্ডেন ককরেল বলেই বেশি ডাকা হয়। এখানে যখন খুশি এসো, ভুলে যেও না, কার্ল লায়নহার্ট।"

সোফিয়া একটি টেবিলের ধারে একা বসেছিল। জোনাথন ও আমি তাঁর কাছে গেলে উনি খুব খুশি হলেন। তাঁর মুখ স্নেহাবিষ্ট হয়ে পড়লো, আমাকে জিগ্যেস করলেন আমার ঘোড়া পছন্দ হয়েছে কি না, জোনাথন কখন এসে বাগানের কাজে

www.BanglaBook.org

তাকে সাহায্য করবে এইসব জানতে চাইলেন। তারপর তিনি চুপ করে গেলেন। মনে হলো তিনি কোনো কিছু নিয়ে ভারাক্রান্ত। আমি আরো কিছু লক্ষ্য করলাম। পানশালায় যারা বসে ছিল তারা সবাই সোফিয়ার দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিল। চলে যাওয়ার সময় সবাই আমাদের টেবিলে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে যাচ্ছিল, যেন সোফিয়া মহাসম্মানিত কোনো ব্যক্তি, এই টেবিলে বসে আছেন। অবশ্য কেন তা আমি বুঝতে পারছিলাম না? তার পোশাক খুব সাধারণ, মাথায় শাল জড়ানো, কেজো হাত দুটো হাঁটুর ওপর রাখা, যেন সাধারণ এক কিষানী। তাঁর ভেতর এমন কি আশ্চর্যের আছে, আমি ভাবতে লাগলাম।

আমি সেই সরাইখানায় খুব মজা পাচ্ছিলাম। আমরা অনেক গান গাইলাম, অনেক গান যার কোনোটা আগে হয়তো শুনেছি আর কিছু আগে কখনো শুনি নি। সবাই ছিল হাসি-খুশি। অথবা সত্যিই কি তাই? আমার মনে হয়েছিল একটা গোপন ব্যাপার নিয়ে তারা অনেকেই সোফিয়ার মতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এবং মাঝে মাঝে কোনো একটা বিষয় নিয়ে ভাবছিল, যেন কোনো কিছু তাদের ভীত করছিল। কিন্তু জোনাথন বলেছিল, এই উপত্যকায় জীবন সহজ, সরল। কিসের জন্য তাহলে এই ভয়? কিন্তু এসবের মধ্যে তারা আবার বেশ আনন্দিত, গান গাইলো, হো-হো করে হাসলো। সবাই ছিল সবার অকৃত্রিম বন্ধু, একে অপরকে পছন্দ করে, এমনটি মনে হলো আমার। তবে জোনাথনকে বুঝি তারা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। ঠিক দেশে আমাদের শহরে যেমন তাকে সবাই পছন্দ করতো। সোফিয়াকেও তারা পছন্দ করে বলে মনে হলো আমার।

পরে যখন আমরা বাসায় ফিরে আসার জন্য আঙিনায় ঘোড়ার বাঁধন খুলছিলাম, তখন জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম, "জোনাথন, ঠিক করে বলতো সোফিয়ার মধ্যে বিশেষ কি আছে?"

তখন আমরা নিকটেই অন্য আরেকটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কে যেন বলে উঠলো, "হ্যাঁ, সোফিয়ার ভেতর বিশেষ কি আছে? আমিও প্রায় সময়েই ভেবেছি।"

অন্ধকার মাঠ, তাই বুঝতে পারলামনা কে কথাগুলো বললো। কিন্তু হঠাৎ সে জানালার আলোর সামনে এলো এবং আমি চিনতে পারলাম সেই মানুষটিকে, সরাইখানায় যে আমাদের পাশে বসেছিল, লাল কোঁকড়ানো চুল এবং একটু লাল দাড়ি। আমি তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম, কারণ সারাটা সময় সে বিষণ্ণভাবে বসেছিল, একবারের জন্যও গান করে নি।

গেট দিয়ে বাইরে আসার সময় আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম, **"লোকটা কে?"**

"ওর নাম হুবার্ট", জোনাথন বললো, "এবং সোফিয়া সম্পর্কে রহস্যটা যে কি সে সম্পর্কে ভালোভাবেই জানে এই লোক।"

আমরা ঘোড়ায় উঠে বাড়ির দিকে চললাম। সে ছিল এক ঠাণ্ডা, তারা-ভরা রাত। কদাচিৎ আকাশে আমি এতো তারা দেখেছি, এতোসব আলোকোজ্জ্বল

তারা। আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম, কোন্ নক্ষত্রটা পৃথিবী।

কিন্তু জোনাথন বললো : "পৃথিবী-নক্ষত্র, আচ্ছা, ওই অনেক দূরের মহাশূন্যে ধীরে ধীরে সেটা ঘুরে বেড়ায়, সে তুমি এখান থেকে দেখতে পাবে না।"

ব্যাপারটা কিছুটা দুঃখের, তাই মনে হলো আমার।

www.BanglaBook.org

পাঁচ

সোফিয়ার সব রহস্য আমার কাছে একদিন ঠিকই উন্মোচিত হয়ে গেল। এক সকালে জোনাথন বললো : "আজ আমরা একবার কবুতরের রানির কাছে যাবো।"

"কথাটা খুব চমৎকার শোনাচ্ছে"—আমি বলি, "সে আবার কি রকমের রানি?"

"সোফিয়া", জোনাথন বললো, "মজা করার জন্য তাকে আমি কবুতরের রাণী বলে ডাকি।"

কেন তা অচিরেই বুঝতে পারলাম।

সোফিয়া যেখানে বাস করতেন, সেই টিউলিপের খামার বেশ দূরে। তার ঘর চেরি উপত্যকার এক প্রান্তে, এর ঠিক পেছনে ছিল উঁচু পর্বত।

আমরা সেখানে ঘোড়ায় চড়ে খুব সকালে গিয়ে হাজির হলাম। সোফিয়া তার বরফ-সাদা কবুতরগুলোকে খাবার দিচ্ছিল। তখন মনে পড়লো একটা পায়রার কথা, একটা সাদা পায়রা, একবার আমার জানালার কার্নিশে যেটা এসে বসেছিল। একথা এখন থেকে অন্তত হাজার বছর আগের।

"মনে পড়ে?" জোনাথনকে ফিসফিস করে আমি বললাম, "তুমি যখন আমার কাছে এসেছিলে এই কবুতরদের একটা তার পালকের আশ্রয় তোমাকে যুগিয়েছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ", জোনাথন বললো, "তা না হলে কি তোমার কাছে যেতে পারতাম? কেবল সোফিয়ার কবুতরই আকাশ পেরিয়ে যতদূর ইচ্ছা উড়ে যেতে পারে।"

পায়রাগুলোকে সোফিয়ার আশপাশে সাদা মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। তাদের ডানা ঝাঁপটানোর মধ্যে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার মনে হলো আমি সত্যি এক পায়রার রানিকে দেখছি।

এতোক্ষণে তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর পড়লো। তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁকে বিশেষ খুশি দেখাচ্ছিল না। সত্যিই তাঁর মন বিষণ্ন ছিল। খুব নিচু কণ্ঠে তিনি জোনাথনকে বললেন :

"কাল রাতে তীরবিদ্ধ ভায়োলাস্টাকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছি। নেকড়ে গিরিখাতের শেষ মাথায়। আর সঙ্গের বার্তাটাও উধাও।"

জোনাথনের চোখ গাঢ় হয়ে এলো। আমি তাকে কদাচিৎ এমন তিক্ত হতে দেখেছি। তাকে যেন চেনা যাচ্ছিল না, এমন কি তার কণ্ঠস্বরও।

"আমি যা ভেবেছি", জোনাথন বলে উঠলো, "তার মানে আমাদের এই উপত্যকায় একজন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে।"

"হ্যাঁ, সম্ভবত তাই", সোফিয়া বললো, "আমি বিশ্বাস করতে চাই নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে সত্যিই এমন কেউ আছে।"

তাঁর দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে কতোটা বিষণ্ন তিনি, তবু আমার দিকে ফিরে বললেন : "এসো কার্ল, আর যাই হোক, তুমি অন্তত আমার জায়গাটা ঘুরে দেখে নাও।"

টিউলিপ খামারে একাকী থাকেন সোফিয়া। সঙ্গী কেবল পায়রাগুলো, কিছু মৌমাছি আর কয়েকটা ছাগল। আর আছে ফুলে ভরা একটি বাগান, এতো ঘন যে তার মধ্যে পা ফেলাই যায় না।

সোফিয়া যখন আমাকে নিয়ে চারদিকে ঘুরতে গেলেন, জোনাথন লেগে গেল গত খুঁড়তে এবং আগাছা পরিষ্কার করতে, যেমনভাবে বসন্তে মানুষ বাগানের কাজ করে।

আমি ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। সোফিয়ার অংশখ্য মৌমাছির বাসা এবং তাঁর টিউলিপগুলো, সাদা লিলি আর তার কৌতূহলী সব ছাগল। কিন্তু সারাক্ষণ আমি ভায়োলাস্টার কথাই ভাবছিলাম। আহা, উপত্যকায় তীরবিদ্ধ হয়ে ও মারা গেল। কে তাকে ওই পাহাড়ের ওপর তীর ছুঁড়ে মারলো!

একটু পরেই ফিরে এলাম জোনাথনের কাছে। হাঁটু গেড়ে এমন মন দিয়ে সে আগাছা সাফ করছিল যে, তার আঙুলগুলো কালো হয়ে গিয়েছিল।

সোফিয়া দুঃখভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো—"এই যে আমার খুদে মালি-বালক, শোনো, আমার মনে হয় শিগগিরই তোমাকে অন্য কিছু একটা করতে হবে।"

"তা বুঝতে পারছি", জোনাথন বললো।

বেচারি সোফিয়া, আমার মনে হলো যতোটা দেখাতে চাচ্ছিলেন তার চেয়ে আরও বেশি চিন্তিত ছিলেন তিনি। আমার তাই মনে হলো। তিনি পাহাড়ের দিকে তাকালেন এবং তাকে এতো দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিল যে আমি নিজেও চিন্তিত হলাম। কি খুঁজছেন তিনি? তিনি কি কারো প্রত্যাশা করছেন?

তখুনি তা আমরা জানতে পারলাম। হঠাৎ সোফিয়া বললেন : "ওই যে ওখানে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওই তো পালোমা।"

সোফিয়ার একটা পায়রা উড়ে আসছিল। প্রথমে তাকে পাহাড়ের পটভূমিকায় একটা ছোট ফুটকির মতো মনে হচ্ছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে সে আমাদের কাছে এসে পড়লো, বসলো এসে সোফিয়ার কাঁধের ওপর।

"এসো, জোনাথন", সোফিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ, কিন্তু রাস্‌কি—মানে কার্ল", জোনাথন বললো, "তার তো এখন সবকিছু জানা উচিত, তাই না?"

"নিশ্চয়ই", বললেন সোফিয়া, "তোমরা দু'জনে তাড়াতাড়ি করো।"

www.BanglaBook.org

কাঁধের ওপর পায়রা নিয়ে প্রায় দৌড়ে আমাদের আগে আগে ঘরের ভেতর ঢুকলেন সোফিয়া। রান্নাঘরের কাছে একটি ছোট কামরায় নিয়ে গেলেন আমাদের। দরজায় খিল এঁটে জানালার কপাটগুলো বন্ধ করে দিলেন। নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন যেন কেউ আমাদের কথা শুনতে না পায়, আমাদের দেখতে না পায়।

"পালোমা, পায়রা আমার", সোফিয়া বললেন,। "গেলবারের চেয়ে কোনো ভালো খবর আজ আছে না কি?"

পায়রার ডানার নিচে খোঁচা দিয়ে সোফিয়া একটি ছোট মাদুলি পেলেন। তার মধ্য থেকে মোড়ানো একটা কাগজ বের করলেন। জোনাথনকে আমি ঝুড়ির ভেতর থেকে অমন কাগজ ওঠাতে দেখেছিলাম। পরে ও সেটা আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছিল।

"তাড়াতাড়ি পড়ুন", জোনাথন বললো, "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!"

সোফিয়া পড়লেন। তার মুখ থেকে একটা ছোট্ট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

"তারা ওরভারকেও নিয়ে গেছে"— তিনি বললেন, "এখন আর কেউ বাকি রইলো না যে সত্যি সত্যিই কিছু করতে পারে।"

চিরকুটটি তিনি জোনাথনকে দিলেন। সেটা পড়ে তার চোখ অন্ধকার হয়ে এলো।

"চেরি উপত্যকায় বিশ্বাসঘাতক", সে বললো, "এমন বজ্জাত কে হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

"আমি এখনো জানি না কে সে—আমি তাকে খুঁজে বার করার আগে পর্যন্ত ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন", —সোফিয়া বলে উঠলেন।

আমি বসেই থাকলাম। শুনলাম সবকিছু, কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফিয়া বললেন :

"তোমাদের জন্য কিছু নাশতা বানাতে যাচ্ছি। তুমি বরং কার্লকে সব খুলে বলো"—জোনাথনকে কথা ক'টি বলে তিনি রান্নাঘরে চলে গেলেন।

জোনাথন মেঝের ওপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিশ্চুপ বসে তার কর্দমাক্ত আঙুলের দিকে তাকিয়েছিল এবং অবশেষে বললো—"সোফিয়া যখন বলেছেন, আমি এবার তোমাকে বলতে পারি।"

নাঙ্গিয়ালা সম্বন্ধে এখানে আসার আগে ও পরে অনেক কথাই ওর কাছে শুনেছিলাম; কিন্তু আজ সোফিয়ার ঘরে বসে যা শুনলাম সে তুলনায় ওসব কিছুই নয়।

"তোমার নিশ্চয় মনে আছে আমি যা বলেছিলাম"— জোনাথন শুরু করলো, "জীবন এখানে এই চেরি উপত্যকায় ছিল খুব সহজ এবং অনাবিল। এরকমটি সবসময় ছিল এবং থাকতেও পারতো। কিন্তু সেটা আর বুঝি থাকছে না। কারণ অন্য একটি উপত্যকায় জীবন যখন করুণ ও কঠোর হয়ে উঠছে তখন এই উপত্যকায়ও তার ছোঁয়া লাগতে বাধ্য— বুঝলে?"

"আরও কি কোনো উপত্যকা আছে"—আমি জানতে চাইলাম। তখন জোনাথন নাঙ্গিয়ালা পাহাড়ের দু'দিকের সুন্দর দুই উপত্যকা— চেরি ও কাঁটা-গোলাপ উপত্যকা সম্বন্ধে বর্ণনা দিল। গভীর উপত্যকা দুটির চারদিকে উঁচু

পাহাড়— ঘন বনে ঘেরা সেসব পাহাড়ে ওঠা কষ্টকর। মানুষের পক্ষে সরু আঁকাবাঁকা বিপদসঙ্কুল পথ চিনে এগোনো কঠিন। তবু উপত্যকা দুটির লোকজন পথগুলো ঠিকই চেনে। নিজেদের ইচ্ছেমাফিক ঘোরাফেরাও করতে পারে।

"আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে, এক সময় সহজে যাতায়াত করতে পারতো তারা"— জোনাথন বললো, "এখন কেউ কাঁটাগোলাপ উপত্যকার বাইরে যেতে পারে না। বাইরে থেকে কেউ ভেতরেও আসতে পারে না। শুধু সোফিয়ার পায়রা ছাড়া।"

"কেন?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"কারণ কাঁটাগোলাপ উপত্যকা আর মুক্ত এলাকা নয়। সে উপত্যকা শত্রুর হাতে" — জোনাথন বললো।

আমার ভয় পাওয়ার মতো কথা বলতে গিয়ে সে আমার দিকে বেদনাভরা চোখে ছলছল করে তাকালো।

"এবং কেউ বলতে পারে না চেরি উপত্যকার কি হবে"—সে বললো।

আমি সত্যি সত্যি ভয় পেলাম। এখানে আমি নিশ্চিন্তে চারদিকে ঘুরছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে এখানে, নাঙ্গিয়ালায়, বিপজ্জনক কিছু নেই। কিন্তু এখন সত্যি সত্যিই ভীত হলাম।

"সেই শত্রু কে?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"টেঙ্গিল তার নাম"— অনেকটা ভয় ও ঘৃণাভরে নামটা সে উচ্চারণ করলো।

"টেঙ্গিল কোথায় থাকে?" আমি জানতে চাইলাম।

তখন জোনাথন আমাকে কারমানিয়াকা সম্বন্ধে বর্ণনা দিল। এলাকাটি বহু প্রাচীন পাহাড়ের এক প্রান্তে, আদি নদীসমূহের এক নদীর ধারে। সেখানে টেঙ্গিলের আধিপত্য— টেঙ্গিল সাপের মতোই নিষ্ঠুর।

আমি আরো ভয় পেলাম। কিন্তু সেটা দেখাতে চাইলাম না।

"কেন সে তার সেই বিশাল ও প্রাচীন পাহাড় নিয়ে থাকতে চায় না।" আমি বললাম, "কেনই-বা তাকে নাঙ্গিয়ালা ধ্বংস করতে আসতে হবে?"

"ব্যাপারটা কি জানো", জোনাথন বললো, "যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে সে অনেক কিছুই বলতে পারবে। আমিও বুঝি না কেন এমন প্রলয়কাণ্ড তাকে ঘটাতেই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা এরকমই। সম্ভবত সে উপত্যকার লোকদেরকে তাদের নিজেদের মতো চলতে দিতে চায় না। আর তার দরকার ক্রীতদাস।"

জোনাথন আবারও চুপ করে বসে রইলো তার হাতের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে, বিড়বিড় করে কিছু বললো এবং আমি সেটা শুনলাম— "ঐ দানবটার আরো আছে একটা কাটলা!"

কাটলা! আমি জানি না এতোক্ষণ যে সব ভীতিপ্রদ বর্ণনা শুনছিলাম, তার চেয়ে কাটলা নামটা আরো বেশি ভয়ঙ্কর মনে হলো কেন।

"কাটলা কে?"— আমি প্রশ্ন করলাম।

জোনাথন মাথা নাড়লো।

www.BanglaBook.org

"না রাসকি, না, আমি জানি তুমি এর মধ্যেই বেশ ভয় পেয়েছো। কাটলা সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে চাই না, তাহলে রাতে তোমার ঘুম হবে না।"

তার বদলে সে আমাকে সোফিয়ার রহস্যময় ব্যাপারগুলোর বর্ণনা দিল।

"তিনি টেঙ্গিলের বিরুদ্ধে আমাদের গোপন সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন", জোনাথন বললো, "আমরা টেঙ্গিলের বিরুদ্ধে লড়ছি, কাঁটাগোলাপ উপত্যকার সাহায্যের জন্য। তবে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে অত্যন্ত সংগোপনে।"

"কিন্তু সোফিয়া কেন এর নেতা?" আমি জানতে চাইলাম।

"কারণ তিনি খুবই শক্তিশালী এবং এই কাজে পারদর্শী"— জোনাথন বললো, "আর ভয় বলতে ওঁর কিছু নেই।"

"জোনাথন, তুমিও তো মোটেই ভয় পাওয়ার লোক নও", আমি বললাম। একটু ভেবে জোনাথন বললো "না, আমিও ভীত নই।"

ইস্, আমার কতো ইচ্ছা ছিল— আমিও জোনাথন ও সোফিয়ার মতো সমান সাহসী হবো। কিন্তু তার বদলে আমি সেখানে এতো ভীতবিহ্বল হয়ে বসে থাকলাম যে আমি মোটেই কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না।

"সোফিয়া কিংবা তাঁর পায়রাগুলোর কথা কি কেউ জানে? কেউ কি জানে তারা পাহাড়ের ওপর দিয়ে গোপন বার্তা নিয়ে উড়ে যায়?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"শুধু তারাই জানে, যাদের আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করি", জোনাথন বললো,

"কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। আর একজন-ই যথেষ্ট।"

এখন তার চোখ আবার অন্ধকার করে এলো। খুব দুঃখের সাথে বললো : "ভায়োলান্টাকে গতরাতে যখন তীরবিদ্ধ করা হয়, তখন তার কাছে সোফিয়ার একটা গোপন বার্তা ছিল। সেই খবর যদি টেঙ্গিলের হাতে পড়তো তবে এই কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় অনেকের নির্ঘাৎ মৃত্যু হতো।"

ভেবে পাচ্ছিলাম না— এমন নিষ্পাপ শ্বেত কবুতরকে উড়ে আসার সময় কেউ তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলতে পারে কি করে। থাকলোই-বা তার কাছে কোনো গোপন খবর।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো বাড়িতে আমাদের আলমারির তাকে রাখা জিনিসটার কথা। আমি জোনাথনকে বললাম, "বাড়ির আলমারির তাকে গোপন খবর রাখাটা বিপদের কারণ হতে কতোক্ষণ?"

"হ্যাঁ, বিপজ্জনক বটে, তবে সোফিয়ার কাছে সেটা থাকা আরো বিপদের", জোনাথন বললো, "টেঙ্গিলের লোকজন চেরি উপত্যকায় এলে প্রথমেই সোফিয়ার ঘরবাড়ি তল্লাশি করবে। তাঁর মালি-বালককে নয়।"

সোফিয়া ছাড়া কেউ যদি না জানে সে কে তবেই মঙ্গল। কারণ সে শুধু তাঁর বাগানের মালি-বালকই নয়, বরং টেঙ্গিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দলের সে ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

"এটা একমাত্র সোফিয়াই জানেন। সিদ্ধান্তটাও সোফিয়ারই নেয়া", সে বললো, "তিনি চান না এই চেরি উপত্যকায় আর কেউ সেটা জানুক। যতদিন না তিনি নিজে থেকে কথাটা বলবেন তুমি কখনও তা প্রকাশ করবে না।"

আমি শপথ করে বললাম যে, আমি যা জেনেছি সে ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবো না। মারা গেলেও না।

আমরা সোফিয়ার সাথে নাশতা খেলাম এবং তারপর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

বাইরে থেকে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে এই সকালেই এদিকে আসছিল। টিউলিপ খামার ছাড়বার ঠিক পরই আমরা পাহাড়ি বনপথে তার সাক্ষাৎ পেলাম। তার ছিল লাল দাড়ি, তার যেন কী নাম ছিল— ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, হুবার্ট।

"তা হলে তোমরা সোফিয়ার ওখানে গিয়েছিলে?" হুবার্ট বললো, "সেখানে কি করছিলে তোমরা?"

"বাগানের কাজ করলাম"— জোনাথন বললো এবং তার ময়লা হাত তুলে দেখাল। "আর তুমি কি করছো, তুমি কি শিকার করতে বেরিয়েছো?" হুবার্টের ঘোড়ার জিনের পাশে রাখা তীর-ধনুক দেখিয়ে জোনাথন জিগ্যেস করলো।

"তাই। আমার দরকার এক জোড়া বুনো খরগোশ"—হুবার্ট বললো।

আমাদের ঘরের ছোট খরগোশগুলোর কথা মনে পড়লো আমার। হুবার্ট তার ঘোড়াকে তাড়া দিল। ওকে আর দেখতে হবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

জোনাথনকে আমি বললাম— "হুবার্ট সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?"

www.BanglaBook.org

একটু ভেবে সে বললো— "এই গোটা চেরি উপত্যকায় সে সবচেয়ে দক্ষ তীরন্দাজ।"

বেশি কিছু সে বললো না। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিল। আমরা আবার বাড়ির দিকে চললাম।

পালোমার খবরটা জোনাথন জামার ভেতর করে সাথে নিয়ে এসেছিল এবং যখন ঘরে ফিরলাম, জোনাথন আলমারির গোপন দেরাজে সেই কাগজটি রেখে দিল। কিন্তু তার আগে কাগজে কি লেখা ছিল তা আমাকে পড়তে দিল।

"ওরভার গতকাল ধরা পড়েছে, বন্দি হয়ে কাটলা গুহায় আটক আছে। চেরি উপত্যকার কেউ নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করে তার গোপন আস্তানার খবর দিয়েছে। তোমাদের ওখানে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে, তাকে খুঁজে বের করো।"

"তাকে খুঁজে বের করো", —জোনাথন বললো, "আমি যদি তা পারতাম!"

আরো অনেক খবর ছিল গোপন চিরকুটে, কিন্তু সেগুলো সবই ছিল এমন রহস্যময় ভাষায় লেখা যা আমি বুঝতে পারি নি। জোনাথন বললো যে, আমার ওসব বোঝার দরকারও নেই। এসব শুধু সোফিয়ারই জানবার বিষয়।

তবে আমাকে জোনাথন দেখালো কিভাবে ঐ গোপন দেরাজ খুলতে হয়। আমি সেটা কয়েকবার খুললাম এবং বন্ধ করলাম। তারপর সে নিজে সেটা বন্ধ করে তালা মেরে দিল এবং চাবিটা আবার হামানদিস্তার ভেতর রেখে দিল।

সারাদিন আমি যা শুনেছি তা নিয়ে ভাবলাম এবং রাতেও ভালমতো ঘুমাতে পারলাম নি। টেঙ্গিল, মরা কবুতর এবং কাটলা গুহার আটকথানা সম্বন্ধে সারা রাত স্বপ্ন দেখলাম এবং ঘুমের ভেতর চিৎকার দিয়ে জেগে উঠলাম।

আর তখন, বিশ্বাস করো আর না-ই করো, আলমারির কাছে অন্ধকার কোনায় কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কেউ যেন আমার চিৎকারে ভয় পেয়ে গেল। পর মুহূর্তেই কালো ছায়ার মতো সে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলো,— আমি নিজে পুরো সজাগ হয়ে ওঠার আগেই।

ঘটনাটা এতো দ্রুত ঘটলো যে, আমি ভাবলাম হয়তো আমি সমস্তটাই স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু যখন জোনাথনকে ডেকে তুলে সব বললাম, সে তা মনে করলো না।

"না রাস্‌কি, তুমি স্বপ্ন দেখ নি"—সে বললো, "এ কোনো স্বপ্ন নয়। বিশ্বাসঘাতকটাকেই তুমি চাক্ষুষ করেছো!"

ছয়

"টেঙ্গিলের সময় একদিন ঘনিয়ে আসবেই"—জোনাথন বলেছিল। আমরা নদীর ধারে ঘাসের ওপর শুয়েছিলাম। সকালবেলাটা ছিল এতো শান্ত সমাহিত যে কারো পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল যে, পৃথিবীতে টেঙ্গিল অথবা আর কোনো নামের শয়তান থাকতে পারে। সাঁকোর নিচের পাথরে জলের মর্মর ছাড়া অন্য কিছু কানে আসছিল না। ভারি সুন্দর লাগছিল। চিত হয়ে পড়ে থাকা এবং শুধু নীলাকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা দেখা। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে এমন পড়ে থাকার আনন্দ, আপন মনে কোনো গান গাওয়ার মতো একটা পরিবেশ।

জোনাথন টেঙ্গিল সম্বন্ধে বলতে শুরু করলো। আমি টেঙ্গিলকে মনে করতে চাই নি, কিন্তু তবু বললাম, "বললে যে টেঙ্গিলের সময় একদিন ঘনিয়ে আসবেই। তার মানে কি?"

"সব শয়তানদের বেলায় যেমন ঘটে, ওর ক্ষেত্রেও তা ঘটবে, একটু আগে বা পরে", জোনাথন বললো, "উকুনের মতো চিড়েচ্যাপটা হয়ে ও মারা পড়বে, চিরকালের জন্য।"

"তা ঘটবে, আশা করি শিগগিরই"—আমি বলি। এরপর জোনাথন বিড়বিড় করে কী যেন বললো।

"কিন্তু টেঙ্গিলের অনেক শক্তি, তাছাড়া তার কাটলা আছে", ও আবার সেই ভয়ঙ্কর নামটা উচ্চারণ করলো।

জোনাথনকে আরো কিছু জিগ্যেস করতে চাইলাম, কিন্তু করলাম না। এতো সুন্দর সকালে কাটলা সম্বন্ধে কিছু না জানাই ভালো বলে মনে হলো।

কিন্তু পরে জোনাথন ভয়ঙ্কর যে কথা বললো তা সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল।

"রাস্‌কি", সে আমাকে বললো, "এই তেপান্তরের পারে তুমি কিছুদিনের জন্য একা একা থাকবে। কারণ আমাকে কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় যেতে হবে।"

কিভাবে জোনাথন এই অদ্ভুত প্রস্তাবটি করতে পারলো? সে কি করে ভাবলো যে, আমি এই বাগানে এক মুহূর্তও তাকে ছাড়া থাকতে পারি? সে যদি টেঙ্গিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ভেবে থাকে, তবে আমিও তাকে অনুসরণ করবো।

www.BanglaBook.org

আমার এই স্থির সিদ্ধান্তের কথা জোনাথনকে বললাম।

শুনে ওর চোখ কপালে উঠলো যেন। আমাকে বললো, "রাস্‌কি, তুমি আমার একমাত্র ভাই। আমি তোমাকে সব বিপদ-আপদ থেকে আগলে রাখতে চাই। কি করে তুমি মনে করলে যে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো, যখন আমার সব শক্তি দরকার অন্য কিছুর জন্য। একটা ভীষণ বিপজ্জনক কিছুর জন্য?"

তার এমন বলায় কোনো লাভ হয় নি। আমি তখন বেশ বিষণ্ন ছিলাম, মনে জ্বলছিল ক্রোধের আগুন। চিৎকার করে উঠলাম, "আর তুমি, কিভাবে তুমি আশা করো যে আমি তেপান্তরের পারে একা বসে থাকবো আর তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। যখন হয়তো কোনো দিনই তুমি ফিরে আসবে না?"

আমার তখন মনে পড়লো, জোনাথন যখন মরে যায় এবং আমার কাছ থেকে চলে যায় তখন আমার কেমন লেগেছিল। আমি রান্নাঘরের সোফায় শুয়ে থাকতাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না তার সাথে আমার আবার দেখা হবে কি না। এক শূন্য অন্ধকার গুহায় তাকানোর মতো ছিল সেই ভাবনাটা।

এখন আবার আমাকে অজানা বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে সে চলে যেতে চাচ্ছে। ও যদি আর ফিরে না আসে, এ যাত্রায় কোনো সাহায্যই আর পাওয়া যাবে না। তখন আমি সারা জীবনের জন্য একাকী হয়ে পড়বো।

আমি বুঝতে পারছিলাম কেমন করে ভেতরে ভেতরে ক্রমাগত রেগে যাচ্ছি। আমি আরো জোরে চিৎকার করে জোনাথনকে অনেক কটু কথা বললাম, যা মনে এলো সব বললাম।

আমাকে শান্ত করাটা জোনাথনের জন্য সহজ ছিল না। যা হোক, সবকিছু তার ইচ্ছেমতোই শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল। আমি জানতাম যে আমার চেয়ে বেশি বোঝার ক্ষমতা তার আছে।

"বোকা, অবশ্যই আমি ফিরে আসবো", সে বললো। বাইরে তখন সন্ধ্যা, আমরা রান্নাঘরে আগুনের পাশে বসে উত্তাপ নিচ্ছিলাম। যাওয়ার আগে এটাই তার সঙ্গে শেষ সন্ধ্যা।

আমার আর রাগ ছিল না, শুধু বিমর্ষ হয়েছিলাম। জোনাথন তা বুঝতে পেরেছিল। আমার জন্য তার ছিল অসম্ভব আদর। সে আমাকে গরম রুটি দিল মাখন আর মধু মাখানো : বীরগাথার গল্প বললো, কিস্‌সা শোনালো। কিন্তু আমার সেসব শোনার কোনো ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না। আমি শুধু টেঙ্গিলের কথা কল্পনা করছিলাম, আমার কাছে তা ছিল নিষ্ঠুরতম গল্প।

আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম কেন তাকে এমন বিপদের পথে বেরুতেই হবে। সে তেপান্তরের পারের বাড়িতে আগুনের ধারে একটু আয়েস করে বসে থাকতে পারে না? কিন্তু জোনাথন বললো, বিপজ্জনক হলেও এমন কিছু কাজ আছে যা করতেই হয়।

"কেন?" আমি প্রশ্ন করি।

"তা না হলে মানুষ আর মানুষ না হয়ে শুধু একদলা জঞ্জাল হতো"— জোনাথন বললো।

সে কি করার কথা ভাবছিল, সে সম্বন্ধে আমাকে বললো। সে ভাবছিল ওরভারকে কাটলার গুহা থেকে উদ্ধার করবে। কারণ ওরভারের গুরুত্ব সোফিয়ার চেয়েও বেশি। জোনাথন বলে, ওরভার না থাকলে নাঙ্গিয়ালার সবুজ উপত্যকাও রক্ষা পাবে না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ তখন। উনুনের আগুন নিভে গেছে। রাত হয়েছে।

তারপর সেই দিনটি এলো। আমি দরজার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখলাম জোনাথন ঘোড়ায় চড়ে ঘন কুয়াশায় দূর পথ ধরে মিলিয়ে গেল। সেদিন সকালে চেরি উপত্যকা ছিল কুয়াশাঘেরা। বিশ্বাস করো, কিভাবে সে মিলিয়ে গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখা সত্যিই হৃদয়বিদারক ছিল। আমি একা রয়ে গেলাম। কী অসহনীয়। দুঃখে আমার পাগল হওয়ার যোগাড়। আমি দৌড়ে আস্তাবলে গিয়ে ফিয়ালারকে বের করলাম এবং ঝাঁপিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে জোনাথনের পথ ধরলাম। চিরদিনের জন্য তাকে হারানোর আগে একবার অবশ্যই তার সঙ্গে আমার দেখা হতে হবে।

জোনাথন প্রথমে যাবে টিউলিপ খামারে সোফিয়ার নির্দেশ শোনার জন্য। আমি এটুকু জানতাম, কাজেই ঐ দিকে রওনা হলাম। পাগলের মতো আমি ঘোড়া ছোটাচ্ছিলাম এবং জোনাথনকে খামারের কাছেই ধরে ফেললাম। হঠাৎ আমার খুব লজ্জা হলো এবং নিজেকে লুকোতে চাইলাম, কিন্তু তার আগেই জোনাথন আমার আসার শব্দ শুনেছিল এবং আমাকে দেখে ফেলেছিল।

"তুমি কি চাও", সে বললো।

আমি সত্যি কি চেয়েছিলাম?

"তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি ফিরে আসবে?"—অস্পষ্ট কণ্ঠে আমি বললাম। বলার মতো আমি ঐ একটা কথাই খুঁজে পেলাম।

তখন সে ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমাদের ঘোড়া দুটি পাশাপাশি দাঁড়াল। জোনাথন আঙুল বুলিয়ে আমার গালের ওপর থেকে কিছু একটা মুছে ফেলতে চেষ্টা করলো, অশ্রু অথবা অন্য কিছু এবং বললো—"কেঁদো না, রাস্‌কি। আবার দেখা হবে—নিশ্চয়ই। এবং এখানে নয়, নাঙ্গিলিমাতে।"

"নাঙ্গিলিমা", আমি বলি, "সেটা আবার কি?"

"অন্য সময় জানাবো তোমাকে", জোনাথন বললো।

আমি বুঝতে পারি না, কীভাবে ঐ তেপান্তরের পারে একা একা আমার সময় কাটছিল। দিনগুলো কীভাবেই না যেত। আমি পোষা জীবজন্তুর দেখাশোনা করতাম। প্রায়ই ফিয়ালারের সাথে আস্তাবলে সময় কাটাতাম। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে খরগোশদের সাথেও কথা বলতাম। মাছ ধরতাম এবং তীর-ধনুক নিয়ে

www.BanglaBook.org

খেলা করতাম। কিন্তু জোনাথন না থাকায় সবকিছুই মনে হতো অর্থহীন। সোফিয়া মাঝে মধ্যেই খাবার নিয়ে আসতেন এবং আমরা তখন জোনাথনকে নিয়ে আলাপ করতাম। আমি প্রায়শই আশা করতাম সোফিয়া বলবেন, "জোনাথন খুব শিগগিরই ঘরে ফিরবে", কিন্তু সোফিয়া কিছু বলতেন না। আমি তাকে জিগ্যেস করতে চেয়েছিলাম কেন জোনাথনকে না পাঠিয়ে তিনি নিজেই ওরভারকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করেন নি। কিন্তু আমি সেকথা জিগ্যেস করবো কেন, যখন উত্তরটা আমার জানা।

টেঙ্গিল সোফিয়াকে ঘৃণা করতো, জোনাথন তা আগেই আমাকে বলেছিল।

"চেরি উপত্যকায় সোফিয়া এবং কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় ওরভার, এরা হলো তার বড় শত্রু। নিশ্চিত হতে পারো টেঙ্গিলও সেকথা জানে।" পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জোনাথন এসব কথা আমাকে বলেছিল।

"ওরভার কাটলা গুহাতে আটক আছে এবং টেঙ্গিল সেখানে সোফিয়াকেও রাখতে পারলে খুশি হবে, যাতে সে ধুঁকে ধুঁকে মরতে পারে। সোফিয়াকে মৃত অথবা জীবিত তার হাতে যে এনে দিতে পারবে তাকে ঐ বদমাশ লোকটি পুরস্কার হিসেবে পনেরটি সাদা ঘোড়া দেবে বলে ঘোষণা করেছে।"

জোনাথন এরকমটি বলেছিল আমাকে। সুতরাং আমি বুঝতে পারছিলাম কেন সোফিয়া নিজেকে কাঁটাগোলাপ উপত্যকা থেকে দূরে রাখেন। এবং তাঁর বদলে জোনাথনকেই কেন সেখানে যেতে হবে। জোনাথন সম্বন্ধে টেঙ্গিল কিছুই জানতো না— এটাই সবাই বিশ্বাস করতো অথবা তাই হয়তো আশা করতো। অবশ্য কেউ নিশ্চয় জানতো যে, জোনাথন কেবল বাগানের ছোট মালিই ছিল না। সেই লোকটা যে রাতে আমাদের বাসায় হানা দিয়েছিল, যাকে আমি আলমারির কাছ থেকে সরে যেতে দেখি, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে পারছিল না সোফিয়া।

"এই লোকটি অনেক কিছু জানে"—সোফিয়া বললেন।

সোফিয়া আমাকে বলেছিলেন, যদি আর কেউ আমাদের এখানে আসে, আমি যেন তাকে তাড়াতাড়ি খবরটা দিই। আমি তাকে বলেছিলাম, তেপান্তরের পারে ঐ আলমারির দেরাজে খুঁজে আর লাভ নেই, কারণ আমি গোপন কাগজটি একটা নতুন জায়গায় সরিয়ে রেখেছি। এখন সেটা গোয়ালঘরে জইয়ের স্তূপে রেখেছি। একটা বড় নাস্যির কৌটার মধ্যে করে জইয়ের স্তূপের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি।

সোফিয়া আমার সাথে আস্তাবলে গেলেন এবং জই সরিয়ে কৌটাটা বের করলেন। কৌটায় নতুন বার্তা রেখে দিলেন। সোফিয়া ভাবলেন, এটা চমৎকার লুকোনোর জায়গা। আমারও তাই মনে হলো।

"যতোক্ষণ পারো এখানে ঘাঁটি গেড়ে থাকো", সোফিয়া চলে যাওয়ার সময় বলে গেলেন, "আমি জানি সেটা কঠিন, কিন্তু তোমাকে তা অবশ্যই করতে হবে।"

কাজটা সত্যি কঠিন ছিল। বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় ও রাতে। জোনাথনকে নিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন আমি দেখছিলাম। জেগে উঠেও প্রতি মুহূর্তে তাকে নিয়ে আমার

চিন্তা হতো।

এক সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে আমি গোল্ডেন ককরেল সরাইখানায় গেলাম। তেপান্তরের পারে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে অসহ্য লাগছিল। চারপাশ এতো নিস্তব্ধ যে কান পাতলে নিজের ভাবনাগুলোও যেন শোনা যেত। কিন্তু যে ভাবনায় মন প্রফুল্ল হয় হয় সে রকম ভাবনা এটা তো নয়।

জোনাথনকে ছাড়া আমি যখন সরাইখানায় গেলাম তখন সবাই আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল।

"কি ব্যাপার", জোসি বলে উঠলো। 'মানিকজোড়ের শুধু একজন? জোনাথনকে কোথায় রেখে এলে?"

পরিস্থিতি আমার জন্য কঠিন মনে হলো। মনে পড়লো সোফিয়া এবং জোনাথন কি বলেছিল। কি ঘটেছে, জোনাথন কি করছে অথবা সে কোথায় গিয়েছে আমি কাউকে বলতে পারবো না। জীবিত কোনো প্রাণীকে নয়। সুতরাং আমি ভান করলাম যেন জোসির প্রশ্ন শুনি নি। কিন্তু হুবার্ট তার পাশের টেবিলে বসেছিল। সেও জিজ্ঞাসা করলো।

"হ্যাঁ, জোনাথন কোথায়", সে বললো, "সোফিয়া নিশ্চয়ই তার বাগানের মালিকে ছাড়িয়ে দেয় নি?"

"জোনাথন বাইরে শিকারে গেছে", আমি বললাম। "সে পাহাড়ে নেকড়ে শিকার করছে।" আমাকে কিছু একটা বলতেই হতো। মনে হলো আমার বানিয়ে বলাটা বেশ হয়েছে। কারণ জোনাথন একবার বলেছিল যে, পাহাড়ে বেশ কিছু নেকড়ে রয়েছে।

সোফিয়া ঐ সন্ধ্যাবেলায় সরাইখানায় ছিলেন না, কিন্তু বরাবরের মতো গ্রামের সব লোকই সেখানে ছিল। তারা প্রতিদিনের মতো গান গাইলো এবং হাসিঠাট্টা করলো। কিন্তু আমি গান গাইলাম না। কারণ আমার জন্য সেটা স্বাভাবিক ছিল না। জোনাথনকে ছাড়া সেখানে থাকতে ভালো লাগছিল না। কাজেই বেশিক্ষণ সেখানে থাকলাম না।

"এত বেশি মন খারাপ করে থেকো না, কার্ল লায়নহার্ট"—আমার আসার সময় হঠাৎ জোসি বলে উঠলো, "জোনাথন খুব শিগগিরই শিকার শেষ করে ঘরে ফিরে আসবে।"

তার কথা আমার খুব ভালো লাগলো। সে আমাকে আদর করে কতগুলো পিঠা দিল।

"যখন তুমি ঘরে বসে থাকো এবং জোনাথনের জন্য প্রতীক্ষা করো, তখন খেও", সে বললো।

যাই হোক, গোল্ডেন ককরেল লোকটা বেশ দয়ালু। ওর ব্যবহারের জন্য নিজেকে আর অতবেশি একা লাগছিল না।

আমি পিঠাগুলো নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘরে ফিরলাম এবং আগুনের পাশে বসে খেয়ে ফেললাম। বসন্তের দিনগুলো ছিল উষ্ণ, দিনের বেলাটা প্রায় গ্রীষ্মের

www.BanglaBook.org

মতোই। তবু আমাদের বিরাট উনুনে আগুন জ্বালানো প্রয়োজন হয়ে পড়লো, কারণ সূর্যের গরম ঐ মোটা দেয়াল ভেদ করে আমাদের ঘরে পৌঁছাতো না।

আমার ঠাণ্ডা লাগছিল। সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। জোনাথনকে স্বপ্নে দেখলাম, এমন এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন যে আমি ধরমরিয়ে জেগে উঠলাম।

"হ্যাঁ, জোনাথন", আমি চিৎকার করে উঠলাম, "আমি আসছি", আমি চেঁচিয়ে বললাম এবং বিছানা থেকে হুড়মুড় করে উঠি। অন্ধকারে আমার চারপাশে যেন শুধু বন্য চিৎকারের প্রতিধ্বনি, আর জোনাথনের চিৎকার। সে স্বপ্নের ভেতর আমাকে উচ্চস্বরে ডাকছিল, আমার সাহায্য চাইছিল। আমি জানতাম সেটা। আমি তখন তার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম এবং সে যেখানেই থাকুক সোজা সেই অন্ধকার রাতে বাইরে তার কাছে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি শিগগিরই বুঝলাম যে তা কতখানি অসম্ভব ছিল। আমি কিই-বা করতে পারতাম। কেউই আমার মতো অসহায় ছিল না। আমি কেবল হামাগুড়ি দিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে পারি, ভয়ে কাঁপতে পারি। আমি যেন সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি। নিজেকে ভীষণ ক্ষুদ্র, ভীত আর একাকী মনে হচ্ছিল। আমি যেন পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম মানুষ।

কিন্তু দিনের আলো ফুটলেও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হলো না। গতরাতে কি স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম মনে করা কঠিন ছিল, কিন্তু জোনাথন যে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল, তা ভুলতে পারি নি। আমার ভাই চিৎকার করে আমাকে ডেকেছিল। আর আমি কি না তাকে খুঁজে বের করতে বেরিয়ে আসবো না?

আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাড়ির বাইরে খরগোশদের সাথে বসে থাকলাম এবং চিন্তা করলাম, এখন কি করতে পারি। কথা বলার মতো কেউ নেই, জিগ্যেস করারও কেউ নেই। নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সোফিয়ার কাছে আমি যেতে পারি না। কারণ তিনি আমাকে বারণ করবেন। আমাকে একা ছেড়ে দেয়ার মতো বোকা তিনি নন। আমি নিশ্চিত যে, আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা নিছক বোকামি। এবং বিপজ্জনকও বটে। চরম বিপজ্জনক। আর আমি আদৌ সাহসী ছেলে নই।

কতক্ষণ যে আত্তাবলের রাস্তার দিকে ফিরে বসে বসে ঘাস টেনে ছিঁড়ছিলাম জানি না। আমার চারদিকের যাবতীয় ঘাসের আচ্ছাদন আমি ছিঁড়ছিলাম, কিন্তু যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বহুক্ষণ যে বসেছিলাম তার অনেক পর সেটা চোখে পড়লো। অনেক সময় কেটে গেছে, হয়তো আমি আরও অনেকক্ষণ বসে থাকতাম। জোনাথনের কথা হঠাৎ মনে হলো, মানুষকে কিছু বিপজ্জনক কাজ করতেই হয়ে, ভয় পেলে চলবে না। তা না হলে মানুষ শুধু একতাল জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি খরগোশের খাঁচার ওপর ঘুষি মারলাম, খরগোশরা লাফালাফি করে উঠলো এবং উচ্চস্বরে বলে উঠলাম— "আমি করবো, আমি করবো, আমি কোনো জঞ্জালের স্তূপ নই।"

একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারায় আমার কি যে ভালো লাগছিল।

"আমি জানি আমার সিদ্ধান্ত ঠিক," খরগোশের দিকে তাকিয়েই আমি বললাম, কারণ কথা বলার মতো আর কেউই তো ছিল না।

খরগোশগুলোকে নিশ্চয় এখন খরগোশ হয়ে উঠতে হবে। আমি তাদের কোলে করে খাঁচার বাইরে নিয়ে এসে চেরি উপত্যকার সুন্দরের সবুজ সমারোহে ছেড়ে দিলাম। "সমস্ত উপত্যকাটা ঘাসে ভরা", আমি বললাম, "ওখানে আরো কিছু খরগোশ আছে, যাদের সাথে তোমরা মিশতে পারবে। খাঁচার চাইতে ওখানে অনেক বেশি আনন্দ। কেবল শেয়াল আর হুবার্টের তীর থেকে নিজেদের আগলে রাখতে হবে।"

খরগোশ তিনটি যেন অবাক ও হতভম্ব হয়ে গেল। তারা কয়েকটা ছোট ছোট লাফ দিল, যেন বুঝে নিচ্ছে ব্যাপারটা সঠিক কি না। কিন্তু তারপর তড়িঘড়ি করে সবুজ ঘাসের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেল, দুরন্ত গতিতে।

আমি দ্রুত গোছগাছ শুরু করলাম। সাথে যা যা নেয়া দরকার সব নিলাম। শোবার জন্য একটা কম্বল, আগুন জ্বালানোর জন্য চকমকি পাথরের বাক্স, একটা পুরনো কাপড়ে ফিয়ালারের জন্য বেঁধে নিলাম কিছু জই। একটা খাবার থলি আমার নিজের জন্য। রুটি ছাড়া আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে ভালো রুটি সোফিয়ার বানানো নান রুটি, সোফিয়া আমার জন্য এক বস্তা রুটি এনেছিলেন। আমি থলে ভর্তি করে নিলাম। মনে হলো এতে অনেকদিন চলবে। শেষ হয়ে গেলে খরগোশের মতো না হয় ঘাসই খাবো।

সোফিয়া পরের দিন স্যুপ নিয়ে আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ততোক্ষণ নাগাদ আমি অনেক দূরে চলে যাবো। বেচারি সোফিয়া, তাঁর আনা স্যুপ তাঁকেই খেতে হবে তখন। আমি কোথায় চলে গেলাম এই ভাবনায় তাঁকে পড়তে দেয়া উচিত নয়। তবে একসময় তিনি জানবেন নিশ্চয়। কিন্তু ততোক্ষণে আমাকে বাধা দেয়ার সময় পার হয়ে যাবে।

আমি উনুন থেকে একটা কয়লার টুকরো তুলে নিলাম এবং বড় ও কালো অক্ষরে রান্নাঘরের দেয়ালে লিখলাম : "কেউ স্বপ্নের ভেতর আমাকে চিৎকার করে ডেকেছিল আর আমি অনেক দূরে পাহাড় পেরিয়ে তাকে খুঁজতে যাচ্ছি।"

কথাটা আমি এমন অদ্ভুতভাবেই লিখলাম। কারণ আমি ভাবলাম যে, সোফিয়া ছাড়া যদি আর কেউ গোপনে তেপান্তরের পারে আসে এবং বদ মতলব নিয়ে চারদিকে তাকায়, তাহলে সে এর মানে কিছুই বুঝতে পারবে না। সে হয়তো মনে করবে আমি একটা কবিতা অথবা ঐ জাতীয় কিছু লিখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সোফিয়া সহজেই বুঝতে পারবেন আমি কি বোঝাতে চেয়েছি। আমি দূরে জোনাথনকেই খুঁজতে যাচ্ছি।

আমার খুব আনন্দ হলো। একবারের জন্য হলেও অনুভব করলাম যে, আমি সাহসী ও সবল। আমি নিজের মনে গান গাইলাম।

www.BanglaBook.org

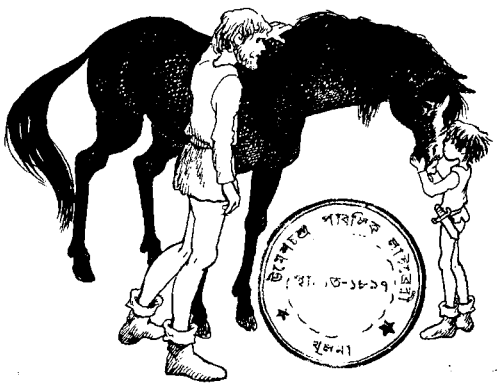

"কেউ স্বপ্নের ভেতর আমাকে চিৎকার করে ডেকেছিল আর আমি অনেক দূরে পাহাড় পেরিয়ে তাকে খুঁজতে যাচ্ছি। অনেক দূরে পাহাড় পে-রি-য়ে", আহা কি সুন্দর শোনাচ্ছে। জোনাথনের সাথে দেখা হলে, যা কিছু আমার মনে থাকবে, সব আমি জোনাথনকে বলবো।

আমি ভাবলাম তার সাথে আমার যদি দেখা হয়, আবার ভাবলাম যদি না হয়...।

তারপর হঠাৎ একসময় আমার সাহস উবে গেল। আমি আবার জঞ্জাল হয়ে গেলাম। ভীত আবর্জনার দলা। যেন সবসময় জঞ্জালই ছিলাম। হঠাৎ করে ফিয়ালারের জন্য উতলা হয়ে পড়লাম। এক্ষুণি তার কাছে যেতে হবে আমাকে, যখন উদ্বেগ ও ব্যথায় আমি কাতর হই, ফিয়ালারই শুধু আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। আমার অসহনীয় একাকীত্বের মুহূর্তে কতোবার তার পাশে দাঁড়িয়েছি, কতোবার তার নরম নাকের পরশ আর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে আমি সান্ত্বনা খুঁজেছি। ফিয়ালারকে ছাড়া ওই সময় আমি বাঁচতে পারতাম না, জোনাথনের এই অনুপস্থিতির কালে।

আমি আস্তাবলের দিকে দৌড়ে গেলাম।

ফিয়ালার তার জায়গায় একা ছিল না। হুবার্টও সেখানে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, হুবার্ট

আমার ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাচ্ছিল। যখন সে আমাকে দেখলো এবং দাঁত বের করে হাসলো, আমার মনের মধ্যে টিপটিপ শুরু হলো। আমার মনে হলো সে-ই বিশ্বাসঘাতক। আগেই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত হলাম। হুবার্ট বিশ্বাসঘাতক, তা না হলে কেন সে এই তেপান্তরের পারে এসে এমন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে?

ঐ লোকটি অনেক কিছু জানে—সোফিয়া বলেছিলেন, এবং হুবার্টই হলো সেই লোক। আমি এখন সেটা বুঝতে পারলাম।

কতোটুকু সে জানে? সবটাই কি? সে কি জানে যে আমরা জইয়ের স্তূপের মধ্যে কিসের কাগজ লুকিয়ে রেখেছি? আমি যে কতোটা ভয় পেয়েছি, তা বুঝতে দিলাম না হুবার্টকে।

"তুমি কি করছো এখানে", আমি বললাম, "ফিয়ালারের সঙ্গে তোমার কি কাজ?"

"কিছুই না", হুবার্ট বললো, "আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে তোমার ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম। আমি ঘোড়া বড় ভালোবাসি। ফিয়ালার খুব সুন্দর ঘোড়া।"

মনে মনে ভাবলাম, আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। মুখে বললাম, "কি চাও তুমি তাহলে?"

"এটা তোমাকে দেবো বলে এসেছি", এই বলে হুবার্ট এক টুকরো সাদা কাপড়ে মোড়ানো কিছু খুললো। "তোমাকে গত সন্ধ্যায় এমন বিষণ্ন ও ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছিল এবং আমি ভাবলাম যে এই তেপান্তরের পারে নিশ্চয় খাবারের অভাব হয়েছে, বিশেষ করে জোনাথন যখন শিকার করতে বাইরে গেছে।"

আমি বুঝতে পারলাম না কি করবো অথবা কি বলবো। আমি মিনমিন করে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু একটা বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে খাবার গ্রহণ করতে পারি না আমি। পারি কি?

আমি ঐ কাপড়ের টুকরোটি হাতে নিলাম এবং মোড়ক খুলে একটি বড় মাংসের টুকরো পেলাম, শুকনো, সুন্দর করে তাপানো, বোধহয় এটাকে স্প্রিং ফিডল বলে।

মাংসের টুকরোটির ঘ্রাণ ছিল মধুর। আমার লোভ হচ্ছিল যে তখনই তাতে দাঁত বসিয়ে দিই। কিন্তু আমার উচিত ছিল হুবার্টকে মাংসের টুকরোটি ফিরিয়ে দেয়া এবং তাকে চলে যেতে বলা।

কিন্তু আমি তা করি নি। বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সোফিয়ার ব্যাপার। আমার ভাব দেখানো উচিত যে আমি কিছুই জানি না অথবা বুঝি না। প্রকৃতপক্ষে মাংসের টুকরোটা আমি মনে মনে চাইছিলাম। খাবারের থলিতে মাংসের চেয়ে ভালো আর কি থাকতে পারে? হুবার্ট তখনও ফিয়ালারের পাশে দাঁড়িয়ে।

"কি সুন্দর ঘোড়া", সে বললো— "অনেকটা ঠিক আমার ব্লেন্ডার মতো।"

"ব্লেন্ডা তো সাদা, তুমি কি সাদা ঘোড়া পছন্দ করো?" আমি জিগ্যেস করলাম।

www.BanglaBook.org

"হ্যাঁ, আমি সাদা ঘোড়া খুব পছন্দ করি", হুবার্ট বললো।

তাহলে তুমি পনেরটি ঘোড়াও পছন্দ করবে তাই না? আমি ভাবলাম, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। তার বদলে হুবার্ট ভয়ঙ্কর কথা বলে উঠলো।

"আমরা কি ফিয়ালারকে কিছু জই দেব? সেও নিশ্চয় ভালো কিছু খাবার চায়।"

আমি তাকে বাধা দিতে পারলাম না। সে সোজা গোয়ালঘরের ভেতরে গেল, আমি তার পিছু নিলাম। আমি চিৎকার করে বলতে চাইছিলাম, "থামো।" কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়ে বের হলো না।

হুবার্ট জইয়ের ঝুড়ির ডালা খুলে উপর থেকে পাত্রটা নিল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কারণ আমি দেখতে চাই নি হুবার্ট কিভাবে নস্যির কৌটাটি খুঁজে পায়। এরপর আমি তাকে শাপ-শাপান্ত করতে শুনলাম। চোখ খুলে দেখলাম যে, একটা ইঁদুর ভাণ্ডের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। হুবার্ট ইঁদুরটাকে লাথি মারতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ইঁদুরটা আস্তাবলের মেঝের ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে কোনো গোপন গর্তে স্থান নিল।

"আমার বুড়ো আঙুলে ইঁদুরটা কামড়েছে"— হুবার্ট বললো। সে সেখানে দাঁড়িয়ে তার আঙুলের দিকে দেখালো। আমি এই সুযোগটা নিলাম। তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি হাতা দিয়ে ভাণ্ডটা ভরে হুবার্টের নাকের ডগায় সশব্দে ঝুড়ির তালা আটকালাম।

"এখন হয়তো ফিয়ালার খুশি হবে", আমি বললাম, "সে সচরাচর এই সময়ে জই খেতে পায় না।

হুবার্ট আমাকে বিদায় জানিয়ে শুকনো মুখে আস্তাবলের দরজা পেরিয়ে চলে গেল। আমি ভাবলাম, "তুমি নিশ্চয়ই অতো খুশি হও নি।"

সেবার সে কোনো গোপন সূত্রের টিকিটিও খুঁজে পেল না। যাই হোক, লুকানোর একটা নতুন জায়গা খুঁজে বের করবার প্রয়োজন দেখা দিল। আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম এবং অবশেষে ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে বায়ের দিকে কৌটাটি রেখে দিলাম।

তারপর রান্নাঘরের দেয়ালে নতুন সঙ্কেত লিখে রাখলাম সোফিয়ার জন্য।

"লাল দাড়ি লোক সাদা ঘোড়া চায়, অনেক কিছু জানে। সাবধানে থেকো।" সোফিয়ার জন্য বেশি কিছু আর করতে পারি নি।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার সময় চেরি উপত্যকার লোকজনের ঘুম ভাঙার আগেই আমি তেপান্তরের পার ছেড়ে এলাম এবং পাহাড়ের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটালাম।

সাত

আমি ফিয়ালারকে বলছিলাম, পাহাড়ি পথে ঘোড়ার পিঠে বহুদূর যেতে এই আমি, নিজেকে নিয়ে আমি এখন কেমন অনুভব করছি—

"ভাবতে পারো এটা আমার জন্য কি রোমাঞ্চকর, যে আমি প্রায় গোটা জীবন কাটিয়েছি রান্নাঘরের সোফায় শুয়ে! তোমার এটা ভাবা ঠিক হবে না যে, এক মুহূর্তের জন্যও আমি জোনাথনকে ভুলতে পারি। তা না হলে এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে আমি চিৎকার করে উঠতাম, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে যা প্রতিধ্বনি হয়ে বাজতো।"

সত্যি বড় মনোরম ছিল চারপাশের দৃশ্য। জোনাথন বুঝতে পারতো আমি কি ভাবছি। সুউচ্চ পাহাড়ে বসন্তের প্রস্ফুটিত ফুল-সম্ভার, স্বচ্ছতোয়া সারাবার, বেগবান জলধারার বিমোহিত সৌন্দর্য কতই-না অপরূপ! আর এসবের মাঝখানে আমি রাস্‌কি ঘোড়ায় চড়ে দেখছি চারপাশ। আমার মনে হলো পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু থাকতে পারে না। আমার মাথা এসব চিন্তায় ভার হয়ে আসছিল।

আমি ঘোড়ায় চড়ে এগোবার মতো পথ খুঁজে বের করলাম। জোনাথন বলেছিল সরু আঁকাবাঁকা দুর্গম পথ পেরিয়ে তবেই মানুষ কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় পৌঁছয়। আমি আঁকাবাঁকা পথই পাড়ি দিচ্ছিলাম বটে। প্রান্তর পেরিয়ে ক্রমেই আমি গভীর অরণ্যে পৌঁছে গেলাম। পথ এখন আরো বিপদসঙ্কুল, পাথুরে পাহাড়ের ছোট বড় গর্ত, সামনে এগোনো ছিল দায়। তবে আমার ঘোড়া ফিয়ালার ছিল এসবে অভ্যস্ত, বাহাদুর বটে ঘোড়াটা।

সন্ধ্যার দিকে আমি ও আমার ঘোড়া ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লাম। ছোট্ট একটা সবুজ সমতল জায়গা খুঁজে নিয়ে রাত কাটানোর ব্যবস্থা নিলাম। কাছেই ছিল ফিয়ালারকে খাওয়ানোর মতো প্রচুর ঘাস আর একটা ঝরনা, যা থেকে আমাদের উভয়েরই পানির ব্যবস্থা হয়ে গেল। তারপর আমি আগুন জ্বালালাম। সারা জীবন ধরে আমি নির্জন শিবিরে আগুনের পাশে বসে খাওয়ার জন্য কাঙ্ক্ষিত ছিলাম। এতদিনে সে সাধ আমার মিটলো।

শুকনো ডালপালা যোগাড় করে আগুনের একটা কুণ্ডলি জ্বালালাম। তেজি আগুনের বিচ্ছুরিত শিখার পাশে বসে জোনাথনের বর্ণনার কথা ভাবছিলাম। সব

www.BanglaBook.org

মিলে যাচ্ছিল। আগুনের দিকে চেয়ে ঝলসানো মাংসে কামড় বসানো আর রুটি মুখে পুরার এই স্বাদ তুলনাহীন। তবে আমার একটা আফসোস। খাবারটা ছবার্টের কাছ থেকে না পেয়ে অন্য কারো হাত থেকে পেলেই সোনায় সোহাগা হতো।

যাক্‌গে, তবু আমার মনে খুব আনন্দ তখন। নিজের মনে গান ধরলাম—"রুটি আমার, আগুন আমার, ওরে আমার ঘোড়া ... রুটি আমার, আগুন আমার, ওরে আমার ঘোড়া"—এই মুহূর্তে আর কোনো কিছু আমি ভাবতে পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ আমি এভাবে বসেছিলাম। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অন্ধকার ছিন্ন করে অরণ্যে জ্বলে-ওঠা এমনি সব আগুনের কথা ভাবছিলাম। কেমন করে এক এক করে সব আগুন নিভে গেছে সে কথাও মনে করলাম। এখানে এখনও জ্বলছে আমার ধরানো আগুন।

আমার চারদিকে অন্ধকার হয়ে এলো। কী দ্রুতই না কালো হয়ে এলো পাহাড়। আর সে কি কালো! এই অন্ধকারে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। মনে হলো কেউ পেছন থেকে আমার কাছে এসে পড়তে পারে। যাই হোক, ততোক্ষণে শোবার সময় হয়ে গেছে। সুতরাং আমি আগুনে ভালোমতো নাড়া দিয়ে ফিয়ালারকে শুভরাত্রি জানালাম। আগুনের যত কাছে আসা যায়, এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলাম। এবার কেবল ঘুমের প্রতীক্ষা। ভয় না পেয়ে কেবল ঘুমিয়ে থাকা।

হায়রে সুন্দর ঘুম! এক ধরনের ভয় আমাকে জাগিয়ে তুললো পলকেই। মাথায় একরাশ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। অন্ধকারে কেউ আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই বুঝি টেঙ্গিলের সৈন্যদের ছোঁড়া তীর এসে আমার গায়ে লাগলো—জোনাথন তো সেই করে মরে গেছে—এসব চিন্তায় ঘুম আর এলো না।

হঠাৎ উপত্যকার মাথার ওপর চাঁদ উঠলো। হ্যাঁ, এই চাঁদ সবসময়ের দেখা চাঁদ নয়। চাঁদের আলোর বন্যায় ছেয়ে গেল সমস্ত চরাচর। এমন জ্যোৎস্না পৃথিবীতে কখনও দেখা যায় না। তাছাড়া উপত্যকার ওপর চন্দ্রালোক আমি কখনও দেখি নি। চারপাশ কেমন মনোরম হয়ে গেল। রুপালি আর কালো ছায়ার রহস্যময় এই সুন্দরের সাথে যেন কেমন বিষণ্নতা জড়ানো। এই আলো-আঁধারিতে বিপদও তো লুকিয়ে থাকতে পারে।

আমি মাথার ওপর কম্বল টেনে নিলাম। বেশি কিছু দেখতে চাচ্ছিলাম না আমি। দেখতে না চাইলে কি হবে, কিছু একটা শুনলাম এবার। হ্যাঁ, এখন আমি কিছু শুনলাম। একটা 'চিৎকার' উপত্যকার অনেক দূরে এবং তারপর কতকগুলো 'চিৎকার' আরো কাছে। ঘোড়াটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম শব্দটা কিসের। নেকড়ের গর্জন।

ভয়ে আমার তখন প্রাণ যায় যায়। ফিয়ালারের দিকে তাকিয়ে তার অবস্থা দেখে নিজেকে শক্ত করতে চেষ্টা করলাম।

"আরে ফিয়ালার! নেকড়েরা আগুনকে ভয় পায়, জানিস না বুঝি?" ঘোড়াটাকে

বললাম ঠিকই কিন্তু নিজেই তো পুরো বিশ্বাস করি না এটা। নেকড়েরাও একথা মানে বলে মনে হলো না। কেননা এখন তো তাদের দেখতেও পাচ্ছি। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছিল তারা। ভয়ঙ্কর মেটে রঙ অশরীরী ছায়ার মতো এগিয়ে আসছিল ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলো। আমিও তখন চিৎকার করে উঠলাম। জীবনে এতো জোরে চিৎকার কখনও করি নি। চিৎকারে ওরা পিছু হটলো। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। আবার হাজির হলো সামনে। আরো কাছে এবার। ওদের ডাক ফিয়ালারকে সন্ত্রস্ত করে তুললো, আমাকেও। নিশ্চিত মৃত্যু আমাদের দু'জনের সামনে।

মৃত্যুর স্বাদ তো আমি একবার পেয়েছি। আমার তো অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেবার তো আমি মৃত্যু কামনা করেছিলাম, এবার তো মৃত্যু কাম্য নয়। এবার আমি বাঁচতে চাই এবং জোনাথনের সাথে মিলিত হতে চাই। ও জোনাথন, তুমি যদি এসে আমাকে রক্ষা করতে! নেকড়েরা আরো কাছে এবার। ওদের মধ্যে একটা ছিল বিশেষ বলশালী আর দেখতেও ভয়ঙ্কর। এটা নিশ্চয় দলপতি। সেই আমাকে কামড়াতে চাচ্ছিল। আমার চারদিকে পাক খাচ্ছিল আর গোঁৎ-গোঁৎ করছিল। আমার রক্ত তখন হিম হয়ে গেছে। আমি একটা জ্বলন্ত ডাল ছুঁড়ে মারলাম ওর দিকে। কিন্তু সেটা তাকে আরো ক্ষেপিয়ে তুললো।

আমি তার হা-করা মুখ দেখলাম, বড় বড় দাঁত দেখলাম। ঐ দাঁত দিয়ে সে আমাকে খাবে। জোনাথন, বাঁচাও! নেকড়েটা লাফ দিল।

কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল। তার লাফের মাঝখানে শূন্যেই বিকট এক শব্দ করে আমার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নেকড়েটা। মৃত। পাথরের মতো মৃত। তার মাথা বরাবর বেরিয়ে গেছে একটা তীর।

কোন্ ধনুক থেকে এই তীর এলো? কে সে যে আমার জীবন রক্ষা করলো? পেছনের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য থেকে কে একজন যেন উঠে এলো। সে আর কেউ নয়, হুবার্ট। বরাবরের মতো তেমনি তাচ্ছিল্য ভরে দাঁড়িয়ে থাকলো। তা সত্ত্বেও আমি তার দিকে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছিলাম। হুবার্টকে এতোটা ভালো লাগছিল, কিন্তু সে কেবল কিছুক্ষণের জন্য।

"আমি নিশ্চয় ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম", সে বললো।

"হ্যাঁ, তুমি সত্যি সত্যিই ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছিলে।"

"তুমি ঘরে না থেকে এই রাতের বেলা এখানে কি করছো"? হুবার্ট জিগ্যেস করলো।

আর তুমি নিজে? মনে মনে বললাম আমি, কারণ তখন আমার মনে পড়ে গেছে সে কে। আজ রাতে গভীর কোন্ ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এই উপত্যকায়? হায়, কেন একটা বিশ্বাসঘাতক আমাকে রক্ষা করলো। কেনই-বা আমি কেবল মাংসের জন্য নয়, গোটা জীবনটার জন্য হুবার্টের মতো লোকের কাছে ঋণী হলাম।

"তুমি নিজে এই অন্ধকার রাতে কি করছো", আমি তেতো গলায় বললাম।

www.BanglaBook.org

"দেখছো না নেকড়ে শিকার করছি", হুবার্ট বললো। "ভাগ্য ভালো সকালে ঘোড়ায় চড়ে তোমাকে বের হতে দেখেছিলাম। কেন জানি মনে হলো তোমার যাতে কোনো বিপদ না ঘটে সেদিকে আমার খেয়াল রাখা দরকার। সেজন্য তোমাকে অনুসরণ করছিলাম।"

মিথ্যে বলছো তুমি, আমি মনে মনে বললাম। একদিন না একদিন সোফিয়ার সাথে তোমার সংঘাত ঘটবে। তোমার অবস্থা তখন কতো করুণ হতে পারে আমি দেখবো।

"তোমার জোনাথন কোথায়?" হুবার্ট জানতে চাইলো, "তার মতো শিকারির এসময় এখানে থেকে দু'চারটে নেকড়ে ঘায়েল করা উচিত ছিল।"

আমি আবার চারদিকে তাকালাম। নেকড়েগুলো ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। তাদের নেতাই যখন ভূপাতিত, তখন আর কারো কিছু করার সাহস ছিল না। হয়তো তারা বিলাপও করছে, কারণ আমি কুঁই কুঁই কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম অনেক দূর পাহাড় থেকে।

"তা জোনাথন কোথায়?" হুবার্ট ফের জিগ্যেস করলো।

আমি বানিয়ে বললাম—"জোনাথন শিগগিরই আসবে, সে একটা নেকড়ের দলের পিছু নিয়েছে।" এই বলে আঙুল দিয়ে দূর পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করলাম।

হুবার্ট ভুরু কুঁচকালো, সে আমাকে বিশ্বাস করে নি সেটা আমি লক্ষ্য করলাম। সে বললো, "তুমি কি অন্তত চেরি উপত্যকার বাড়ি পর্যন্ত আমার সাথে আসছো না?"

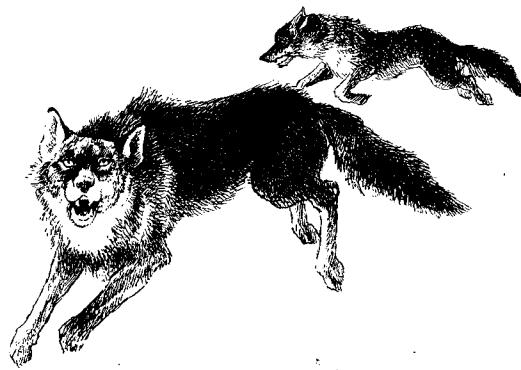

"না—আমাকে জোনাথনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ও যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে।"

"হ্যাঁ, তাই", হুবার্ট বললো। 'হ্যাঁ তাই' বলে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালো এবং তারপর সে তার ঝোলার ভেতর থেকে চাকু বের করলো। আমি একটা ছোট্ট চিৎকার দিলাম—কি করতে যাচ্ছে সে এটা দিয়ে? জ্যোৎস্নায় চাকু হাতে দাঁড়ানো হুবার্ট পাহাড়ের সমস্ত নেকড়ের চেয়েও আমাকে ভয়ার্ত করলো।

হুবার্ট আমাকে মারতে চায় এ-কথাটা মাথার ভেতর খেলে গেল। সে যে বিশ্বাসঘাতক একথা আমি জানি বলেই সে আমাকে অনুসরণ করেছে এবং এখন আমাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছে। আমার শরীর কাঁপতে শুরু করলো।

"এমনটা করো না! করো না!" চিৎকার করে আমি বললাম।

"করো না মানে?" হুবার্ট বলে উঠলো।

"আমাকে মেরো না", চেঁচিয়ে আমি বললাম।

তখন হুবার্ট রাগে সাদা হয়ে গেল। সে আমার দিকে ছুটে এলো এবং এতো সামনে এসে পড়লো যে ঘাবড়ে আমি পেছন হটে উল্টে পড়ছিলাম প্রায়।

"আরে গর্দভ, কি বলছো এসব?" সে আমার মাথার চুলের মুঠো ধরে উঁচু করে তুলে ঝাঁকি দিল। "এই বোকা, আমি যদি তোমাকে মৃত দেখতে চাইতাম তবে ঐ নেকড়েটাকে ঐভাবে মারতাম না।"

সে আমার নাকের ঠিক নিচে চাকুটি ধরলো। চাকুটা যে ধারালো দেখতে পেলাম।

"আমি চাকু বের করেছি নেকড়ের চামড়া ছাড়াবার জন্য, বোকা কোনো ছেলেকে খুন করার জন্য নয়"—সে বললো।

পেছনের দিক থেকে তার লাথি খেয়ে আমি সামনে ঝুঁকে পড়ে গেলাম। হুবার্ট নেকড়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেয়ার প্রস্তুতি নিল। যতক্ষণ সে চামড়া ছাড়াচ্ছিল, ততোক্ষণ সে আমাকে গালমন্দ করে চলছিল।

আমি ফিয়ালারের পিঠের ওপর ওঠার জন্য তড়িঘড়ি করলাম। আমি চাচ্ছিলাম সেখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়ি।

"কোথায় চলছো তুমি?" চিৎকার করলো হুবার্ট।

"ঘোড়ায় চড়ে খুঁজলে জোনাথনের সাক্ষাৎ পাবো বলে আমার বিশ্বাস," আমি বললাম। নিজের কাছে নিজেকে খুব ভীত আর তুচ্ছ শোনাল।

"হ্যাঁ, তাই করো বোকারাম", হুবার্ট চিৎকার করে বললো, "নিজের জীবন দিতে চাও, যাও, আমি তোমাকে বাধা দেবো না।"

ততোক্ষণে আমি পূর্ণ বেগে ধাবমান, ওর কথা শোনার অবসর আমার ছিল না।

আমার সামনে জ্যোৎস্নায় আলোকিত পথ এঁকেবেঁকে পাহাড়ের আরো ওপরে উঠে গেছে। জ্যোৎস্নার আলো ছিল জোরালো, প্রায় দিনের মতো সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কি সৌভাগ্য! এমনটি না হলে আমি হারিয়ে যেতাম। জায়গাটা এমন খাড়ি আর গভীর খাদে ভরা যে মাথা ঘুরিয়ে দেয়। যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি

www.BanglaBook.org

সুন্দর! ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিলাম যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে। এমন চন্দ্রালোকিত নিসর্গ একমাত্র স্বপ্নের মাঝেই থাকা সম্ভব। আমি ফিয়ালারকে বললাম :

"এমন দৃশ্য কে দেখছে মনে করো? আমি নই নিশ্চয়ই? এমনতর অলৌকিক সৌন্দর্য-ভরা স্বপ্ন যে রচনা করতে পারে সে নিশ্চয় অন্য কেউ। হয়তো-বা স্বয়ং ঈশ্বর!"

ক্লান্ত অবসন্ন আমি তখন অনেকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন। বহুকষ্টে ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিলাম। রাতটা কোথাও বিশ্রাম নিতেই হবে।

"তবে আশপাশে অবশ্যই কোনো নেকড়ে থাকতে পারবে না, তাই না ফিয়ালার।" ফিয়ালার আমার কথায় সায় দিল বলে মনে হলো।

আমি ভাবতে লাগলাম নাঙ্গিয়ালার উপত্যকা দুটির পাহাড়ি পথগুলোতে শুরুতে কে পদচারণা করেছে? কে প্রথম ভেবেছিল কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় পৌঁছবার এই পাহাড়ি পথ কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে যাবে? এমন এঁকেবেঁকে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে তাও আবার হাজারও খানাখন্দক ধরে না গেলে কি পথটার চলতো না? একটিবার মাত্র যদি ভুল পদক্ষেপ নেয় ঘোড়াটা তাহলে নির্ঘাত প্রপাত ধরণীতল। কেউ কোনো দিন জানতেও পারবে না, কার্ল লায়নহার্ট আর তার ঘোড়ার ভাগ্যে কি ঘটেছিল।

পথের অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হলো। শেষে আমি আর তাকাতে সাহস

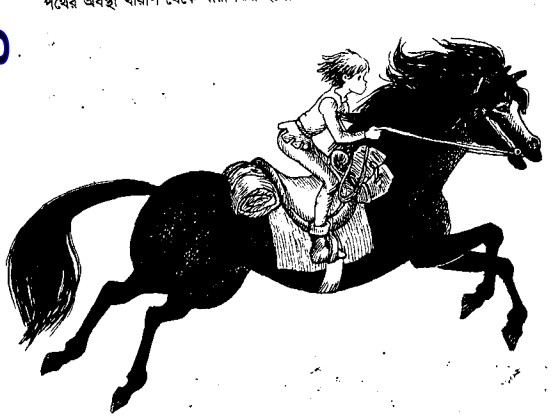

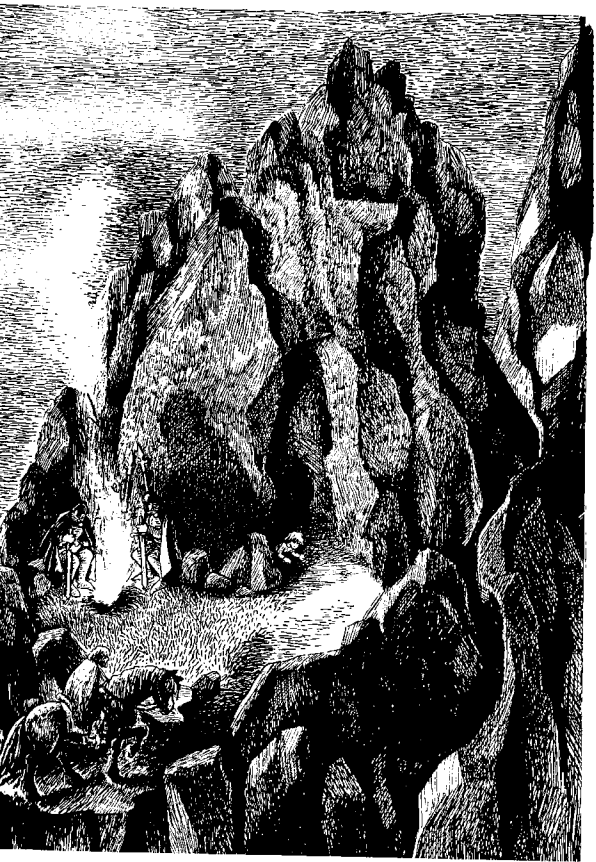

পাচ্ছিলাম না। যদি আমরা অতলে পড়েই যাই তবে সে দৃশ্য চোখে দেখতে চাইছিলাম না।

কিন্তু ফিয়ালার ভুল পা না ফেলেই পার হয়ে এলো এই যাত্রা। সাহস করে এবার তাকিয়ে দেখলাম একটা ছোট্ট খোলা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। একটা সুন্দর খোলা জায়গা—যার একদিকে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়, অন্যদিকে পাতাল-ছোঁয়া গভ্রের। এখানেই ডেরা পাততে হবে। ফিয়ালারকে বললাম, "এখানে আমরা নেকড়ের ভয় থেকে মুক্ত।"

সত্যি তাই। কোনো নেকড়ে এতো উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসতে পারবে না এবং গভীর খাদ থেকে অতো উঁচুতেও কেউ উঠে আসতে পারবে না। যদি নেকড়েগুলো আসে তাহলে তাদের খাড়ির একেবারে কিনার ঘেঁসে ঐ পাহাড়ি বনপথ বেয়ে নিচে আসতে হবে। কিন্তু কোনো নেকড়ের অতখানি বুদ্ধি নেই, আমি ভাবলাম।

অতঃপর বিশ্রামের উদ্যোগ নিলাম। চারদিকে তাকিয়ে যা দেখলাম তার তুলনা হয় না। একটা বিরাট ফাটল পাহাড়ের গায়ে, যাকে গুহা বললেও বলা চলে, কারণ ছাদের মতো বড় বড় পাথরের চাই রয়েছে। সেই গুহাতে আমরা নিরাপদে ঘুমোতে পারবো, আর মাথার ওপরে ছাদও থাকবে।

এই ফাঁকা জায়গায় আমাদের আগেও কেউ বিশ্রাম করেছিল। তার চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে আগুনের পোড়া ছাই। আমারও একটা আগুন জ্বালাতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু ক্লান্তির জন্য পারলাম না। আমি শুধু শুয়ে পড়তে চাইছিলাম। ফিয়ালারের লাগাম খুলে গুহার মধ্যে ঢুকলাম। গুহাটা গভীর। ফিয়ালারকে বললাম, "এখানে তোর মতো পনেরোটা ঘোড়ার জায়গা আছে।"

সে একটা হ্রেষারব করলো। সে হয়তো তার আস্তাবল ছাড়বার পর থেকে ঘরে ফেরার জন্য উন্মুখ ছিল। আমি তাকে এই কষ্টের মধ্যে টেনে নিয়ে আসার জন্য মাফ চাইলাম। তাকে জই খেতে দিলাম আর গা চাপড়িয়ে আবারও শুভরাত্রি জানালাম। অন্ধকার গুহার মধ্যে একটা কম্বলের ভেতরে কুকুর কুণ্ডলি পাকিয়েশুয়ে পড়লাম।

জানি না কতোক্ষণ আমরা ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। নিদ্রার ভাবটা পুরো কেটে গেল। মানুষের কণ্ঠস্বরের সাথে ঘোড়ার হ্রেষারব কানে এলো। আর বেশি কিছু দরকার ছিল না, পুরনো আতঙ্ক আবার এসে ভর করলো আমাকে। কে জানে এখানে যাদের গলা শুনলাম তারা নেকড়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর কি না।

"গুহার মধ্যে ঘোড়াগুলো নিয়ে যাও, তাহলে আমরা আরো বেশি জায়গা পাবো", কাছ থেকে একজনের কণ্ঠ ভেসে এলো এবং শিগগির দুটি ঘোড়া এগিয়ে এলো আমার কাছে। ঘোড়া দুটো ফিয়ালারকে দেখে হ্রেষারব করলো, ফিয়ালারও প্রত্যুত্তর করলো, তারপর নীরব হয়ে গেল। অন্ধকারেই তাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বাইরের খোলা জায়গায় লোকগুলোর কেউ হয়তো বুঝতে পারলো না যে, এক

আগন্তুক ঘোড়ার ডাক তারা শুনেছে। শান্তভাবে তারা কথাবার্তা বলছিল।

ওরা কেন এসেছে? ওরা কারা? রাতে কীভাবে এত ওপরে উঠে এলো? আমাকে অবশ্যই জানতে হবে। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে আমার দাঁত কপাটি লেগেছিল। আমি হাজার মাইল দূরে চলে যেতে চেয়েছিলাম। আর এখন, এইখানে বসে রয়েছি আমি, যারা কাছে এসেছে তারা বন্ধু হতে পারে অথবা শত্রু। যত ভীতই হই না কেন আমাকে এটা জানতেই হবে। আমি পেটের ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করলাম বাইরে যেদিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল সেদিকে। চাঁদ তখন গুহার মুখের ওপর এবং এক টুকরো চাঁদের আলো আমার লুকনোর জায়গায় এসে পড়লো, কিন্তু আমি নিজেকে অন্ধকারে সরিয়ে নিলাম। আস্তে আস্তে কণ্ঠস্বরের কাছটায় এগোতে লাগলাম।

দু'জন লোক বাইরে চাঁদের আলোয় আগুন জ্বেলে বসেছিল। তাদের কর্কশ চেহারা, মাথায় কালো শিরস্ত্রাণ। সেই প্রথম আমি টেঙ্গিলের কোনো সৈন্যকে দেখতে পেলাম। আমি বুঝলাম যে, নাঙ্গিয়ালার সবুজ প্রান্তর ধ্বংস করার জন্য টেঙ্গিলের সাথে যোগ দেয়া অন্তত দু'জন নির্দয় মানুষ এখানে আছে। আমি এদের হাতে পড়তে চাই না। এর চেয়ে নেকড়ের হাতে পড়াই শ্রেয়।

লোক দুটো অনেকক্ষণ ধরে কথা বললো। অন্ধকারের ভেতর আমি তাদের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম, তাই তাদের প্রত্যেকটা কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। তারা নিশ্চয়ই কারও প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল, কারণ তাদের একজন বলে উঠলো— "এবার যদি সে ঠিক সময়ে না আসে আমি তার কান কেটে ফেলবো।"

অন্যজন বললো : "হ্যাঁ, তার একটা কিছু শিক্ষা দরকার। এখানে আমরা বসে অযথাই রাতের পর রাত অপেক্ষা করছি। সে কোন্ কাজে লাগছে? যাই হোক, বার্তাবাহী পায়রাকে তীরবিদ্ধ করা, সেটা হয়তো সঠিক কাজই, কিন্তু টেঙ্গিল এর চাইতেও বেশি কিছু আশা করবে। সে কাটলা গিরিগুহায় সোফিয়াকে পেতে চায় আর ব্যাটা যদি তা করতে না পারে তাহলে তার কপাল মন্দই বলতে হবে।"

এতোক্ষণে বুঝলাম কোন্ লোকটার কথা এরা বলাবলি করছিল। কার অপেক্ষায়ই-বা এরা আছে? লোকটা নিশ্চয় হুবার্ট।

রসো বন্ধু—মনে মনে বললাম আমি। আরেকটু অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত নেকড়ের চামড়া তোলা শেষ না করে সে আসছে। বুনো পথে সে উঠে আসবেই—সেই লোক যে সোফিয়াকে কবজা করে আনবে তোমাদের জন্য!

লজ্জার আগুনে আমি দগ্ধ হচ্ছিলাম। চেরি উপত্যকায় আমাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে ভেবে আমার দারুণ গ্লানি বোধ হলো। কিন্তু তবু আমি চাইছিলাম সে আসুক। হ্যাঁ, কারণ এখন আমি অন্তত প্রমাণ পাবো। কারো সম্বন্ধে ভুল ধারণা করা ঠিক নয়। তবে এখন নিশ্চিত জানতে পেরে আমি সোফিয়াকে বলতে পারবো : "ঐ হুবার্টকে তাড়াও। তা না হলে সর্বনাশ হবে তোমার আর সেই সাথে গোটা চেরি উপত্যকার।"

www.BanglaBook.org

অপেক্ষা করাটা খুবই বাজে ব্যাপার, বিশেষ করে যে জন্য অপেক্ষা সে ব্যাপারটা যদি অপ্রীতিকর হয়। একজন বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্য নিশ্চয়ই। শুয়ে শুয়ে এমনতর ভাবনায় আমি আরো গুটিসুটি হয়ে গেলাম। বাইরে আগুনের ধারে বসে থাকা লোকদেরকে আর বিশেষ ভয় ছিল না। কারণ শিগগিরই আমি বিশ্বাসঘাতককে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখবো ঐ খাড়া পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা পথে। সেই ভাবনাতেই আমি আতঙ্কিত ছিলাম। তবুও স্থির চোখে তার আসার পথ চেয়ে রইলাম। বাইরে আগুনের পাশের দুই ব্যক্তিও একই দিকে তাকিয়েছিল। তারাও জানতো সে আসবে। কিন্তু আমাদের কেউ জানতো না সে কখন আসবে।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম— তারা অপেক্ষা করছিল আগুনের ধারে এবং আমি অপেক্ষা করছিলাম গুহার মধ্যে উবু হয়ে শুয়ে। চাঁদ গুহার মুখের কাছ থেকে সরে গেছে, কিন্তু সময় এখানে স্থির হয়ে আছে। কিছুই ঘটছিল না, আমরা শুধু অপেক্ষা করছি। মনে হলো যতোক্ষণ পর্যন্ত না লাফিয়ে উঠে এই দুঃসহ অপেক্ষা শেষ হওয়ার জন্য চিৎকার দিতে পারবো, ততোক্ষণ যেন নিশ্বাস চেপে বসে থাকতে হবে। এই রাত এই নিসর্গ সবই অপেক্ষা করছিল। চাঁদ ও পাহাড়, চন্দ্রালোকিত ভয়ঙ্কর রাত্রি সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে বিশ্বাসঘাতকের জন্য বসে ছিল।

অবশেষে সে এলো— দূরে পাহাড়ি পথে সেই চন্দ্রালোকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসছিল সে। হ্যাঁ, এখন তাকে দেখতে পাচ্ছি, ঠিক যেখানটায় পাবো বলে জানতাম। আমি তাকে দেখলাম। হুবার্ট, কেমন করে পারলে তুমি?

আমার চোখ জ্বালা করছিল, তাই চোখ বন্ধ করতে হলো। অথবা আমি চোখ বন্ধ করেছিলাম দৃশ্যটি না দেখতে। এতোক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে যখন এলো, তার মুখ দেখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং আমি চোখ বন্ধ করলাম। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে বুঝলাম কখন সে কাছে এসে দাঁড়ালো।

লোকটা ঘোড়া থামালো। আমি চোখ খুললাম। আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল যে, একজন বিশ্বাসঘাতক দেখতে কেমন, যে কি না নিজের লোকদের সাথে প্রতারণা করেছে। হ্যাঁ, আমি হুবার্টকে দেখতে চেয়েছিলাম, চেরি উপত্যকার অধিবাসীদের সঙ্গে বিশ্বাসহন্তাকারী হুবার্টকে চোখ খুলে দেখতে চাইলাম।

কিন্তু সেতো হুবার্ট নয়। সে ছিল জোসি! গোল্ডেন ককরেল।

আট

জোসি। আর কেউ নয়।

সেটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগলো। সেই জোসি, যে ছিল এতো সদয়, হাসিখুশি, যে আমাকে পিঠা খাইয়েছিল আর দুঃখে সান্ত্বনা দিয়েছিল, সে-ই কিনা বিশ্বাসঘাতক।

এখন সে বসে আছে আগুনের ধারে, আমার কাছে থেকে অল্প দূরে, ঐ টেঙ্গিল মানুষ দুটোর সাথে, যাদের সে ভেদের ও কাদের নামে ডাকলো। তাদের কাছে সে কৈফিয়ত দিচ্ছিলো কেন আসতে দেরি হলো তার।

"হুবার্ট আজ রাতে নেকড়ে শিকার করছে পাহাড়ে। আর তার দৃষ্টির আড়ালে থাকা দরকার ছিল, বুঝলে তোমরা।"

ভেদের ও কাদেরকে বেশ গোমড়া মনে হলো, এদিকে জোসি বকেই চলেছিল, "তুমি হুবার্টকে ভুলে যাও নি নিশ্চয়? তাকেও কাটলা গুহাতে আটক করা দরকার। কারণ হুবার্ট টেঙ্গিলদের ঘৃণা করে।"

"তাহলে এ-বিষয়ে তোমারই একটা ব্যবস্থা নেয়া দরকার"—ভেদের বললো।

"কারণ তুমি হলে চেরি উপত্যকায় আমাদের নিজের লোক, তাই না", কাদের বললো।

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," জোসি জবাব দিল।

সে চাটুকারিতা করে ওদের খুশি করতে চাইছিল, কিন্তু ভেদের ও কাদের যে তাকে পছন্দ করছে না, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। ব্যাপারটা একদিক দিয়ে ভালো—কেউই বিশ্বাসঘাতককে পছন্দ করে না, এমন কি যারা তাকে কাজে লাগায় তারাও না।

তার কান দুটো অক্ষত থাকলো, তারা সেটা কাটলো না। বিশ্বাসঘাতকদের তো তাই করা হয়। কিন্তু তারা আরেকটা কাজ করলো। তারা কাটলার ছাপ বসিয়ে দিলো ওর বুকে।

"টেঙ্গিলের সমস্ত লোক কাটলা চিহ্ন বয়ে বেড়ায়। তোমার মতো বিশ্বাসঘাতককেও তাই করতে হবে", ভেদের বললো, "যাতে অচেনা কোনো চর চেরি উপত্যকায় এলে তুমি তাকে দেখাতে পারো তুমি আসলে কে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই"—জোসি বললো। জ্যাকেট ও শার্ট খুলতে বলে তারা

www.BanglaBook.org

তার ওপর চড়াও হলো এবং একটা উত্তপ্ত লোহার শিক দিয়ে সেই কাটলা ছাপ বুকের ওপর বসিয়ে দিল। জ্বলন্ত লোহার স্পর্শে জোসি চিৎকার করে উঠলো।

"বুঝে নাও এবার। এখন থেকে চিরকালের জন্য তুমি আমাদের হয়ে গেলে। যদিও তুমি বিশ্বাসঘাতক।"

নাঙ্গিয়ালায় আসার পর থেকে আমার সকল রাত্রির মধ্যে এটিই হয়তো ছিল দীর্ঘতম ও কঠিনতম রাত্রি। সবচেয়ে মুশকিল ছিল সেই জায়গায় ঐভাবে পড়ে থাকা আর জোসির দম্ভোক্তি শোনা চেরি উপত্যকা কিভাবে সে ধ্বংস করবে।

সোফিয়া ও হুবার্ট শিগগিরই ধরা পড়বে, সে বললো, ওরা দু'জনই।

"তবে এমনভাবে ঘটনাটা ঘটাতে হবে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে এর জন্য কে দায়ী। তা না হলে তোমাদের গোপন টেঙ্গিলম্যান হয়ে চেরি উপত্যকায় আমি কাজ করে যাবো কি ভাবে?"

তুমি বেশি দিন গোপন থাকবে না, আমি মনে মনে বলি। কারণ এখানে একজন আছে যে তোমার মুখোশ খুলে দেবে। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, লালমুখো বাঁদর কোথাকার!

তারপর সে যা বললো তাতে আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল।

"তোমরা কি জোনাথন লায়নহার্টকে ধরতে পেরেছো? না কি সে এখনও কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।" ভেদের ও কাদের ঐ প্রশ্ন পছন্দ করে নি, তা আমি দেখলাম।

"আমরা তার পেছনে লেগে আছি"—ভেদের বললো, "একশ' লোক তাকে দিবারাত্র খুঁজে ফিরছে।"

"ভেবো না, তাকে আমরা পেয়ে যাবো। যদি কাঁটাগোলাপ উপত্যকার প্রতিটি বাড়িতে ঢুঁ মারতে হয় তাও করা হবে", কাদের বললো, "টেঙ্গিল তার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"সেটা আমি বুঝি", জোসি বললো—"তরুণ লায়নহার্ট অন্য সবার চেয়ে ভয়ঙ্কর, তোমাদের সে কথা আগেই বলেছি। ও সত্যি সত্যিই একটা সিংহ।"

আমার খুব গর্ব হলো যে, জোনাথন লায়নহার্ট যথার্থই বিক্রমশালী সিংহ। সে যে জীবিত সেটা জানতে পেরে কি যে স্বস্তি লাগছিল। কিন্তু জোসির কথা ভেবে ক্ষোভে আমার চোখে পানি চলে এলো। সে জোনাথনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জোনাথনের কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় গোপন আগমনের কথা শুধু জোসিই জানতো এবং টেঙ্গিলের কাছে ওই খবর পাঠিয়েছে। জোসির কারণে একশ' লোক এখন দিন রাত আমার ভাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং তাকে খুঁজে পেলে টেঙ্গিলের হাতে তুলে দেবে।

তবুও আর যাই হোক, সে বেঁচে আছে। উফ, সে বেঁচে আছে এবং এখনও মুক্ত। তাহলে সে কেন আমার স্বপ্নের ভেতর সাহায্যের জন্য ঐরকম চিৎকার করেছিল? শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম আমি—কখনো যদি তা জানতে পারতাম।

তবে সেখানে পড়ে থেকে জোসির কথা শুনে আরো অনেক কিছু জানতে পারলাম আমি।

"এই হুবার্ট, সে সোফিয়াকে ঈর্ষা করে, কারণ আমরা তাকে চেরি উপত্যকার নেতা হিসেবে বাছাই করেছি," জোসি বললো, "হ্যাঁ, হুবার্ট মনে করে যে সে হলো সবার সেরা।"

ও, তাহলে এই জন্য! আমার মনে পড়ে হুবার্ট যখন জিগ্যেস করেছিল, সোফিয়ার বিশেষ কি গুণ আছে, তখন কিরকম রাগ প্রকাশ পেয়েছিল তার কথায়। তাহলে ব্যাপারটা ঈর্ষার। অন্য কোনো কারণ নয়। কিন্তু শুরু থেকেই আমি ভেবেছিলাম যে, হুবার্ট ছিল চেরি উপত্যকার বিশ্বাসঘাতক। সেভাবে আমি তার সব কথা এবং কাজকর্ম মিলিয়েও দেখেছিলাম। মানুষ কতো সহজেই অন্য মানুষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করতে পারে। বেচারা হুবার্ট আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছিল, আমার জীবন বাঁচিয়েছিল, মাংসের ঝলসানো টুকরো দিয়েছিল আর এসবের বিনিময়ে আমি কি না কেবল চিৎকার করে বলেছিলাম : "আমাকে মেরো না।" অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সে খুব রেগে গিয়েছিল। মাফ করো আমাকে, হুবার্ট, আমি মনে মনে বলি, মাফ করো আমাকে : যদি তার সাথে আমার কোনোদিন দেখা হয় তাহলে এই কথাটা তাকে বলবো।

জোসি এখন আরো নিশ্চিত এবং এখানে বসে বেশ পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছিল। তবে মাঝে মাঝে তার কাটলা চিহ্নটায় জ্বালা করছিল, বুঝতে পারছিলাম। তখন সে অল্প অল্প গোঙাচ্ছিল, আর প্রত্যেকবার কাদের বলে উঠছিল, "বুঝছো বাছাধন, বুঝছো।"

কাটলা ছাপটা কেমন দেখায়, জানতে ইচ্ছে করছিল। আবার ভাবলাম এমন নোংরা জিনিস না দেখাই ভালো।

জোসি যা কিছু করেছে বা যা কিছু করবে তাই নিয়ে বাহাদুরি করে চলছিল। হঠাৎ সে বলে উঠলো : "লায়নহার্টের একটা ভাই আছে, তাকে সে অন্য সবকিছুর চেয়ে ভালোবাসে।"

শুনে আমি নীরবে কেঁদেছিলাম আর জোনাথনের জন্য অধীর বোধ করছিলাম।

"সোফিয়াকে ধরবার জন্য ঐ ক্ষুদে শয়তানটাকে আমরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি," জোসি বললো।

"বোকা, তুমি এটা আগে বলো নি কেন?"—কাদের বললো, "আমরা এই ভাইকে ধরতে পারলে তাকে ব্যবহার করে লায়নহার্টকে লুকনো জায়গা থেকে বের করতে পারবো। সে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক কোনো না কোনোভাবে জানতে পারবে যে আমরা তার ছোট ভাইকে ধরতে পেরেছি।"

"তখন সে বেরিয়ে আসবে তার গোপন আস্তানা থেকে", ভেদের বললো, "আমার ভাইকে মুক্ত করো এবং তার বদলে আমাকে নাও, সে বাধ্য হয়ে অবশ্যই একথা বলবে, যদি সে তার ভাইকে আদর করে এবং ফাঁড়া থেকে ভাইকে রক্ষা

www.BanglaBook.org

করতে চায়।"

আমি তখন এতোই ভীত হলাম যে আর বেশি কাঁদতেও পারলাম না। কিন্তু জোসিকে খুব গর্বিত বলে মনে হলো :

"আমি ঘরে ফিরে সেই ব্যবস্থা করবো", সে বললো, "আমি ক্ষুদে লায়নহার্টের জন্য ফাঁদ পাতবো। সেটা কঠিন হবে না। আমি তাকে কতোগুলো পিঠা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে আসতে পারি। তারপর সোফিয়াকে মিথ্যে বলে তাকে বাঁচানোর জন্য নিয়ে আসা হবে।"

"সোফিয়া কি একটু বেশি বুদ্ধি রাখে না?"—কাদের বললো, "তুমি কি তাকে ভুলাতে পারবে?"

"হ্যাঁ, তা বটে", জোসি বললো, "তবে সে আদতেই জানবে না কে এটা করেছে। সে আমাকে বিশ্বাস করে।"

এবার তাকে বেশ খুশি হতে দেখা গেল।

"এভাবে তোমরা সোফিয়া আর ছোট দু'জনকেই পেয়ে যাচ্ছো। চেরি উপত্যকায় কুচকাওয়াজ করে ঢোকার এই সুযোগের বদলে টেঙ্গিল তাহলে আমাকে কয়টা সাদা ঘোড়া দিচ্ছে?" জোসি জিগ্যেস করলো।

সময়মতো দেখা যাবে— ভাবি আমি। হ্যাঁ, জোসি তুমি ঘরে যাবে এবং খুদে লায়নহার্টকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ফাঁদে ফেলবে। কিন্তু সে যদি আর চেরি উপত্যকায় না থাকে, তাহলে তুমি কি করবে? সমস্ত দুঃখের মধ্যে এই চিন্তা আমাকে প্রসন্ন করলো, যখন জানতে পারবে যে আমি পালিয়ে গেছি, জোসি কেমন নিরাশ হয়ে পড়বে।

কিন্তু তারপর জোসি বলে উঠলো : "খুদে লায়নহার্ট দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু সিংহ সে মোটেই নয়। ওর চেয়ে সহজে ভীত হওয়ার মতো আর কেউ নেই। ওর নাম লায়নহার্ট না হয়ে বরং মাউজহার্ট, মুষিকহৃদয় হওয়া উচিত ছিল।"

হ্যাঁ, তা আর বলতে হবে না। আমি যে কখনো সাহসী ছিলাম না, এ আমি নিজেই জানতাম। এবং আমি অবশ্যই জোনাথনের মতো লায়নহার্ট নামে পরিচিত হতে চাই নি। কিন্তু তবু জোসির মুখে এ কথা শুনতে ভালো লাগছিল না মোটেই। আমি লজ্জায় সেখানটায় পড়ে থাকলাম, তবে এও ভাবলাম, অবশ্যই, অবশ্যই আমি সাহসী হওয়ার চেষ্টা করবো। কিন্তু এখনই না, এই মুহূর্তে যখন খুব ভীতির মধ্যে আছি। অবশেষে জোসি থামলো। বাগাড়ম্বর করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তাই সে উঠে পড়লো।

"ভোর হওয়ার আগেই আমাকে ঘরে ফিরতে হবে",— সে বললো।

তারা তাকে মিনতি করছিল নানাভাবে। "এখন থেকে দেখো, সোফিয়া এবং জোনাথনের ছোট ভাইটির ব্যাপারে কিছু করতে পারো কি না"—ভেদের বললো।

"আমার ওপর আস্থা রাখো"— জোসি বললো, "তবে তুমি বালকটির কোনো ক্ষতি করো না। তার জন্য আমি নিজেও কিছুটা মায়া রাখি।"

ধন্যবাদ, আমি সেটা লক্ষ্য করলাম— ভাবি আমি।

"যদি তুমি খবর নিয়ে কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় ফিরে আসো, তবে সঙ্কেত বাক্য ভুলো না", কাদের বললো, "জীবন নিয়ে ঢুকতে হলে এটা দরকার হবে।"

"সমস্ত ক্ষমতা টেঙ্গিলের, আমাদের ত্রাণকর্তা", জোসি বললো, "আমি দিনে রাতে সেটাই ভাবি। কিন্তু টেঙ্গিল যেন আমার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি ভোলেন না।"

জোসি ঘোড়ায় উঠে বসলো— চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সে।

"জোসি হবে চেরি উপত্যকার নেতা", সে বললো, "টেঙ্গিল এই প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছে। টেঙ্গিল কি সেটা ভুলে যেতে পারে?"

"টেঙ্গিল কিছুই ভুলে না", কাদের জানালো।

তারপর ঘোড়ায় চড়ে জোসি চলে গেল। যে পথে এসেছিল, সেই পথেই সে মিলিয়ে গেল। ভেদের ও কাদের সেখানে বসে তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"এই লোক", ভেদের বললো, "আমরা যখন চেরি উপত্যকা কবজা করার কাজ শেষ করবো, তখন সে কাটলায়।"

সে যা বললো তাতে বোঝা গেল কাটলার হাতে পড়াটা কি ভয়ানক। আমি কাটলা সম্বন্ধে অল্পই জানতাম। কিন্তু জোসির জন্য দুঃখ হলো, যদিও সে একটা যাচ্ছেতাই লোক।

বাইরে আগুন নিভে এসেছিল। আমি আশা করছিলাম যে, ভেদের ও কাদেরও বিদায়ের পথ ধরবে। আমি খুব করে চাচ্ছিলাম যে তারা বিদেয় হোক। একটা ফাঁদে আটকা ইঁদুরের মতো আমি প্রাণপণে বাইরে আসতে চাচ্ছিলাম। কেউ ভেতরে এসে তাদের ঘোড়াগুলো বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগেই যদি আমি তাদের বের করে দিতে পারতাম, তবে বাঁচা যেত— আমি ভাবলাম। সেক্ষেত্রে ভেদের ও কাদের ঘোড়ায় চড়ে একথা না জেনেই চলে যাওয়া যে কতো সহজ ছিল। জোনাথন লায়নহার্টের ছোট ভাইকে বন্দি করলো।

কিন্তু এবার কাদেরকে বলতে শুনলাম : "চলো গুহার ভেতরে গিয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়া যাক।"

হ্যাঁ, এবার সব শেষ, তাই হোক, তারা আমাকে ধরুক, কারণ আমি আর এভাবে চলতে পারছিলাম না। তারা বরং আমাকে নিয়ে যাক, তাহলে সবকিছুর অবসান হয়ে।

কিন্তু তখন ভেদের বললো, "এখন আবার ঘুমাবে কেন? শিগগিরই সকাল হবে। অনেক হয়েছে এই পাহাড়ে। এখন আমি কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় ফিরে যেতে চাই।"

"তোমার যেমন খুশি", কাদের সায় দিলো, "তাহলে ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো।"

মাঝে মাঝে খুব বিপদের সময় মানুষ কিছু না ভেবেই নিজেকে রক্ষা করে মনে হয়। আমি গুহার পেছনের দিকে আছড়ে পড়ে একটা ছোট্ট প্রাণীর মতো হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারতম কোণে চলে গেলাম। আমি ভেদেরকে গুহামুখ দিয়ে

www.BanglaBook.org

ভেতরে চলে আসতে দেখলাম। কিন্তু পর মুহূর্তে সে গুহার নিকষ কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পেলাম না, শুধু তার শব্দ শুনতে পেলাম। তাতেই কাজ সারা হওয়ার উপক্রম। সেও আমাকে দেখতে পেল না, তবে আমার বুকের ধুকপুকানি তার শুনতে পারার কথা। ভেদের যখন দুটো ঘোড়ার বদলে তিনটি ঘোড়া দেখবে, তখন কেমন চিৎকার দিয়ে উঠবে, সেই অনাগত মুহূর্তের অপেক্ষায় আমার বুক প্রবলভাবে কাঁপছিল।

ভেদের ভেতরে ঢুকলে ঘোড়াগুলো মৃদু হ্রেষারব করলো। ফিয়ালারও। আমি হাজারটার মধ্যেও ফিয়ালারের ডাক চিনতে পারি। কিন্তু বোকা ভেদের বুঝতে পারলো না যে, গুহার মধ্যে দুটোর বদলে তিনটি ঘোড়া আছে। সে গুহার মুখের সবচেয়ে কাছের দুটি ঘোড়াকে তাড়িয়ে বের করে নিল। সে দুটো ছিল ওদেরই ঘোড়া।

আমি ফিয়ালারকে নিয়ে একা হয়ে গেলাম। দ্রুত উঠে গিয়ে আমার হাত তার নাকের কাছে আনলাম। লক্ষ্মী ঘোড়া আমার, চুপ করে থাকো। আমি মনে মনে প্রার্থনা করি, কারণ আমি জানতাম যে, সে যদি এখন হ্রেষারব করে, তাহলে বাইরে থেকে তারা সেটা শুনতে পাবে, বুঝতে পারবে কেউ এখানে লুকিয়ে আছে। কিন্তু ফিয়ালার ছিল বড়ই চালাক। নিশ্চয়ই সে সবকিছু বুঝতে পেরেছিল। অন্য ঘোড়াগুলো বাইরে থেকে হ্রেষারব করলো। তারা হয়তো তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিল। কিন্তু ফিয়ালার চুপ করে থাকলো এবং উত্তর দিলো না।

আমি দেখলাম ভেদের ও কাদের ঘোড়ায় উঠে বসলো। দৃশ্যটি যে কতো মধুর তা বর্ণনা করা অসম্ভব। একটু পরেই আমি আবার মুক্ত হয়ে যাবো এবং এই ইঁদুরের ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাবো, ভাবলাম আমি।

এমনি সময় ভেদের বললো, "আমি চকমকি পাথরের বাক্স নিতে ভুলে গেছি।"

সে আবার ঘোড়া থেকে লাফ দিল এবং আগুনের চারপাশে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো।

"দেখতে পাচ্ছি না কোথাও", ভেদের বললো, "হয়তো গুহার ভেতরে ফেলে এসেছি।"

ইঁদুর মারার ফাঁদ আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা আমাকে ধরে ফেললো। ভেদের গুহার ভেতরে এসে সেই হতচ্ছাড়া বাক্স খুঁজতে খুঁজতে সোজা ফিয়ালারের কাছে হাজির হলো।

আমি জানি কারো মিথ্যা বলা উচিত নয়, কিন্তু প্রশ্নটি যখন জীবনমৃত্যুর তখন হয়তো বলা যায়।

ভেদের আমাকে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারলো। এরকম কঠিন আঘাত আমি আগে কখনো পাই নি। প্রচণ্ড ব্যথায় কেমন যেন আমি রেগে গেলাম। অবাক কাণ্ড, ভয়ের চেয়ে রাগটাই হলো বেশি, আর সেজন্য আমি হয়তো এতো সুন্দর মিথ্যা কথা বলতে পারলাম।

যখন আমাকে গুহার ভেতর থেকে হিচঁড়ে বের করে ভেদের প্রচণ্ড হুঙ্কার

দিয়ে বললো, "কতোক্ষণ ধরে তুমি এর ভেতরে থেকে গোয়েন্দাগিরি করছো?"

"গত সন্ধ্যা থেকে", আমি বললাম। "আমি শুধুই ঘুমিয়েছি", একথা বললাম ভোরের আলোতে চোখ পিটপিট করে এমনভাবে তাকালাম যেন সবে আমি জেগে উঠেছি।

"ঘুমিয়েছো", ভেদের বললো, "তুমি কি বলতে চাও আমরা বাইরে আগুনের ধারে যে গালগল্প ও গান করেছি তার কিছুই তুমি শুনতে পাও নি। মিথ্যা বলো না এখন।"

সে ভেবেছিল কথাটা খুব চালাকি করে বলা হলো, কারণ তারা মোটেই গান গায় নি; কিন্তু আমিও কম ছিলাম না।

"হ্যাঁ, হয়তো আমি অল্পকিছু শুনেছিলাম, যখন তোমরা গান গেয়েছিলে", তোতলাই আমি, ভাব দেখাই যেন তাদের খুশি করতে মিথ্যা বলছি।

ভেদের ও কাদের একে অপরের দিকে তাকাল, এখন তারা নিশ্চিত যে আমি কেবল ঘুমিয়ে ছিলাম এবং কিছুই শুনতে পাই নি। কিন্তু সেটা আমাকে খুব সাহায্য করলো না।

"তুমি কি জানো না যে এই পথে যারা আসে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়?" ভেদের বললো।

আমি এমনভাবে তাকানোর চেষ্টা করলাম যেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, যেন ফাঁসি অথবা মৃত্যুদণ্ড কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু বুঝছি না।

"আমি শুধু গতরাতে চন্দ্রালোকে দেখতে চেয়েছিলাম", আবারো তোতলাই আমি।

"তার জন্য তোমার জীবনকে বিপদাপন্ন করে ফেললে, খুদে শেয়াল কোথাকার",—ভেদের বললো, "তা থাকো কোথায়? চেরি উপত্যকায় না কি কাঁটাগোলাপ উপত্যকায়?"

"কাঁটাগোলাপ উপত্যকায়", আমি বললাম। যেহেতু কার্ল লায়নহার্ট চেরি উপত্যকায় বাস করে আর আমার আসল পরিচয় দেয়ার আগে আমি মরতেও রাজি ছিলাম।

"তোমার বাবা-মা কে?" ভেদের জিগ্যেস করলো।

"আমি থাকি আমার দা... দাদার সাথে"—আমি বললাম।

"তার নাম কি", ভেদের জিগ্যেস করলাম।

"আমি তাকে শুধু দাদা বলে ডাকি", আমি বললাম এবং নিজেকে আরো বোকা প্রমাণ করলাম।

"কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় কোথায় থাকে সে", ভেদের জিগ্যেস করলো।

"একটি ছোট্ট সাদা ঘরে", আমি বললাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল যে, কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ঘরগুলো চেরি উপত্যকার মতো সাদাই হবে।

"সেই বাড়ি আর তোমার সেই দাদাকে আমাদের দেখাবে", ভেদের বললো, "ঘোড়ায় চড়ে চলো আমাদের সাথে।"

আমরা ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। তখন নাঙ্গিয়ালা উপত্যকায় সূর্য উঠেছিল।

www.BanglaBook.org

আকাশে লাল আগুনের মতো সূর্য কিরণে জ্বলন্ত দেখাচ্ছিল পাহাড়ের চূড়ো। এমন সুন্দর আর বিশালাকার কিছু জীবনে আমি কখনো দেখি নি। যদি ঘোড়ার পিঠে কাদের আমার সামনে না থাকতো তাহলে আমি হয়তো উল্লাস প্রকাশ করতাম। কিন্তু তখন আমি সেটা করি নি, না, আমি সত্যি সত্যিই করি নি।

আমরা পাহাড়ি বনপথ ধরলাম। ঢালু এবং আঁকাবাঁকা পথ, ঠিক আগের মতো। শিগগিরই পথ আরো ঢালু হয়ে পড়লো। আমি বুঝলাম যে, আমরা কাঁটাগোলাপ উপত্যকার কাছে চলে এসেছি। তবুও হঠাৎ যখন দেখলাম সোজা আমার নিচে কাঁটাগোলাপ উপত্যকা, উহ্, সেই চেরি উপত্যকার মতোই সুন্দর, আমার ভীষণ ভালো লাগলো। সেই ভোরের আলোতে ছোট ছোট ঘর, বাগান এবং সবুজ ঢালে ফুটন্ত ঘন কাঁটাগোলাপ কি চমৎকার, ওপর থেকে এটা অত্যন্ত ভিন্নরকম মনে হচ্ছিল। ঠিক যেন গোলাপি ফেনা ও সবুজ ঢেউ নিয়ে একটা সমুদ্র, হ্যাঁ, কাঁটাগোলাপ উপত্যকার নামটি যথার্থই ছিল।

কিন্তু এই উপত্যকায় ভেদের ও কাদের ছাড়া প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। কারণ সারা কাঁটাগোলাপ উপত্যকার চারদিকে প্রাচীর, একটা উঁচু দেয়াল, যা টেঙ্গিল জোর করে সেখানকার লোক দিয়ে বানিয়েছিল, কারণ সে চেয়েছিল তার দাসদের সেখানে আবদ্ধ রাখে। জোনাথন আগেই আমাকে এ ব্যাপারে বলেছিল। সুতরাং আমি তা জানতাম।

ভেদের ও কাদের জিগ্যেস করতে ভুলে গিয়েছিল কিভাবে আমি অবরুদ্ধ উপত্যকার বাইরে এসেছিলাম। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম যে, তাদের কখনো যেন তা মনে না আসে। কারণ এর কি উত্তর দেবো আমি? কিভাবে কেউ ঐ দেয়াল পেরিয়ে আসতে পারে এবং সেটাও একটা ঘোড়া নিয়ে।

যতোদূর চোখ যায় আমি দেখলাম টেঙ্গিলম্যানেরা দেয়ালের ওপর পাহারায় দাঁড়িয়ে তাদের কালো শিরস্ত্রাণ, তরবারি ও বর্শা নিয়ে। এবং সদর দরজাও প্রহরাধীন, হ্যাঁ, সেখানে একটা দরজা ছিল, চেরি উপত্যকা থেকে পথের যেখানে শেষ।

বহুকাল ধরে এখানকার বিভিন্ন উপত্যকার লোকজনের মধ্যে যাতায়াত ছিল অবাধ। এখন সেখানে বিরাট এক বদ্ধ দরজা। যাতায়াত করতে হলে কাউকে অবশ্যই টেঙ্গিলের লোক হতে হবে।

ভেদের তার তরবারি দিয়ে দরজায় আঘাত করলো। তখন একটি কপাট খুলে গেল এবং দত্যির মতো একটা লোক মাথা বের করলো।

"দরজা খোলার গুপ্ত বাক্যটা বলো"—সে চিৎকার করলো।

ভেদের ও কাদের ফিসফিস করে সেই গোপন কথাগুলো তার কানে কানে বললো, সেটা এমনভাবে যেন আমি শুনতে না পাই। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমিও এই শব্দগুলো জানতাম : "সমস্ত ক্ষমতা টেঙ্গিলের, আমাদের ত্রাণকর্তা।" লোকটি জানালার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললো : "এটা আবার কে?"

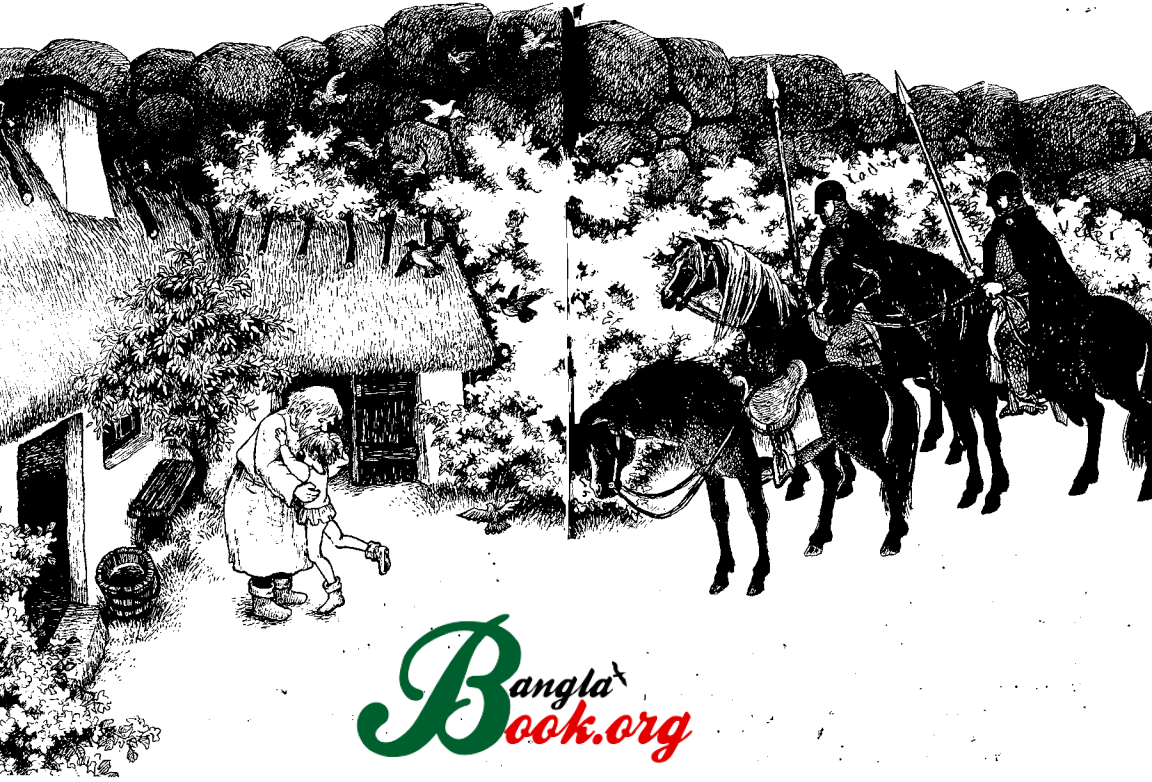

BanglaBook.org

"ছোট্ট একটি বোকা ছেলে যাকে উপত্যকায় খুঁজে পেয়েছি"—কাদের বললো, "কিন্তু অতোটা বোকা নয়, কারণ কাল সন্ধ্যাবেলায় সে এই দরজার ভেতর দিয়ে বাইরে যেতে পেরেছে। কি বলো তুমি? আমি মনে করি তোমার লোকজনকে জিগ্যেস করো সন্ধ্যাবেলায় তারা কি রকম পাহারা দেয়।"

কপাটের লোকটি রাগান্বিত হলো। সে দরজা খুললো কিন্তু গালমন্দ করে কেবল ভেদের ও কাদেরকে যেতে দিল, আমাকে ঢুকতে দিতে রাজি ছিল না।

"ওকে কাটলা গুহাতে আটকে রাখো", সে বললো, "ওর ঘর ওখানেই হবে।"

কিন্তু ভেদের ও কাদের গোঁ ধরলো— ছেলেটি ভেতরে যাবে। কারণ আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমি তাদের কাছে মিথ্যা বলি নি। সেটা ছিল টেঙ্গিলের প্রতি তাদের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয়।

কাদের ও ভেদেরের প্রহরায় আমি দরজার মধ্য দিয়ে ভেতরে গেলাম।

আমি ভাবলাম, যদি আবার কখনো জোনাথনের সাথে দেখা হয়, তখন তাকে বলবো কেমন করে ভেদের ও কাদের কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় প্রবেশ করতে আমাকে সাহায্য করেছিল। শুনে তার নিশ্চয় প্রচণ্ড হাসি পাবে।

আমি নিজে কিন্তু হাসতে পারি নি। কি করেই-বা হাসি, আমি জানি গতিক আমার জন্য মোটেই সুবিধার ছিল না। আমাকে অবশ্যই একটা সাদা বাড়িওয়ালা দাদা খুঁজে বের করতে হবে, তা না হলে কাটলা গুহাতে আটক হতে হবে।

"তুমি আমাদের আগে আগে রাস্তা দেখিয়ে চলো", ভেদের বললো, "তোমার দাদার সাথে আমাদের জরুরি কথা বলতে হবে।"

বেশ কিছু সাদা বাড়ি ছিল আশপাশে, ঠিক যেমন চেরি উপত্যকাতে। কিন্তু আমি একটাও বেছে নিতে পারলাম না, কারণ আমি জানতাম না যে, কোন্‌টায় কে থাকে। বলতে আমি সাহস পেলাম না, "ঐটাতে আমার দাদা থাকে।" কারণ যদি ভেদের ও কাদের খোঁজে নিয়ে এসে বলে, তেমন কোনো বুড়ো ঐ বাড়িতে থাকে না, আর থাকলেও তাদের কেউ আমার দাদা হতে চাইবে সে নিশ্চয়তাই-বা কোথায়।

এবার আমি সত্যিই বিপদে পড়লাম এবং ঘামতে শুরু করলাম। মিথ্যে করে দাদার কথা বলা অতি সহজ কিন্তু এখন আর কাজটা বুদ্ধিমানের হয়েছে বলে মনে হলো না।

আমি মাঠে লোকজনকে কাজ করতে দেখলাম কিন্তু কাউকেই দাদার মতো মনে হলো না। ধীরে ধীরে অনুভব করতে শুরু করলাম যে, আমার কেউ নেই। কাঁটাগোলাপ উপত্যকার লোকগুলোর অবস্থা বড় করুণ, সবাই কেমন যেন বিবর্ণ, ক্ষুধার্ত এবং অসুখী, অন্তত ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় আমার তাই মনে হলো। চেরি উপত্যকার লোকদের চেয়ে সবাই যেন অন্য রকম। আমাদের উপত্যকায় আসলে তো কোনো টেঙ্গিল ছিল না যে আমাদেরকে ক্রীতদাস বানাবে এবং আমাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে যাবে।

আমি ঘোড়ায় চেপে চলছিলাম তো চলছিলাম। ভেদের ও কাদের অসহিষ্ণু হতে শুরু করেছিল। কিন্তু আমি এমনভাবে যাচ্ছিলাম যেন আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি যাবো।

"আর কতো দেরি?" ভেদের জিজ্ঞাসা করলো।

"না বেশি না", আমি বললাম, কিন্তু আমি জানতাম না আমি কি বলছি আর কি করছি। এবার আমি জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে পড়লাম। এখন কাটলা গুহাতে আটক হওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

কিন্তু তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। বিশ্বাস করো আর নাই করো— একটা ছোট সাদা বাড়ির সামনে দেয়ালের পাশে বেঞ্চিতে বসে এক বুড়ো তার পায়রাদের খাবার দিচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে আমি যা করলাম সেই সাহস কোনোভাবে পেতাম না যদি ঐ ধূসর পায়রাগুলোর মধ্যে একটা তুষার শুভ্র পায়রা না থাকতো, অনন্য একটা পায়রা।

আমার চোখে পানি চলে এলো, এমন পায়রা শুধু সোফিয়ার ওখানে দেখেছিলাম এবং একবারই, অনেক দিন আগে, আমার জানালার ধারে। সে যেন অন্য এক পৃথিবীতে। এরপর আমি এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালাম। আমি ফিয়ালারের ওপর থেকে লাফিয়ে নিচে নামলাম এবং ছুটে বুড়োটির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমি তার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলাম। ফিসফিস করে তাকে আমার অসহায়ত্বের কথা জানালাম, "সাহায্য করো। রক্ষা করো। বলো যে তুমি আমার দাদা।"

আমি ভীত ও নিশ্চিত ছিলাম যে, সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে যখন দেখবে আমার পেছনে দণ্ডায়মান ভেদের ও কাদের, যাদের মাথায় কালো শিরস্ত্রাণ। আমাকে বাঁচানোর জন্য সে কেন মিথ্যে কথা বলবে এবং এর ফল হিসেবে কাটলা গুহায় নীত হবে?

কিন্তু বুড়ো আমাকে ঠেলে দিল না। বরং শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখলো। আমি তার স্নেহের স্পর্শ পাচ্ছিলাম। শুধু দুটি হাত দিয়ে আমার চারদিকের সমস্ত দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে আশ্রয়ের মতো দেয়াল তুলে ধরেছিল।

"বাছা আমার", সে এতো জোরে বললো যে ভেদের ও কাদের সেটা শুনতে পেল, "কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? আর কি কুকর্ম করেছো যে সৈন্যদের সাথে ঘরে ফিরলে?"

আমার হতভাগা দাদা, কি গালাগালিই না সে ভেদের ও কাদেরের কাছ থেকে পেল! তারা বললো তোমার নাতিকে যদি দেখেশুনে না রাখো, নাঙ্গিয়ালা পাহাড়ের বনে যদি সে ঘুরে বেড়ায়, তবে শিগগিরই তোমার নাতি বলে কেউ থাকবে না। তখন দেখবে, এমন শিক্ষা দেবো যা জীবনে সে ভুলতে পারবে না। অবশেষে তারা বললো, এ-যাত্রা ছেড়ে দেয়া গেল, তবে এই শেষবারের মতো। তারপর তারা ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। তাদের শিরস্ত্রাণ শিগগিরই ছোট কালো ফুটকির মতো হয়ে এলো দূর পাহাড়ের ঢালের শেষে।

এবার আমি কাঁদতে শুরু করলাম। আমি আমার দাদার কোলে মাথা রেখে

www.BanglaBook.org

শুধু কাঁদলাম আর কাঁদলাম। কারণ রাত্রি ছিল কঠিন ও দীর্ঘ এবং এখন সেসবের অবসান ঘটেছে। আমার দাদা আমাকে নিজের মতো থাকতে দিয়ে কেবল একটু দোলা দিল। আমি মনেপ্রাণে চাইছিলাম সে যেন আমার সত্যিকার দাদা হয়ে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে আমি তাকে তাই বলতে চেষ্টা করছিলাম।

"ঠিক আছে, তাহলে তোমার দাদা হয়ে আমি থাকতে পারি", সে বললো, "যাই হোক, আমার নাম ম্যাথিয়াস। তোমার নাম কি?"

"কার্ল লায়..." শুরু করলাম আমি, কিন্তু তারপরই থেমে গেলাম। কি করে আমি এতো বোকা হই যে সেই নাম এই কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় বলতে পারি।

"দাদা, আমার নাম বলা যাবে না। আমাকে তুমি রাস্‌কি বলে ডাক।"

"হ্যাঁ, রাস্‌কি", ম্যাথিয়াস বললো এবং হেসেও উঠলো মৃদুভাবে। "তুমি এবার তাহলে রান্নাঘরে যাও এবং আমার জন্য অপেক্ষা করো।" বলে সে আমাকে তুলে দিল। "আমি তোমার ঘোড়া আস্তাবলে রেখে আসি।"

আমি ভেতরে গেলাম। দীন চেহারার রান্নাঘরে একটা টেবিল, একটা কাঠের সোফা, কয়েকটি চেয়ার এবং একটি আগুন জ্বালানোর জায়গা। দেয়ালের ধারে আর রয়েছে একটি বড় তাক।

শিগগিরই ম্যাথিয়াস ফিরে এলো। আমি তাকে বললাম : "এ রকম একটা তাক আমাদের রান্নাঘরেও ছিল, বাড়িতে চে...", বলতে গিয়ে আবার থেমে গেলাম।

"চেরি উপত্যকার ঘরে", ম্যাথিয়াস বললো। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আবারও যা বলা যায় না, তাই তাকে বললাম।

কিন্তু ম্যাথিয়াস বেশি কিছু বললো না। সে জানালার ধারে গেল এবং বাইরে তাকালো অনেকক্ষণ, সেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকলো এবং চারদিকে দেখলো যেন কেউ কোথাও নেই এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে। তারপর আমার দিকে ফিরে তাকালো এবং নিচু কণ্ঠে বললো : "তবে এই তাকটির একটা বিশেষ দিক রয়েছে। দেখতে চাও তো অপেক্ষা করো।"

বুড়ো লোকটি তাকের ওপর কাঁধ ঠেকালো এবং চাপ দিয়ে সেটা একপাশে সরিয়ে দিল। পেছনের দেয়ালের ওপর একটা খিড়কির মতো দেখা গেল। সেটা খুলতেই দেখা গেল, অতি ছোট একটা ঘর। কেউ একজন সেখানে মেঝের ওপর পড়ে ঘুমাচ্ছিল।

এ যে জোনাথন।

www.BanglaBook.org

নয়

আমার বেশ মনে আছে জীবনে ক'বার আমি খুশির আতিশয্যে এতো দিশেহারা বোধ করেছিলাম। ছোটবেলায় যখন জোনাথন তার প্রিয় স্লেজ গাড়িটা আমাকে দিয়ে দিল তখন একবার, এরপর যখন প্রথম নাঙ্গিয়ালায় আসি আর জোনাথনকে নদীর ধারে খুঁজে পাই, সেই তখন তেপান্তরের পারে কাটানো সন্ধ্যায় আমি পাগলের মতো খুশি হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ম্যাথিয়াসের ঘরের মেঝেতে জোনাথনকে খুঁজে পাওয়ার সাথে আর কোনো কিছুর তুলনা চলে না। এমন খুশি মানুষ হতে পারে! অট্টহাসির মতো আনন্দ উছলে পড়ছিল আমার বুক জুড়ে।

আমি জোনাথনকে স্পর্শ করলাম না। আমি তাকে জাগিয়েও তুললাম না। আনন্দসূচক কোনো চিৎকার বা মাতোয়ারা ভাবও প্রকাশ করলাম না। আমি শুধু তার পাশে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতোক্ষণ আমি ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না। হয়তো সারাদিন। কিন্তু যখন জেগে উঠলাম, হ্যাঁ যখন জেগে উঠলাম, তখন দেখি জোনাথন আমার পাশে বসে। সে শুধু হাসছিল। কেমন প্রাণভোলানো হাসি ওর। আমি ভেবেছিলাম, সে হয়তো আমার আসাটা পছন্দ করবে না। সে হয়তো ভুলে গিয়েছিল যে, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল। তবে এখন দেখছি আমারই মতো খুশি সে, তাই এখন আমি অবশ্যই হাসবো। ঐ মেঝেতে বসে আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবো কিন্তু কেউ কোনো কথা বলবো না কিছুক্ষণ।

"তুমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলে", অবশেষে আমি বললাম।

এবার জোনাথন হাসি বন্ধ করলো।

"কেন চিৎকার করেছিলে তুমি", আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

জোনাথনকে মনে হলো যেন ভাবনায় পড়েছে। তার ভাবনার বিষয় নিশ্চয় এমন যে সহজে এর উত্তর দেয়া সম্ভব ছিল না।

"আমি কাটলাকে দেখেছি," সে বললো, "কাটলা কী করে আমি তা দেখেছি।"

আমি তাকে কাটলা সম্বন্ধে বেশি প্রশ্ন করে বিচলিত করতে চাই নি, তাছাড়া আমারও অনেক কিছু বলার ছিল, বিশেষ করে প্রথমে এবং সবার আগে জোসি সম্বন্ধে।

জোনাথন কথাটা বিশ্বাস করতে চায় নি। তার মুখ সাদা হয়ে গেল, সে প্রায় কেঁদে ফেললো। "জোসি, না, না, জোসি না," তার চোখে জল এলো। জোনাথন এবার সচকিত হয়ে উঠলো।

"সোফিয়ার এখনই কথাটা জানা দরকার।"

"তার কাছে কিভাবে যাওয়া যায়", চিন্তিত হয়ে বললাম আমি।

"ওর একটা পায়রা আছে এখানে"— সে বললো, "বিয়ান্‌কা তার নাম। সন্ধ্যাবেলাতেই সে উড়ে চলে যেতে পারবে।"

সোফিয়ার পায়রা! অবিশ্বাস্য ব্যাপার যেন। আমি জোনাথনকে বললাম যে, সেই পায়রার জন্যই আমি কাটলার গুহাতে আটক না হয়ে এখানে এসেছি।

"কি অবাক কাণ্ড দেখো", আমি জোনাথনকে বললাম, "এতো বাড়ি থাকতে কোথাও না গিয়ে সোজা তুমি যেখানে আছো সেখানেই এসেছি। কিন্তু বিয়ান্‌কা বাইরে বসে না থাকলে আমি ঘোড়ায় চড়ে সেখানটা পার হয়ে যেতাম।"

"বিয়ান্‌কা, ঐখানে ওসময় বসে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ"— জোনাথন বললো। কিন্তু আমার কথা শোনার আর সময় ছিল না তার। এখন দারুণ তাড়া। খিড়কি খোলার জন্য সে আঙুল দিয়ে টোকা দিল। অচিরেই ম্যাথিয়াস ঘরের ভেতরে উঁকি দিল।

"ছোট রাস্‌কি, সে শুধু ঘুমায়", ম্যাথিয়াস শুরু করলো। কিন্তু জোনাথন তাকে আর বলতে ছিল না।

"প্লিজ, বিয়ান্‌কাকে নিয়ে এসো। তাকে বেরোতে হবে এক্ষুণি। সন্ধ্যা হয়ে এলো।"

সে বোঝাতে চেষ্টা করলো কেন। ম্যাথিয়াসকে জোসি সম্বন্ধে বললো। ম্যাথিয়াস মাথা নাড়লো, খুব বিষণ্ন হলে বুড়োরা যেমনভাবে নাড়ে।

"জোসি! হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত জানতাম বিশ্বাসঘাতক চেরি উপত্যকার কেউ হবে," সে বললো, "এবং সেই জন্যই আমাদের ওরভার কাটলা গুহাতে আটক হয়েছে। হায় ঈশ্বর, এমন লোকও পৃথিবীতে আছে।"

তারপর সে বিয়ান্‌কাকে আনার জন্য বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে খিড়কিটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

ম্যাথিয়াসের বাড়িতে জোনাথন একটা ভালোই জায়গা পেয়েছিল লুকনোর। জানালা-দরজাবিহীন ছোট্ট গোপন ঘর, তাকের পেছনের খিড়কি দিয়ে একটাই পথ ভেতরে-বাইরে যাওয়ার। কোনো আসবাবপত্র ছিল না ঘরটিতে, শুধু শোবার জন্য একটা গদি আর পুরানো একটা শিঙের বাতি অন্ধকারে মাথার ওপরে জ্বলছিল। ঐ আলোতে জোনাথন সোফিয়ার জন্য একটা চিরকুট লিখলো : "অভিশপ্ত এই বিশ্বাসঘাতকের নাম জোসি। গোল্ডেন ককরেলের জোসি। তাড়াতাড়ি তাকে পাকড়াও করো। আমার ভাই এখন এখানে।"

জোনাথন আমাকে বললো, "তুমি যে উধাও হয়ে গেছো এবং আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছ এই খবর দেয়ার জন্যই বিয়ান্‌কা গত সন্ধ্যায় এখানে উড়ে এসেছে।"

www.BanglaBook.org

"ভেবে দেখো, তার মানে সোফিয়া যখন এক বাটি স্যুপ নিয়ে রান্নাঘরে এসেছিল তখন দেয়ালে আমি যে ধাঁধা লিখেছিলাম তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন।"

"কোন ধাঁধা?" জোনাথন জিগ্যেস করলো।

"আমি তাকে খুঁজতে বের হয়েছি, অনেক দূরে পাহাড় পেরিয়ে।" কী লিখেছি সেটা বললাম আমি। "সোফিয়া যাতে চিন্তিত না হয়, সে জন্য কথাটি লিখেছি।"

এবার জোনাথন জোরে হেসে উঠলো, "বেশ, তাঁর মন খারাপ না হওয়ার জন্যই। এমনটাই শুধু ভাবলে। আর আমি? কেমন থ' বনে গিয়েছিলাম আমি, যখন জানতে পারলাম নাঙ্গিয়ালা উপত্যকার কোথাও তুমি রয়েছো।"

আমাকে লজ্জা পেতে দেখে জোনাথন ত্বরিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো।

"ছোট্ট সাহসী রাস্‌কি, কপাল ভালো যে তুমি এখন এখানে।"

এই প্রথম কেউ আমাকে সাহসী বললো। আমার মনে হলো আমি এভাবে যদি চলতে থাকি তবে একদিন হয়তো সত্যিই নিজেকে লায়নহার্ট বলতে সমর্থ হবো। ঠিক তখনি আমার আরো মনে পড়লো যে, বাড়ির দেয়ালে এছাড়াও লিখে রেখেছিলাম, লাল দাড়ির একজন যে সাদা ঘোড়া পেতে চেয়েছিল। আমি জোনাথনকে বললাম চিরকুটে আরেক লাইন যোগ করে দাও : "কার্ল বলছে লাল দাড়ির লোক সম্পর্কে সবটাই ভুল।"

আমি জোনাথনকে বললাম, কীভাবে হুবার্ট আমাকে নেকড়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। জোনাথন বললো, সারা জীবন তার প্রতি সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

বিয়ান্‌কাকে যখন আমরা উড়িয়ে দিলাম, কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ওপর তখন গোধূলি নেমে এসেছে। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঘরে এবং আমাদের পেছনের উপত্যকার ঢালে আলো জ্বলে উঠলো। শান্ত-সমাহিত ভাব চারদিকে। মনে হবে যেন মানুষজন এখন সন্ধ্যার খাবার খাচ্ছে অথবা পরস্পরের সাথে নিছক কথা বলছে, অথবা তাদের বাচ্চাদের সাথে খেলছে, গুনগুন করে গাইছে সুন্দর ও পছন্দসই সব গান। কিন্তু আসলে তো তা ছিল না। এখানকার মানুষের খাবার বলতে কিছুই ছিল না, শান্তি আনন্দ কিছুই ছিল না সেখানে, তারা সবাই ছিল অসুখী। পাথরের দেয়ালের ওপর তরবারি, তীর-ধনুক নিয়ে পাহারারত টেঙ্গিলম্যানরা মনে করিয়ে দিল আসলে অবস্থাটা কেমন।

ম্যাথিয়াসের ঘরের জানালায় কোনো আলো জ্বলছিল না। তার বাড়ি ছিল অন্ধকার। চারদিক নিশ্চুপ, যেন কোথাও প্রাণের সাড়া ছিল না। আমরা সেখানে ছিলাম তবে ঘরে নয়, বাইরে। ম্যাথিয়াস বাড়ির কোণে পাহারায় দাঁড়াল। আমি ও জোনাথন অজস্র কাঁটাগোলাপের মধ্যে বিয়ান্‌কাকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম।

ম্যাথিয়াসের খামারের চারদিকে ঘন ঝোপ। কাঁটাগোলাপ আমার ভীষণ ভালো লাগতো, কি চমৎকার ঘ্রাণ সেগুলোর, বেশি তীব্র নয়, তবে মিষ্ট। কিন্তু আমি নিজের মনেই ভাবছিলাম ভবিষ্যতে বুক দুরু দুরু করা ছাড়া আমি কখনো

কাঁটাগোলাপের ঘ্রাণ নিতে পারবো না, কেননা আমার মনে পড়বে জোনাথন ও আমি, দেয়ালের কাছে ঝোপের মধ্য দিয়ে কীভাবে এগোচ্ছিলাম, যেখানে টেঙ্গিলের লোকেরা আড়ি পেতে ছিল আর খুঁজছিল, সবচেয়ে বেশি করে বুঝি খুঁজছিল লায়নহার্ট নামের কাউকে।

জোনাথনের মুখ একটু কালো হয়ে এলো। সে চোখের ওপর ভালো করে একটা ঢাকনি টেনে দিল। তাকে আর জোনাথনের মতো মনে হচ্ছিল না, কিন্তু তবুও কাজটা ছিল ভয়ঙ্কর। সে জীবনকে পরোয়া না করেই সেই গোপন আস্তানা ত্যাগ করেছিল। শত লোক তাকে দিনরাত খুঁজছিল। আমি তাকে আগেই ব্যাপারটা বলেছিলাম। কিন্তু সে শুধু বললো :

"হ্যাঁ, তাদের কাজ তারা তো করবেই।"

বিয়ান্‌কাকে সে নিজের হাতে উড়িয়ে দিতে চায়, সে বললো। সে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে, পায়রাটি যখন উড়ে যাবে তাকে যেন কেউ দেখতে না পায়।

প্রাচীরে পাহারাদার ছিল, তাদের কাজ ছিল দেয়ালের নির্দিষ্ট অংশের দেখাশোনা করা। মোটা পাহারদারাটি দেয়ালের ওপর এদিকসেদিক হেঁটে ম্যাথিয়াসের বাগানের দিকটা পাহারা দিতো। তার সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

ম্যাথিয়াস বাড়ির কোণে হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সঙ্কেত কিভাবে দিতে হবে তা ঠিক করা ছিল। সে বলেছিল : হারিকেন নিচু করে ধরলে তোমরা একেবারে দম বন্ধ করে থাকবে, বুঝে নেবে মোটা ডোডিক নিকটেই আছে। আর যখন আমি লণ্ঠন উঁচু করে ধরবো, তখন বুঝবে সে আছে দূরে দেয়ালের বাঁকে, যেখানে অন্য টেঙ্গিলম্যানের সাথে সচরাচর সে কথা বলে। তখন তোমরা চলে যাবে আর বিয়ান্‌কাকে ছেড়ে দেবে।"

আমরা তাই করলাম।

"উড়ে যাও, উড়ে যাও"—জোনাথন বললো, "উড়ে যাও আমার বিয়ান্‌কা, নাঙ্গিয়ালা উপত্যকার ওপর দিয়ে চেরি উপত্যকায়। আর জোসির তীর থেকে সতর্ক থেকো।"

আমি জানতাম না সোফিয়ার পায়রা মানুষের ভাষা বোঝে কি না। তবে সে তার ঠোঁট জোনাথনের গালের কাছে নিয়ে হয়তো তাকে শান্ত করতে চাইলো এবং তারপর উড়ে গেল। দুধ সাদা ডানা মেলে আবছা অন্ধকারে উড়ে যাচ্ছিল পায়রাটি। যখন দেয়ালের ওপর দিয়ে ভীষণ সাদা পায়রাটি উড়ে যাবে, সহজেই সে ডোডিকের নজরে পড়বে।

কিন্তু তেমন কিছু হলো না। ডোডিক দাঁড়িয়ে কারো সাথে কথা বলছিল। তাই সে কিছু শোনেও নি, দেখেও নি। ম্যাথিয়াস পাহারা অব্যাহত রেখেছিল এবং সে লণ্ঠন নিচু করে ধরে নি।

আমরা বিয়ান্‌কাকে উধাও হতে দেখলাম এবং আমি গোপন লুকোবার স্থানে

www.BanglaBook.org

জোনাথনকে ফিরিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু জোনাথন তা চাইছিল না। সন্ধ্যাবেলাটা ছিল চমৎকার, বাতাস ছিল মধুর এবং অন্যদিনের চাইতে রোমাঞ্চকর। ওই রকম ছোট এক গুমোট ঘরে ফেরার ইচ্ছে তার ছিল না। আমার চেয়ে বেশি কেউ তো আর এটা বুঝতে পারবে না, যে-আমি কতো দীর্ঘকাল দেশের বাড়িতে রান্নাঘরের সোফাতে বন্দি ছিলাম।

জোনাথন দু'হাতে হাঁটুতে বের দিয়ে ঘাসের ওপর একেবারে নিশ্চুপ বসেছিল এবং নিচের উপত্যকার দিকে তাকিয়েছিল। তাকে দেখলে কেউ মনে করতে পারে যে, সারা রাত সে সেখানেই বসে থাকার কথা ভাবছে। পেছনে টেঙ্গিলম্যানরা প্রাচীরের ওপর পাহারা দিচ্ছিল।

"ওখানে বসে আছো কেন?" আমি জিগ্যেস করি।

"কারণ আমার ভালো লাগছে—উপত্যকার এই চাঁদনি রাত, মুখে ঝাঁপটা দেয়া মনোরম হাওয়া আর গ্রীষ্মের গন্ধবহ কাঁটাগোলাপ—সব ভালো লাগছে আমার"— জোনাথন বললো।

"আমারও তাই", আমি বললাম।

"আর আমি ভালোবাসি ফুল, ঘাস, গাছ, মাঠ ও বন এবং ছোট ছোট সরোবর", জোনাথন বললো, "সূর্য যখন ওপরে উঠে ও অস্ত যায়, চাঁদ উদিত হয় এবং তারারা মিটমিট করে এবং আরো কিছু ভালোবাসি যা এই মুহূর্তে আমি মনে করতে পারছি না।"

"আমিও সেসব ভালবাসি," বললাম আমি।

"সব মানুষই এসব ভালোবাসে," জোনাথন বললো, "আর, এটুকুই যদি মানুষের কাম্য হয় তুমি আমাকে বলতে পারো, তাহলে কেন টেঙ্গিলের লোক এসে সব ধ্বংস করে দেবে আর মানুষ স্বস্তি ও শান্তি পেতে পারবে না? বলতে পারো কেন এই লোকজন শান্তিতে থাকতে পারে না? টেঙ্গিলের লোকেরা এসে কেন সব ওলটপালট করে দেয়?"

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারি নি। জোনাথন তখন বললো : "চলো আমরা বরং ভেতরেই যাই।"

কিন্তু আমরা সোজা ফিরে যেতে পারি না। প্রথমে ম্যাথিয়াসের কাছ থেকে ডোডিকের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ম্যাথিয়াসকে দেখা যাচ্ছিল না তবে তার উঁচিয়ে ধরা বাতি দেখা যাচ্ছিল। জোনাথন নিচুস্বরে বললো, "এখানে কেউ নেই, চলে এসো।"

কিন্তু আমরা যেই দৌড়াতে শুরু করেছি, আচমকা লণ্ঠনের আলো নিভে গেল। আমরা একেবারে থেমে গেলাম। ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। কারা যেন নিঃশব্দে এগিয়ে এলো এবং ম্যাথিয়াসের সাথে কথা বলতে লাগলো। জোনাথন আমার ঘাড়ে একটা ছোট্ট চাপ দিল।

"ঐ দিকে যাও", ফিসফিসিয়ে সে বললো, "ম্যাথিয়াসের কাছে চলে যাও।"

তারপর সে সোজা কাঁটাগোলাপের ঝাড়ের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়লো। ভয় পেয়ে আমি তখনও কাঁপছি।

"আমি শুধু একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম", ম্যাথিয়াসকে বলতে শুনলাম। "সন্ধ্যাবেলাটা কি চমৎকার।"

"সন্ধ্যাবেলাটা কি চমৎকার!" ব্যঙ্গ করে কেউ উত্তর দিল, "সূর্যাস্তের পর বাইরে এলে মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনা, জানো না সেটা?"

"আরে, তুমিই তো সেই অবাধ্য দাদা"—অন্য এক কণ্ঠস্বর বললো, "যাই হোক, বাচ্চাটা কোথায়?"

"সে এক্ষুণি আসবে", ম্যাথিয়াস বললো। ততক্ষণে আমি তার কাছে এসে গেছি। আমি দেখতে পেলাম দু'জন লোক ঘোড়ার ওপর, তাদের চিনলামও মনে হয়। ভেদের ও কাদের।

"তাহলে তুমিও চাঁদনি রাত দেখতে উপত্যকায় বেরিয়েছো", ভেদের বললো। "তোমার নাম যেন কি, দস্যি ছেলে—আমি নিশ্চিত এমন নাম কখনও শুনি নি?"

"আমাকে সবাই রাস্‌কি বলে ডাকে"— আমি সাহস করে বলে ফেললাম, কারণ সে নাম এখানে কেউ জানতো না। জোসিও না, আর কেউ না, শুধু জোনাথন, আমি আর ম্যাথিয়াস।

"রাস্‌কি, তা বটে। আমরা এখানে কেন এসেছি বলতো?"

আমার হাত-পা সেঁধিয়ে যাওয়ার অবস্থা।

হয়তো কাটলা গুহাতে আমাকে আটক করার জন্য, ভাবলাম আমি। আমাকে একবার ছেড়ে দিয়ে স্বভাবতই তারা আফসোস করছিল, এবার আমাকে ধরতে এসেছে। এছাড়া আর কি হতে পারে?

"হ্যাঁ, বুঝলে কি না"— কাদের বললো, "আমরা সন্ধ্যাবেলায় এই উপত্যকার চারদিকে ঘোড়ায় চড়ে দেখি টেঙ্গিলের নির্দেশ লোকজন মান্য করছে কি না। কিন্তু তোমার দাদা এসব বুঝতে চান না, তুমি হয়তো তাকে বোঝাতে পারো। অন্ধকার হয়ে আসার পর তোমরা যদি ভেতরে না যাও তবে তোমার ও তার জন্য এর ফল খুব খারাপ হতে পারে।"

"ভুলো না," ভেদের বললো, "আমরা আবার যদি নিষেধ অমান্য করতে দেখি তাহলে আর তোমাদের ছাড়া হবে না। তোমার দাদা বেঁচে থাকুক বা নাই থাকুক সেটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না। কিন্তু তুমি তো সবেমাত্র বালক, তুমি বেড়ে উঠবে এবং একজন যোগ্য টেঙ্গিলম্যান হবে, তাই না?"

টেঙ্গিলম্যান? না, বরং মরে যাবো, কিন্তু টেঙ্গিলম্যান হবো না, আমি ভাবলাম। জোনাথনের জন্য আমার ভয় হচ্ছিল, তাই তাদের আর ঘাঁটালাম না। বরং গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, আমিও তাই চাই।"

"চমৎকার," ভেদের বললো।, "তাহলে তুমি কি কাল সকালে নিচের ঐ বড় ঘাটের কাছে আসতে পারো? সেখানে তুমি টেঙ্গিলকে দেখতে পাবে, যিনি

www.BanglaBook.org

কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ত্রাণকর্তা। আগামীকাল তিনি প্রাচীন নদীর ওপর দিয়ে তাঁর সোনালি পানসিতে করে এসে ঐ বড় ঘাটের ধারে নোঙর করবেন।"

ওরা চলে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু কাদের শেষ মুহূর্তে তার ঘোড়া থামাল। "শোনো বুড়ো",— সে ম্যাথিয়াসের দিকে ফিরে চিৎকার করলো। ম্যাথিয়াস ততোক্ষণে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল। "তুমি কি কখনো সুন্দর, স্বর্ণকেশী—লায়নহার্ট নামের কোনো তরুণকে দেখেছো?"

আমি ম্যাথিয়াসের হাত ধরলাম এবং অনুভব করলাম তা কেমন কাঁপছিল, কিন্তু ম্যাথিয়াস শান্তভাবে উত্তর দিল : "আমি কোনো লায়নহার্টকে চিনি না।"

"ও, চেনো না", কাদের বললো, "কিন্তু যদি তোমার সাথে তার দেখা হয়, তাহলে জানবে ওকে আশ্রয় দিলে কিংবা লুকিয়ে রাখলে একটাই শাস্তি—'মৃত্যুদণ্ড'।"

ম্যাথিয়াস তার দরজা বন্ধ করে দেয়। একে মৃত্যুদণ্ড, ওকে মৃত্যুদণ্ড, এই লোকগুলোর কেবল ঐ একটাই চিন্তা।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ম্যাথিয়াস বাতি নিয়ে আবার বাইরে গেল। জোনাথন প্রায় সাথে সাথেই এসে হাজির। হাত-পা কাঁটায় জখম হলেও মুখ খুশিতে উজ্জ্বল, কারণ খারাপ কিছুই ঘটে নি এবং বিয়ান্‌কা এতোক্ষণে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে তার গন্তব্যে ধাবমান। তারপর আমরা ম্যাথিয়াসের সাথে রান্নাঘরে গেলাম। খিড়কি খোলা রেখেছিলাম, যাতে কেউ এসে পড়লে জোনাথন সহজেই উধাও হতে পারে তার গোপন ঘরে। রাতের খাবার এখন খাবো আমরা।

এর আগে আমরা আস্তাবলে গিয়ে আমাদের ঘোড়া দুটোকে খাওয়ালাম। তাদেরকে আবার এক সাথে দেখে চমৎকার লাগছিল। দুই মাথা এক করে তারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা সম্পর্কে যেন একে অপরকে বলছে। আমি তাদের দু'জনকে ছোলা খেতে দিলাম। জোনাথন প্রথমে আমাকে বাধা দিতে চাইলেও পরে বললো : "ঠিক আছে, এবারের মতো খেতে দাও। কিন্তু ছোলা যে এই কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ঘোড়াদের লোকে আর দেয় না।"

আমরা রান্নাঘরে এসে দেখলাম ম্যাথিয়াস একবাটি স্যুপ এনে রেখেছে টেবিলের ওপর।

"খাবার বলতে আমাদের বিশেষ কিছু নেই, স্যুপের বেশির ভাগটাই পানি", সে বললাম। অবশ্য স্যুপটা অন্তত গরম আছে। আমার থলেটা খুঁজে নিতেই মনে পড়লো এর ভেতর কি আছে। রুটি, পিঠা আর ঝলসানো মাংস বের করতেই জোনাথন ও ম্যাথিয়াস সেসব লুফে নিল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওদের।

তাদের কাছে এসব দারুণ উত্তেজনাকর মনে হচ্ছিল। আমি মাংসের বড় বড় টুকরো কাটলাম। স্যুপ, মাংস, রুটি সব খেলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেবল

খেয়েই চলেছি, কেউ কোনো কথা বলছিল না। অবশেষে জোনাথন বললো : "আহ্, পেট পুরে খাওয়া! প্রাণ ভরে খেতে কেমন লাগে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।"

আমি আরো বেশি আনন্দ পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় আমি এসেছি এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারতো না। আমি তখন তাদের সব বললাম। বাড়ি থেকে ঘোড়ায় চড়ে বের হওয়ার পর থেকে ভেদের ও কাদের মিলে আমাকে কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় নিয়ে আসা পর্যন্ত সব ঘটনা তাদের বুঝিয়ে বললাম।

এসব ঘটনার অনেকটাই যখন বলা হলো, তখনও জোনাথন বারবার শুনতে চাইছিল এ-পর্যন্ত বলা গল্পটুকু। বিশেষ করে ভেদের ও কাদের সম্বন্ধে। সে এসব নিয়ে এমন হাসিতে মেতে উঠলো, ঠিক আমি যেমনটি ভেবেছিলাম। এবং ম্যাথিয়াসও।

"টেঙ্গিলের লোকেরা তাহলে সেরকম বুদ্ধিমান নয়— যে রকমটা তারা নিজেদেরকে ভাবে", ম্যাথিয়াস বললো।

"না, এমন কি আমিও তাদের বোকা বানাতে পেরেছি", বললাম আমি। "ভাবতে পারো, ওরা যদি জানতো যে-ছোট ভাইটিকে তারা ধরতে চায়, ঠিক তাকেই কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় নিজেরাই নিয়ে এসেছে এবং নানাভাবে সাহায্য করেছে।"

আগে কখনো ভাবি নি, এমন একটা চিন্তা এরপর আমার মাথায় উদয় হলো। জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম, "আচ্ছা বলতো, এই উপত্যকায় তুমি এলে কেমন করে?"

জোনাথন সজোরে হেসে বললো, "আমি এর ভেতর লাফিয়ে পড়েছিলাম।"

"লাফিয়ে? কীভাবে? নিশ্চয়ই গ্রিমকে নিয়ে নয়?" আমি বললাম।

"তা বটে", জোনাথন বললো, "আমার তো অন্য কোনো ঘোড়া নেই।"

আমি আগেও দেখেছি, জোনাথন কি লাফই না দিতে পারে গ্রিমকে নিয়ে। কিন্তু কাঁটাগোলাপ উপত্যকার উঁচু দেয়াল টপকে লাফ দেয়া, তা কোনো মানুষের সাধ্যের অতীত।

জোনাথন বললো, "বুঝলে, দেয়াল তখন ঠিক বানানো শেষ হয় নি। এতোটা উঁচু পর্যন্ত উঠানো হয় নি। যদিও দেয়ালটা তখনও বেশ উঁচু ছিল, সেটা আর বলার দরকার পড়ে না।"

"হ্যাঁ, কিন্তু পাহারাদারগুলোর কেউ তোমাকে দেখে নি"? জিগ্যেস করলাম আমি।

জোনাথন রুটিতে কামড় দিয়ে আবারো হেসে উঠলো। বললো,"হ্যাঁ, আমার পেছনে এক দঙ্গল পাহারাদার লেগে ছিল। গ্রিমের পেছনেও একটা তীর এসে লাগে। কিন্তু আমি কোনোমতে পালিয়ে আসি। এক দয়ালু চাষী আমাকে ও গ্রিমকে তার খামারের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। রাতের বেলায় সে এখানে ম্যাথিয়াসের

www.BanglaBook.org

কাছে আমাদের নিয়ে আসে। তারপর তো সব তুমি জানো।"

"না, তুমি সবটা জানো না", ম্যাথিয়াস বললো, "তুমি জানো না এই উপত্যকার লোকজন জোনাথন ও সেই ধাবমান ঘোড়া নিয়ে এখন গান গায়। টেঙ্গিল এসে আমাদের দাস করে ফেলার পর এখানে তার আসাটা হলো এই কাঁটাগোলাপ উপত্যকার কাছে একমাত্র আনন্দ। 'জোনাথনই হলো আমাদের ত্রাণকর্তা' আমরা এই গান গাই, কারণ সে কাঁটাগোলাপ উপত্যকাকে মুক্ত করবে। সবার মতো আমিও তা বিশ্বাস করি। এই হচ্ছে সব কথা।"

"সবটা জানা হয় নি এখনও", জোনাথন বললো, "তুমি জান না যে, ম্যাথিয়াস হলো কাঁটাগোলাপ উপত্যকার গোপন প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতা। ওরভার কাটলা গুহাতে আটক হওয়ার পর সেই নেতৃত্ব দিচ্ছে। ম্যাথিয়াসকেই তাদের ত্রাণকর্তা বলে ডাকা উচিত, আমাকে নয়।"

কিন্তু ম্যাথিয়াস প্রতিবাদ করলো : "না, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। ভেদের ঠিকই বলেছিল— আমার বাঁচা অথবা মরা কোনো ব্যাপার নয়।"

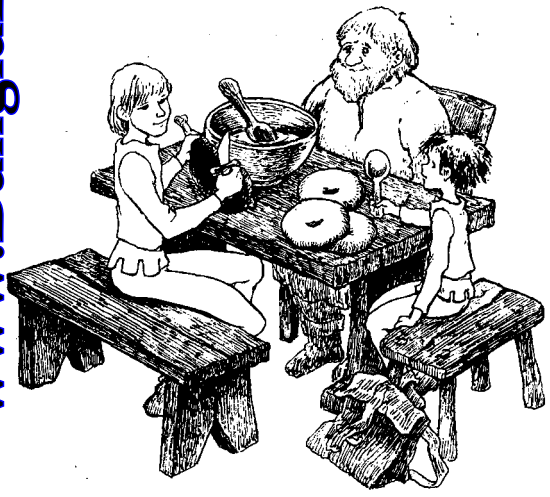

"এভাবে কথা বলো না তুমি", আমি বললাম, "কারণ তুমি তো আমার দাদা।"

"তা বটে, হয়তো এ কারণেই আমার বেঁচে থাকার দরকার। কিন্তু কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করা আমার দ্বারা কুলোবে না। এজন্য জোয়ান হওয়া দরকার", ম্যাথিয়াস দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"এখানে ওরভারের থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে তো কাটলা গুহাতে আটক, কাটলার হাতে যতক্ষণ না তাকে তুলে দেয়া হয়।"

আমার চোখে পড়লো, জোনাথনের মুখ সাদা হয়ে গেছে।

"কাটলা কাকে পায় সে দেখা যাবে", বিড়বিড় করে জোনাথন বললো।

তারপর সে বললো : "এখন আমদের কাজ শুরু করতে হয়। তুমি জানো না রাস্‌কি, এই বাড়িতে আমরা দিনে ঘুমোই এবং রাতে কাজ করি। এসো দেখবে।"

আমার আগে আগে হামাগুড়ি দিয়ে খিড়কি পথে জোনাথন গোপন আস্তানায় ঢুকে গেল। সেখানে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো একটা জিনিসের দিকে। আমরা যে গদির উপর শুয়েছিলাম তা সরিয়ে তার নিচে আলগা করে লাগানো দুটো চওড়া তক্তা তুলে ফেললো সে। দেখা গেল মাটির নিচে সোজা নেমে গেছে একটা অন্ধকার গর্ত।

"এখান থেকে শুরু হয় আমাদের মাটির নিচের পথ", বললো জোনাথন।

"গর্তটা কোথায় শেষ হয়েছে?"— আমি জিগ্যেস করলাম। যদিও আমি অনুমান করতে পারছিলাম সে কি উত্তর দেবে।

"শেষ হবে দেয়ালের ঐ পারে গভীর অরণ্যে", সে বললো, "সেখানে গিয়েই গর্তটা শেষ হবে। শুধু আর কয়েক রাত্রি, তারপরই যতটা দীর্ঘ হওয়া দরকার ততোটা আশা করি হয়ে যাবে।"

সে হামাগুড়ি দিয়ে গর্তের ভেতরে ঢুকলো।

"তবে আরো কিছুটা আমাকে খুঁড়তে হবে", সে বললো, "কারণ তুমি নিশ্চয় বোঝ যে আমি মোটা ডোডিকের নাকের ডগার সামনে মাটির ওপর উঠতে চাইবো না।"

তারপর সে অদৃশ্য হলো আর আমি অনেকক্ষণ সেখানে বসে থাকলাম। ফিরে এসে জোনাথন আমার দিকে একটা মাটির ঝুড়ি এগিয়ে দিল। আমি খিড়কি দরজার ফাঁক দিয়ে তা ম্যাথিয়াসের জন্য ঠেলে দিলাম।

"অনেক মাটি হলো আমার জমির জন্য", ম্যাথিয়াস বললো, "সেখানে যদি কিছু শিম ও বরবটি লাগাতে পারি, তাতে অন্তত ক্ষুধা দূর করা যায়।"

জোনাথন বললো, "তুমি কি তাই ভাবো নাকি? কিন্তু তোমার জমির দশটা শস্য দানার মধ্যে টেঙ্গিল যে নয়টা নিয়ে নেয়, সেটা কি তুমি ভুলে গেছো?"

"তুমি ঠিক বলেছো", ম্যাথিয়াস বললো, "যতোদিন টেঙ্গিল বেঁচে আছে, কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় অভাব ও ক্ষুধাও টিকে থাকবে।"

ম্যাথিয়াস এখন গোপনে বের হয়ে ঝুড়ির মাটি জমিতে ঢেলে দেবে। আমাকে

www.BanglaBook.org

বলা হলো দরজায় পাহারা দিতে। আমার দিকে তাকিয়ে জোনাথন বললো, "যদি কোনো বিপজ্জনক কিছু দেখতে পাও, একটা ছোট্ট শিস দিবে।" জোনাথন অনেক দিন আগে আমাকে শিস দেয়া শিখিয়েছিল, যখন আমরা পৃথিবীতে বাস করতাম। সে সময় যখন রাতে শুতে যেতাম প্রায়শই এক সাথে আমরা শিস দিতাম। এজন্য শিস দিতে আমার কোনো অসুবিধা হতো না।

জোনাথন আবারো গর্ত করার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে চলে গেল। ম্যাথিয়াস খিড়কির মুখ বন্ধ করে তাক ঠেলে দিল।

"সবসময় একটা কথা মনে রেখো, রাস্‌কি", সে বললো, "বন্ধ না করে জোনাথন কখনও যেন ভেতরে না যায়, আলমারির পাল্লা যেন সবসময় জায়গামতো থাকে। অবশ্যই মনে রেখো যে, তুমি এখন এমন এক দেশে আছো, যেখানে টেঙ্গিল শাসন করে।"

"না, না, এ আমি কখনো ভুলবো না", আমি বললাম।

রান্নাঘরে আলো বলতে একটা মাত্র বাতি টেবিলের উপর জ্বলছিল, কিন্তু ম্যাথিয়াস তা নিভিয়ে দিল।

"কাঁটাগোলাপ উপত্যকার রাত অন্ধকার থাকাই ভালো", সে বললো, "কারণ অনেক জোড়া চোখ এমন কিছু দেখার জন্য সবসময় উদগ্রীব, যা তাদের না দেখাই উচিত।"

তারপর ঝাঁকা নিয়ে সে উধাও হয়ে গেল এবং আমি সেই খোলা দরজার সামনে পাহারায় থেকে গেলাম।

ম্যাথিয়াস যেমন চেয়েছিল, ঠিক সে রকম অন্ধকার হয়ে এলো। অন্ধকার ঘরের ভেতরটা এবং উপত্যকার ওপরে আকাশও ছিল কালো। কোনো তারাও জ্বলছিল না, কোনো চাঁদ না। চারদিক যেন কালো কালিতে লেপা। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে ম্যাথিয়াসের ভাষায় রাতের অন্য সব চোখও নিশ্চয় কিছুই দেখতে পারছে না— আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম।

অন্ধকারে সেখানে একা থাকা এবং অপেক্ষা করা বিরক্তিকর।

ম্যাথিয়াস অনেক দেরি করে ফেলছিল। আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। প্রতিটি মুহূর্তের সাথে অস্বস্তির ভাবটা বাড়ছিল। কেন সে আসছে না? আমি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু এখন দেখছি অন্ধকার ততো গাঢ় নয়। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম যে, সেখানে আলো ফুটতে শুরু করেছে। অথবা আমার চোখ কি অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে? তারপরই বুঝলাম ব্যাপারটা। আমি দেখলাম মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ফুটে উঠছে। এর চেয়ে খারাপ ঘটনা আর কি হতে পারতো। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম যে, ম্যাথিয়াস যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, আর কেউ এখানে এই গোপন জায়গা দেখে ফেলার আগেই। কিন্তু ততোক্ষণে বড্ডো দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ উপত্যকার ওপর দিয়ে চাঁদের আলো বন্যা বইয়ে দিয়েছিল।

সেই আলোতে আমি ম্যাথিয়াসকে দেখতে পেলাম। অনেক দূর থেকেই আমি তাকে ঝুড়ি নিয়ে ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে আসতে দেখলাম। আমি চারদিকে তাকালাম। হঠাৎ দেখলাম ডোডিক, মোটা ডোডিক পেছনের দেয়াল থেকে দড়ির মই বেয়ে নেমে আমাদের দিকে আসছে।

ভয় পেলে শিস দেয়া খুব কঠিন কাজ, তবু আমি খুব কষ্টে সেই গানের সুর ঠোঁট দিয়ে বের করতে পারলাম। ম্যাথিয়াস কাছের ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হলো। ডোডিক আমার কাছে এসে পড়েছিল।

"শিস দিলে কেন?" চিৎকার করে জানতে চাইলো ডোডিক।

"কারণ আমি আজই শিস দেয়া শিখেছি"— তোতলাই আমি, "আগে শিস দিতে পারতাম না, কিন্তু ঠিক আজই আমি হঠাৎ পারলাম, তুমি কি শুনতে চাও?"

আমি আর একবার শিস দিতে গেলে ডোডিক নিষেধ করলো।

"না, দরকার নেই" সে বললো, "আমি জানি না শিস দেয়া নিষেধ কি না, তবে আমার মনে হয় নিষেধই। আমার মনে হয় না টেঙ্গিল এটা পছন্দ করে। সে যাই হোক, ঘরের দরজা বন্ধ রাখতে হয়, তুমি জানো না?

আমি বললাম, "দরজা খোলা রাখাটা কি টেঙ্গিল পছন্দ করে না?"

"নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে", ডোডিক বললো, "যা বলা হয় তাই করবে। তবে আমাকে আগে এক গ্লাস পানি দাও, তৃষ্ণায় বুক ফাটছে।"

আমি দ্রুত চিন্তা করলাম, যদি সে আমাকে রান্নাঘর পর্যন্ত অনুসরণ করে এবং ম্যাথিয়াসকে সেখানে না দেখে, তাহলে কী হবে? বেচারা ম্যাথিয়াস, তার জন্য নির্ঘাৎ মৃত্যুদন্ড, কারণ রাতে সে বাইরে গিয়েছে। আমি যেন এই কথাগুলো ভেতরে ভেতরে শুনলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, "নিয়ে আসছি। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি তোমার জন্য পানি নিয়ে আসছি।"

আমি দৌড়ে ভেতরে গেলাম এবং অন্ধকারে জলের কলসি হাতড়ালাম। আমি জানতাম কলসিটা কোথায় আছে। আমি গ্লাসটাও খুঁজে পেলাম এবং গ্লাস ভর্তি করে পানি নিয়ে এলাম। তখনি অনুভব করলাম, কেউ যেন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, সে অন্ধকারে আমার পেছনে দাঁড়ানো।

"আলো জ্বালাও", ডোডিক বললো, "আমি দেখতে চাই এই ইঁদুরের গর্তের মতো আবাস কেমন দেখায়, আমি দেখতে চাই।"

আমার হাত কেঁপে উঠলো, আমি কাঁপছিলাম, তবুও আমি মোমবাতি জ্বালালাম।

ডোডিক পানির গ্লাস নিয়ে পান করলো। সে পানি এমনভাবে খেয়ে চলছিল যেন গ্লাসটার কোনো তলা নেই। তারপর সে গ্লাসটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং ছোট ছোট চোখ দিয়ে চারদিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো।

আমাকে জিগ্যেস করলো সেই প্রশ্ন, যার অপেক্ষায় আমি ছিলাম।

"এখানে এক ম্যাথিয়াস বুড়ো থাকে, কোথায় সে?"

www.BanglaBook.org

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমি জানতাম না যে আমি কি উত্তর দেবো।

"শুনছো না তুমি, তোমাকে জিগ্যেস করছি", ডোডিক বললো, "ম্যাথিয়াস কোথায়?"

"সে ঘুমোচ্ছে", আমি বললাম।

"কোথায়?"— ডোডিক জিগ্যেস করলো।

রান্নাঘরের পাশে একটা কামরা ছিল এবং ঐ কামরায় বিছানাপত্র ছিল, তা আমি জানতাম। কিন্তু আমি এটাও জানতাম যে, ম্যাথিয়াস এখন সেখানে নেই। তবুও আমি ঐ কামরার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম— "ঐ তো ভেতরে।"

আমার গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বের হচ্ছিল না, কথা কোনোমতে শোনা গেল। সে এক করুণ অবস্থা। ডোডিক অট্টহাস্য করলো আমার দিকে তাকিয়ে।

"তুমি মিথ্যাটাও ভালো করে বলতে পারো না দেখছি। দাঁড়াও দেখছি।"

সে তখন পরিতৃপ্ত, কারণ সে জানতো যে আমি মিথ্যা কথা বলেছি। ম্যাথিয়াসকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে এবং হয়তো টেঙ্গিলের কাছে তার সুনাম হবে এই চিন্তায় সে উল্লসিত হচ্ছিল।

"আলোটা দাও আমাকে", সে বললো।

আমি তাকে মোমবাতিটা দিলাম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল দৌড়ে পালাই। দেরি হওয়ার আগেই দরজার পাল্লা খুলে বাইরে গিয়ে ম্যাথিয়াসকে সব জানিয়ে পালাতে বলা, এই ছিল ঐ মুহূর্তের একমাত্র কাম্য। কিন্তু নিজেকে নাড়ানোর মতো বোধশক্তি যেন আমার ছিল না। আমি শুধু সেখানে দাঁড়িয়ে ভীত এবং অসুস্থ বোধ করছিলাম।

ডোডিক দেখতে পেল, মনে হলো দৃশ্যটা সে উপভোগ করলো। তার বিশেষ কোনো তাড়া ছিল না। আস্তে আস্তে বললো : "এসো হে ছোকরা, আমাকে দেখাবে কোথায় বুড়ো ম্যাথিয়াস পড়ে ঘুমোচ্ছে।"

সে ঘরের দরজার ওপর লাথি দিয়ে খুলে ফেললো এবং আমাকে এমনভাবে ঠুতো দিল যে, আমি প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম। তারপর সে আমাকে আবারো ঝাঁকি দিল এবং আমার সামনে দাঁড়াল আলো হাতে করে।

"মিথ্যাবাদী, আমাকে দেখাও", সে বললো। আলোটা তুলে ধরতে কামরাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি নড়তে বা তাকাতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমি মনেপ্রাণে চাচ্ছিলাম ধরণী দ্বিধা হও আমি যেন মিলিয়ে যাই। কিন্তু আমার সেই চরম দুঃখের মধ্যে আমি ম্যাথিয়াসের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে? মানুষ কি রাতেও শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না?"

আমি চোখ মেলে তাকিয়ে ম্যাথিয়াসকে দেখলাম। হ্যাঁ, ঐ তো সে কামরার এক কোণে অন্ধকারে তার বিছানায় বসে আছে এবং আলোর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছে। তার পরনে শুধু পাজামা, চুল আলুথালু, যেন সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। জানালার নিচে কুড়িটি দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। ম্যাথিয়াস

নিশ্চয় একটা সরীসৃপের মতোই তড়িৎগতিতে এসব করে ফেলেছিল।

ডোডিকের অবস্থা তখন দেখবার মতো। কখনও কাউকে আমি এমন বোকা বনতে দেখি নি। ঐখানে দাঁড়িয়ে সে হাঁ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে ম্যাথিয়াসকে দেখছিল।

"আমি, আমি শুধু একটু পানি খেতে এসেছিলাম", সে আমতা আমতা করে বললো।

"পানির জন্য। তা বলো—" ম্যাথিয়াস বললো, "তুমি কি জানো না টেঙ্গিল নির্দেশ দিয়েছে আমাদের কাছ থেকে পানি না খেতে? সে মনে করে আমরা পানিতে বিষ মিশিয়ে দেবো। আবার যদি আসো আর আমাকে ঘুম থেকে এমনি জাগিয়ে তোলো তা হলে আমি সেটাই করবো।"

আমি বুঝতে পারলাম না কোন্ সাহসে সে ডোডিককে এমন কথা বললো। তবে টেঙ্গিলম্যানকে হয়তো সেটা বলাই ঠিক ছিল। ডোডিক তখন শুয়োরের মতো গোঁত-গোঁত করে দেয়ালের দিকে উধাও হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

দশ

কারমানিয়াকার টেঙ্গিলকে দেখার আগে সত্যিকারের নির্দয় লোক আমি কখনো দেখি নি। সে এসেছিল প্রাচীন নদীর ধারা বেয়ে তার সোনালি পানসিতে করে। আমি ম্যাথিয়াসের সঙ্গে ঘাটে অপেক্ষা করছিলাম। জোনাথনই আমাকে পাঠিয়েছিল। সে চাইছিল যে আমি টেঙ্গিলকে দেখি।

"তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কেন এই উপত্যকার লোক দাসত্বের শৃঙ্খল ও ক্ষুধার জ্বালায় মরতে মরতে কেবল একটিই স্বপ্ন দেখে—কখন তাদের উপত্যকা আবার মুক্তি পাবে।"

ঐ প্রাচীন পর্বতমালার এক পাহাড়ের অনেক উঁচুতে আছে টেঙ্গিলের দুর্গ। সে সেখানেই থাকে, শুধু মাঝে মাঝে নদীর ওপর দিয়ে কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় আসে। সে আসে লোকজনকে ভয় দেখাতে, যাতে কেউ ভুলে না যায় সে কে এবং মুক্তির জন্য স্বপ্ন কেউ না দেখে। জোনাথনই এসব বলেছিল।

আমি প্রথমটায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার সামনে টেঙ্গিলের সৈন্যরা দাঁড়িয়েছিল। সে যতোক্ষণ কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় অবস্থান করবে সৈন্যদল তাকে ঘিরে রাখবে। আমার মনে হয়েছিল কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় টেঙ্গিলও ভয়ে ভয়ে থাকতো। হঠাৎ একটা তীর সরসর করে পেছন দিক থেকে এসে তাকে বিদ্ধ করতে পারে, এমন দুশ্চিন্তা নিশ্চয় তার ছিল। জোনাথন বলেছিল, অত্যাচারী শাসকরা সবসময়ে ভয়ে থাকে, আর টেঙ্গিল তো জঘন্য ধরনের অত্যাচারী।

না, প্রথমে আমরা প্রায় কিছুই দেখি নি, ম্যাথিয়াস বা আমি কেউ না। কি করা যায় অচিরেই সেই বুদ্ধি পেয়ে গেলাম। সৈন্যরা দাঁড়িয়েছিল সারি বেঁধে পা ছড়িয়ে। তাদের দুই পায়ের মধ্যে অনেক ফাঁক। সবচেয়ে বড় করে পা মেলে দেয়া সৈন্যটির পেছনে যদি আমি নিশ্চিত মনে উপুড় হয়ে পড়ে থাকি, তাহলে পায়ের ফাঁক দিয়ে সবকিছু ভালোভাবে দেখতে পাবো।

কিন্তু ম্যাথিয়াসকে দিয়ে আমি তা করাতে পারলাম না।

"তুমি দেখবে সেটাই হলো আসল কথা", সে বললো, "আজ যা দেখবে তা কোনো দিনই ভুলতে পারবে না।"

আমি দেখলাম কালো কাপড় পরা একদল মাঝি বৈঠা বেয়ে বড় একটা

সোনালি পানসি তীরে ভিড়ালো। কয়টা বৈঠা তা গুনতে পারলাম না। বৈঠা যখন জলের উপর উঠছিল, সূর্যের আলো পড়ে সেগুলো ঝলসাচ্ছিল। মাঝিরা খুব পরিশ্রম করছিল। তীব্র স্রোত পানসি টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। হয়তো-বা দূরের জলপ্রপাতের টানেই এমন ঘটছিল, কারণ আমি এখান থেকে দূরের সেই প্রবল জলপতনের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম।

ম্যাথিয়াসকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললো : "তুমি শুনতে পাচ্ছো কারমা জল-প্রপাতের শব্দ। 'কারমা-প্রপাতের গান', এই কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় দোলনার গান। ঘুম পাড়ানোর জন্য শিশুদের এ গান শোনানো হয়।"

আমি কাঁটাগোলাপ উপত্যকার শিশুদের কথা ভাবছিলাম। এখানে নিচে নদীর ধারে এক সময় তারা লাফিয়েছিল, খেলেছিল, পরস্পর জল ছিটিয়েছিল এবং আনন্দ-কৌতুক করেছিল। কিন্তু এখন তারা তা করতে পারে না। পারছিল না ঐ দেয়ালের জন্য, সেই ভয়ঙ্কর পাথুরে দেয়াল যা সব দিক ঘিরে রেখেছিল। ঐ দীর্ঘ পাথরের দেয়ালে দরজা ছিল মাত্র দুটি। আমি যার মধ্য দিয়ে এসেছি সেটি হলো সিংহ-দরজা। অন্যটা ছিল নদীর ধারে, ঘাটের ঠিক ওপরে। এইমাত্র টেঙ্গিলের পানসি সেখানে ভিড়েছে। টেঙ্গিলের জন্য এই দরজা এখন খোলা হয়েছিল, আর সেই তোরণের নিচে, সৈনিকের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে আমি দেখছিলাম নদীর ঘাট এবং সেখানে অপেক্ষমাণ টেঙ্গিলের কালো ঘোড়া। ঘোড়াটির জিনের কারুকাজ সোনার মতো ঝিকমিক করছিল। আমি টেঙ্গিলকে ঘোড়ার ওপর উঠে বসতে দেখলাম। তোরণের নিচ দিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। হঠাৎ আমার খুব কাছে এসে পড়লো, আর আমি তার নিষ্ঠুর মুখ ও নির্দয় চোখ দেখতে পেলাম। নিষ্ঠুর, ঠিক সাপের মতো, যেমন জোনাথন বলেছিল। তাকে ঠিক ঐ রকমই দেখাচ্ছিল—নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু। তার আপাদমস্তক পোশাক ছিল রক্তের মতো লাল, তার শিরস্ত্রাণও ছিল রক্তবর্ণ। যেন সে সেটা রক্তের ভেতর চুবিয়ে নিয়েছে। তার অপলক দৃষ্টি সামনের দিকে মেলা। সে লোকজনকে দেখছিল না, যেন সে ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ নেই, কারমানিয়াকার টেঙ্গিল ছাড়া কেউ নেই কোথাও। হ্যাঁ, তাকে একটা ভয়ঙ্কর লোক মনে হলো।

কাঁটাগোলাপ উপত্যকার সবাই আদিষ্ট হয়ে চত্বরে এসে সমবেত হলো। সেখানে টেঙ্গিল জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবে। আমি আর ম্যাথিয়াসও সেখানে উপস্থিত হলাম।

খোলামেলা চমৎকার জায়গাটি ছিল কিছু সাবেকী ধাঁচের সুন্দর বাড়িঘরের মাঝখানে। টেঙ্গিল সেখানে সবাইকে পেয়েছিল, কাঁটাগোলাপ উপত্যকার সবাই দাঁড়িয়ে কেবল অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কি করুণ দুঃখ-দুর্দশাময় ছিল তাদের অবস্থা! হয়তো এই চত্বরেই এক সময় তারা সুখের সময় কাটিয়েছিল। তারা এখানে নেচেছিল, বাজনা বাজিয়েছিল এবং গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গান গেয়েছিল। অথবা সরাইখানার বাইরে লাইম গাছের নিচে বেঞ্চের ওপর বসে শুধু কথা বলেছিল।

www.BanglaBook.org

সেখানে ছিল দুটো বড় লাইম গাছ, এর মাঝখানে টেঙ্গিল ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়াল। সে ঘোড়ার পিঠে বসে স্থির দৃষ্টিতে চত্বর ও লোকজনকে দেখছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, সে কোনো একটা মানুষকেও দেখছিল না। পাশে ছিল তার প্রধান উপদেষ্টা, একজন অহঙ্কারী লোক, নাম পুকে। ম্যাথিয়াসের কাছ থেকে ওর কথা আমি শুনি। টেঙ্গিলের কালো ঘোড়ার মতোই সুদর্শন পুকের সাদা ঘোড়া। স্ব-স্ব ঘোড়ায় আসীন দুই ক্ষমতাধর শুধু শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ তারা এভাবে ছিল। তাদের ঘিরে সৈন্যরা পাহারায় ছিল। কালো আলখাল্লা এবং মাথায় কালো শিরস্ত্রাণ পরা ছিল তাদের। হাতে ধরা ছিল উদ্ধত তরবারি। তারা যে ঘামছিল সেটা বোঝা যাচ্ছিল, কারণ সূর্য ততোক্ষণে মধ্য-আকাশে আর দিনটাও ছিল বেশ গরমের।

"টেঙ্গিল কি বলবে বলে তোমার মনে হয়", আমি ম্যাথিয়াসকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"সে আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট", ম্যাথিয়াস বললো, "এছাড়া অন্য কিছু সে কখনো বলে না।"

যাই হোক টেঙ্গিল নিজে কিছুই বললো না। ক্রীতদাসদের সঙ্গে সে কথা বলবে না। যা বলার পুককে বলে গেল এবং পুকে জানিয়ে দিল যে, কাঁটাগোলাপ উপত্যকার লোকদের ওপর টেঙ্গিল কতো অখুশি। তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করে না এবং টেঙ্গিলের শত্রুদেরকে আশ্রয় দিয়েছে।

পুকে বললো, "লায়নহার্টকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমাদের মহান অধিকর্তা তাতে অসন্তুষ্ট।"

"হ্যাঁ, আমি তা বুঝি, বুঝতে পেরেছি।" আমি শুনতে পেলাম আমার পাশে তোতলাতে তোতলাতে কে একজন কথাগুলো বললো। ফিরে দেখলাম শতছিন্ন পোশাক পরা একজন গরিববুড়ো লোক। মানুষটি ছোটখাটো, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, কুঞ্চিত দাড়ি। দেখলাম সে কাঁদছিল।

"আমাদের মহান অধিকর্তার ধৈর্য ভেঙে পড়ার উপক্রম"—পুকে বললো, "এবং শিগগিরই টেঙ্গিল কঠিন ও নির্দয়ভাবে কাঁটাগোলাপ উপত্যকাবাসীদের শাস্তি প্রদান করবেন।"

"হ্যাঁ, তাতো করবেই, তাতো করবেই", আমার পাশের লোকটা বিড়বিড় করে উঠলো। আমি বুঝলাম যে, সে একজন সাদাসিধে মানুষ, সত্যিকার কোনো গলাক চত্বর লোক নয়।

"তবে আমাদের মহামান্য ত্রাণকর্তা তাঁর মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে শাস্তি বিধানের আগে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করবেন। উপরন্তু তিনি পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। লায়নহার্টকে যে ধরবে তার জন্য রয়েছে বিশটি সাদা ঘোড়ার পুরস্কার",—পুকে বললো।

"তাহলে এখন থেকে ঐ শেয়ালের ওপর আমি চোখ রাখবো", কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বুড়োটি বললো "সেক্ষেত্রে আমাদের মহৎ শাসকের কাছ থেকে বিশটি

ঘোড়া পাবো। হ্যাঁ, একটা ধূর্তশিয়াল ধরার জন্য এটা তো চমৎকার মজুরি।"

আমার এমন রাগ হয়েছিল যে, আমি তাকে ঘুসি মারতে চেয়েছিলাম। যদিও লোকটা আস্ত একটা বোকা, কিন্তু এতোটা মূর্খের মতো কথা বলার প্রয়োজন তার ছিল না।

"তোমার কি কোনো হুঁশ নেই", ফিসফিস করে আমি বললাম।

শুনে লোকটি হেসে উঠলো।

"না, বেশি নেই", সে বললো। এবার সে সোজা আমার দিকে তাকালো এবং আমি তার চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কি সুন্দর ঝিকমিক করা চোখ— গোটা দুনিয়ায় এমন উজ্জ্বল ঝলমলে চোখ রয়েছে কেবল জোনাথনের।

সত্যি তার কোনো হুঁশবুদ্ধি ছিল না। তা না হলে কীভাবে জোনাথন এখানে টেঙ্গিলের নাকের ডগায় এসে উপস্থিত হলো। যদিও কেউ তাকে চিনতে পারে নি, ম্যাথিয়াসও না, যতোক্ষণ না জোনাথন তার ঘাড়ে চাপড় দিয়ে বললো :

"এই যে বুড়ো, আমাদের কি আগে দেখা হয় নি?"

জোনাথন নানা সাজে সাজতে পছন্দ করতো। আমরা যখন পৃথিবীতে বাস করতাম তখন সে সন্ধ্যাবেলায় আমার জন্য রান্নাঘরে অভিনয় করে দেখাতো। জোনাথন সত্যিই অদ্ভুত সব ভয়ভাব আর হাস্যরস ফুটিয়ে তুলতে পারতো। হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে যেতো।

কিন্তু এখন, এখানে টেঙ্গিলের সামনে, ব্যাপারটা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল।

"আমি দেখতে চাই কি ঘটতে যাচ্ছে", সে ফিসফিস করে বললো। এবার কিন্তু সে হাসলো না। হাসার মতো কিছু ছিলও না।

কারণ টেঙ্গিল কাঁটাগোলাপ উপত্যকার লোকজনকে তার সামনে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়েছিল আর তার নির্দয় তর্জনি উঁচিয়ে নির্দেশ করছিল কাকে কাকে নদী পার করে কারমানিয়াকাতে নেয়া হবে। এর কি মানে আমি জানতাম, জোনাথন আমাকে তো বলেছিল। যাদের দিকে টেঙ্গিল অঙুলি নির্দেশ করলো তাদের কেউই আর জীবিত ফিরে আসবে না। কারমানিয়াকাতে তাদের দাসত্ব বরণ করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় পাহাড়ের চূড়োয় টেঙ্গিল যে দুর্গ তৈরি করছিল সেই কাজের জন্য তাদের পাথর টানতে হবে। এই দুর্গ কোনো শত্রু কখনো দখল করতে পারবে না, সেখানে টেঙ্গিল তার নিষ্ঠুরতা নিয়ে কাটিয়ে দেবে বছরের পর বছর এবং নিজেকে নিরাপদ করে রাখবে। অনেক দাসকেই ঐ দুর্গ বানাতে সেখানে যেতে হয়েছিল। দাসেরা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঐ কাজ করে যেতো।

"তারপর কাটলা তাদের পাবে", জোনাথন বলেছিল। ব্যাপারটা মনে হতে ঐ তপ্ত সূর্যালোকের মধ্যেও আমি কেঁপে উঠলাম। তবুও, আমার জন্য কাটলা এখনও কেবল একটা অশুভ নাম, এর বেশি কিছু নয়।

টেঙ্গিল যখন তার অঙুলি নির্দেশ করছিল চত্বরে তখন নীরবতা নেমে এসেছিল। শুধু একটা পাখি মাথার ওপর গাছে বসে গান গাচ্ছিল। ঐ পাখিটি

www.BanglaBook.org

হয়তো জানতো না যে টেঙ্গিল গাছের নিচে কি করে চলেছে।

থেকে থেকে কান্না শোনা যাচ্ছিল। এসব কান্না শুনতে করুণ লাগছিল। যে মেয়েরা তাদের পুরুষদের হারাবে এবং যে সব বাচ্চা আর তাদের বাবাদের দেখতে পাবে না, তারা সবাই কেঁদেছিল। আমিও।

কেবল টেঙ্গিল কোনো কান্না শোনে নি। সে তার ঘোড়ার ওপর বসেছিল এবং চিহ্নিত করে চলছিল নির্বিকারভাবে আর যতোবারই কাউকে সে মৃত্যুপুরীতে ঠেলে দিচ্ছিল ততোবারই তার আঙুলের হীরের আংটি বিজলির মতো চমকাচ্ছিল। কি ভয়ানক সেই দৃশ্য—টেঙ্গিল শুধু তর্জনি নির্দেশ করে মানুষকে মৃত্যুর পরোয়ানা দিচ্ছিল।

কিন্তু একজনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করতেই সে যেন পাগল হয়ে গেল, কারণ সে তার শিশুর কান্না শুনতে পেল। হঠাৎ সে কাতার ভেঙে এগিয়ে গেল এবং সৈন্যরা এসে আটকাবার আগেই টেঙ্গিলের সামনে চলে এলো।

"অত্যাচারী শাসক", চিৎকার করে উঠলো সে, "একদিন তোমাকেও মরতে হবে, তা কি কখনও ভেবেছো।"

তারপর সে টেঙ্গিলের উদ্দেশে থুতু ছিটিয়ে দিল।

টেঙ্গিল কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। সে শুধু হাত দিয়ে সামান্য ইশারা করলো। তার পাশে দাঁড়ানো সৈন্যেরা তরবারি উঠালো। আমি দেখলাম সূর্যের আলোতে সেটা কেমন ঝলমলিয়ে উঠলো, তবে ঠিক সেই মুহূর্তে জোনাথন গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে তার বুকের ভেতর চেপে ধরলো, যাতে আমি আর কিছু না দেখি। তবে আমি অনুভব করলাম অথবা হয়তো আমি শুনলামও, জোনাথনের বুকের ভেতর গুমড়ে-ওঠা কান্না। যখন আমরা ঘরে ফিরছিলাম, কেবল তখনই সে কাঁদলো, যেমনটা প্রায় কখনো সে করে না।

সেদিন কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় সবাই শোক পালন করলো, কেবল টেঙ্গিলের সৈন্যরা ছাড়া। তারা বরং খুশিই ছিল কারণ যতোবার টেঙ্গিল কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় আসতো ততোবারই তাদের জন্য মহাভোজের আয়োজন হতো। সেদিন যে হতভাগাকে হত্যা করা হলো চত্বরে তার রক্ত শুকোতে না শুকোতেই সেখানে আনা হলো জালা ভর্তি মদ ও শূকরের মাংস, ভাজা হলো লোহার শিকের মাথায়। ভাজা মাংসের গন্ধ সারা কাঁটাগোলাপ উপত্যকার বাতাস ভারি করে তুললো। টেঙ্গিলের সৈন্যসামন্ত সবাই সেই মদ ও মাংস খেল এবং তাদের চমৎকার জীবনের জন্য টেঙ্গিলের গুণকীর্তন করলো।

"এই দস্যুগুলো কাঁটাগোলাপ উপত্যকার শূকরের মাংসে ভূরিভোজ করছে, পান করছে কাঁটাগোলাপের মদ",—ম্যাথিয়াস বলে উঠলো।

টেঙ্গিল ভোজসভায় ছিল না। তর্জনি নির্দেশনা শেষ করে নদী বেয়ে আবার সে ফিরে গিয়েছিল।

"এখন হয়তো টেঙ্গিল তার দুর্গে অত্যন্ত পরিতৃপ্তভাবে বসে আছে এবং ভাবছে

কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে এসেছে", বাড়ির পথে যেতে যেতে জোনাথন বললো, "সে হয়তো মনে করছে যে এখানে একদল ভীত-সন্ত্রস্ত ক্রীতদাস ছাড়া আর কেউ নেই।"

"কিন্তু সে ভুল ভাবছে", ম্যাথিয়াস বললো, "টেঙ্গিল এটা বোঝে না, যারা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে এবং একাট্টা রয়েছে, যেমন আমরা, তাদের কখনো দমন করা সম্ভব নয়।"

আমরা একটা ছোট ঘরের পাশ দিয়ে চলেছিলাম। তার চারদিকে আপেল গাছ। ম্যাথিয়াস বললো, "যে লোকটা আজ নিহত হলো, সে এখানে থাকতো।"

বারান্দার সিঁড়ির ওপর এক মহিলা বসেছিল। আমি তাকে চত্বর থেকেই চিনতে পেরেছিলাম, আমার মনে পড়ে যখন টেঙ্গিল তাঁর স্বামীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল, কিভাবে মহিলা তখন চিৎকার করেছিল। এখন সে একটি কাঁচি হাতে বসে তার লম্বা ও সোনালি চুল কেটে ফেলবে বলে ধরেছিল।

"কি করছো আনতোনিয়া", ম্যাথিয়াস জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি তোমার চুল দিয়ে কি করবে?"

"ধনুকের ছিলে বানাবো", আনতোনিয়া বললো।

আর বেশি কিছু সে বললো না। কিন্তু যখন সে কথাটা বললো,—তার চোখের অভিব্যক্তি আমি কখনও ভুলবো না।

কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় অনেক কারণেই মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি হয়, জোনাথন আমাকে জানালো। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো যদি কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া যায়। অন্য সবকিছুর চেয়ে এ ছিল আরো নিষিদ্ধ। টেঙ্গিলের সৈন্যরা ঘরের কোনায় কোনায় আঙিনায় তীর-ধনুক, লুকনো বর্শা ও তরবারি সন্ধান করে ফেরে। কিন্তু তারা কখনো কিছুই খুঁজে পায় নি। তবু এমন একটি বাড়ি নেই, এমন একটি বাগান নেই, যেখানে অস্ত্র লুকনো নেই এবং অস্ত্র তৈরি হয় না। এসব অস্ত্র সেই যুদ্ধের জন্য, যা অবশ্যই একদিন ঘটবে, জোনাথন বললো।

টেঙ্গিল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যারা গোপন অস্ত্র উদ্ধার করে দিতে পারবে, তাদের সাদা ঘোড়া পুরস্কার দেয়া হবে।

"কি আহাম্মক", ম্যাথিয়াস বললো, "সে কি মনে করে কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় একজনও বিশ্বাসঘাতক আছে।"

"না, শুধু চেরি উপত্যকায় একজন আছে", জোনাথন দুঃখ করে বললো। হ্যাঁ, আমি জানতাম যে আমার পাশে এটা জোনাথনই কিন্তু তার দাড়ি ও ছেঁড়া কাপড় দেখে সেটা ধারণা করা মুশকিল ছিল।

"জোসি সেইসব নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন দেখে নি যা আমি দেখেছি", ম্যাথিয়াস বললো, "না হলে সে কখনও এমন কাজ করতে পারতো না।"

"আমি ভাবছি সোফিয়ার কপালে কি আছে"—জোনাথন বললো, "আমি জানি না বিয়ান্‌কা জীবন নিয়ে সেখানে পৌঁছতে পেরেছে কি না।"

www.BanglaBook.org

"আমরা শুধু আশা করতে পারি", ম্যাথিয়াস বলে, "সোফিয়া নিশ্চয় জোসিকে আটক করে ফেলেছে।"

যখন আমরা ম্যাথিয়াসের বাড়ি এলাম, দেখলাম মোটা ডোডিক সবুজ ঘাসের ওপর বসে অন্য তিনজন টেঙ্গিলম্যানের সাথে জুয়া খেলছে। তাদের মনে হলো নেহাত নিষ্কর্মা, কারণ সারা বিকেল ঘন ঝোপের ধারে তারা বসে থাকলো। আমরা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে সেসব দেখলাম। তারা জুয়া খেললো এবং চত্বর থেকে আনা বালতি ভর্তি মদ ও মাংস খেলো। তারা খেলা ছেড়ে ছিল। তারপর মাংস ও মদের সদ্ব্যবহার চলতে থাকলো। এক সময় তারা শুধু মদ খেতে থাকলো। তারপর তারা কিছুই করলো না, কেবল জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিল ঝোপের মধ্যে। অবশেষে তারা চারজনই ঘুমিয়ে পড়লো।

তাদের শিরস্ত্রাণ ও আলখাল্লা ঘাসের ওপর পড়ে রইলো। সেগুলো তারা ছুঁড়ে ফেলেছিল। এমন গরম দিনে এতো ভারি আলখাল্লা চাপিয়ে কেউ মদ খেতে পারে না।

"টেঙ্গিল যদি জানতো, তাহলে সে তাদের বেত মারতো", জোনাথন বললো।

তারপর সে দরজার ভেতর দিয়ে উধাও হলো এবং শিগগিরই একটা আলখাল্লা ও শিরস্ত্রাণ নিয়ে ফিরে এলো।

"এসব জিনিস দিয়ে কি করবে?" ম্যাথিয়াস জিগ্যেস করলো।

"সেটা এখনও জানি না", জোনাথন বললো, "তবে সময় আসতে পারে, যখন আমার এসব কাজে লাগবে।"

"এমন সময়ও আসতে পারে, যখন তুমি এর জন্যই ধরা পড়বে", ম্যাথিয়াস বললো।

এবার জোনাথন তার ময়লা কাপড় ও দাড়ি টেনে খুলে ফেলে। আলখাল্লা পরে মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং বাইরের দিকে তাকালো, তাকে ঠিক একজন টেঙ্গিলম্যানের মতো লাগছিল। সে ছিল এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ম্যাথিয়াস কেঁপে উঠে এই বিপজ্জনক জিনিস গোপন ঘরে লুকিয়ে রাখতে বললো।

জোনাথন অবশ্য তাই করলো।

তারপর আমরা শুয়ে পড়লাম এবং বাদবাকি সময়টা ঘুমিয়ে কাটলো। জানি না, মোটা ডোডিক এবং তার সঙ্গীরা জেগে উঠে কার শিরস্ত্রাণ ও আলখাল্লা খোয়া গেছে সেটা ঠিক করতে না পেরে কি করেছিল।

ম্যাথিয়াসও ঘুমিয়েছিল, কিন্তু একসময় সে জেগে উঠেছিল। কারণ বাইরে কাঁটাগোলাপ ঝোপ থেকে চিৎকার আর নোংরা কথাবার্তা ভেসে আসছিল।

গোটা রাত আমরা সেই সুড়ঙ্গ পথ বানাতে কাজ করলাম।

"আর তিন রাত, বেশি নয়", জোনাথন বললো।

"তারপর কি ঘটবে", আমি জিগ্যেস করলাম।

"যে জন্য এখানে এসেছি সেটা ঘটবে", জোনাথন বললো।

"হয়তো তাতে সফল নাও হতে পারি, কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করবো। ওরভারকে মুক্ত করবো।"

"আমাকে সঙ্গে রেখো", বললাম আমি, "আর কখনো তুমি আমাকে ছেড়ে থাকবে না। যেখানে তুমি যাও, আমি তোমার সাথে যাবো।"

জোনাথন দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর হেসে বললো, "হ্যাঁ, যদি তুমি সত্যিই এটা চাও, তাহলে তাই হবে।"

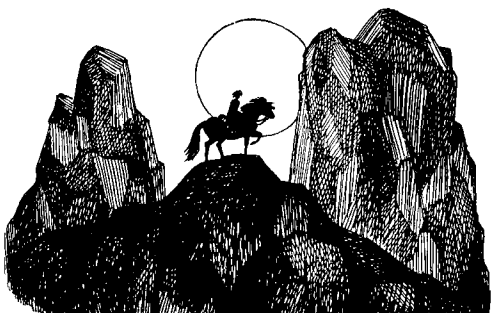

www.BanglaBook.org

এগার

টেঙ্গিলের সৈন্যরা মদ ও মাংস খেয়ে এমন চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল যে, তারা প্রত্যেকে বিশটা সাদা ঘোড়া পাওয়ার আশায় হন্যে হয়ে জোনাথনকে খুঁজছিল। সকাল-সন্ধ্যা উপত্যকার প্রতিটি ঘরে প্রতিটি কোণে তারা হানা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। গোপন আস্তানায় থাকতে থাকতে জোনাথনের প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হলো।

ভেদের ও কাদের ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে জোনাথনকে ধরিয়ে দেয়ার বিজ্ঞপ্তি পাঠ করলো। আমি সেটা শোনার সুযোগ নিলাম,—"টেঙ্গিলের শত্রু জোনাথন লায়নহার্ট দেয়াল টপকে অনধিকার প্রবেশ করেছে এবং এখনও সে কাঁটাগোলাপ উপত্যকার কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে আছে।" তারা জোনাথনের চেহারার বর্ণনাও দিল,—"গভীর নীল চোখ, দোহারা গড়ন ও সোনালি চুলের সুন্দর যুবক জোনাথন।" আমি নিশ্চিত জোসি এভাবেই তাদের কাছে ওর বর্ণনা দিয়েছিল। জোনাথনকে আশ্রয়দানকারীকে মৃত্যুদণ্ড এবং বিশ্বাসঘাতককে পুরস্কার প্রদানের কথা আবারো শুনতে পেলাম।

একদিকে যখন ভেদের ও কাদের চারদিকে শিঙা ফুঁকে ঘোষণা জারি করে ঘোড়ায় চড়ে নিষ্ক্রান্ত হলো, অন্যদিকে তখন লোকজন ম্যাথিয়াসের বাড়িতে এসে জড়ো হচ্ছিল জোনাথনকে বিদায় জানাতে। সে যা যা করেছে তার জন্য ধন্যবাদ দিল। এসব কাজের সবটুকু হয়তো আমি কখনোই জানতে পারবো না।

"তোমাকে আমরা কখনো ভুলবো না", তারা অশ্রুসিক্ত চোখে বললো। রুটি নিয়ে এসে জোনাথনকে দিল, যদিও তাদের নিজেদেরই খাবার বিশেষ ছিল না।

"এগুলো তোমার দরকার হবে, কারণ তুমি যাচ্ছো এক ভীষণ কঠিন ও বিপজ্জনক অভিযাত্রায়", তারা বললো। তারপর সবাই দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়লো, যাতে ভেদের ও কাদের প্রচারিত ঘোষণা আবারো তারা শুনতে পায়। এতে বেশ মজা পাচ্ছিল তারা।

ম্যাথিয়াসের বাড়িতেও সৈন্যরা এসেছিল। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে রান্নাঘরের একটি টুলের ওপর স্থির হয়ে বসেছিলাম। নড়াচড়া করারও সাহস ছিল না আমার, কিন্তু ম্যাথিয়াস বুকের পাটা দেখাল বটে।

সে জিগ্যেস করলো, "এখানে কি খুঁজছো। লায়নহার্ট যুবকটার অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না আমার। তোমরাই এটা বানিয়েছো, অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়েছো লোকজনের বাড়িঘর তল্লাশি ও তাদের হেনস্থা করার জন্য।"

সেই হেনস্তাই ওরা শুরু করলো। বিছানার সব তোশক-চাদর টেনে তুলে ফেললো মেঝের ওপর। তারপর তারা তাকটা লণ্ডভণ্ড করে ফেললো, ছুঁড়ে ফেলে দিল সেখানে রাখা সব জিনিসপত্র, যা সত্যিই খুব হাস্যকর ছিল। তারা কি সত্যিই ভেবেছিল যে জোনাথন ঐ তাকের ভেতর লুকিয়েছিল?

"এবার কি তোমরা হাঁড়ি-পাতিল রাখার জায়গাটাও দেখবে", ম্যাথিয়াস জিগ্যেস করলো। সৈন্যরা বেশ ক্ষুব্ধ হলো।

তারপর তারা রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে দেয়ালের তাকে হামলে পড়লো। আমি টুলের ওপর বসে থাকলাম। শরীরের ভেতর একটা ঘৃণা পাক দিয়ে উঠছিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় আমরা উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম, জোনাথন এবং আমি। আমি ভাবছিলাম, তারা যদি এখন তাকে খুঁজে পায়, তাহলে আমি কি করবো। ঘটনা এতো নির্মম হতে পারে না যে, কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় অবস্থানের শেষ মুহূর্তে তারা জোনাথনকে খুঁজে পাবে।

ম্যাথিয়াস পুরনো কাপড় এবং আজেবাজে জিনিস দিয়ে দেয়ালের তাক ভরে রেখেছিল, যাতে ভেতরের শব্দ বাইরে না আসে। ওরা সমস্ত কিছু রান্নাঘরের মেঝের ওপর জড়ো করলো।

এরপর সৈন্যদের কাণ্ড দেখে আমি এমন চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম যেন গোটা বাড়িটিই ভেঙে পড়ে। হ্যাঁ, কারণ সৈন্যদের একজন তাকে কাঁধ লাগিয়ে সেটা উল্টাতে চাইছিল। কিন্তু আমার ভেতর থেকে কোনো চিৎকার বের হলো না। আমি টুলের ওপর পাথরের মতো বসে রইলাম এবং কেবল ঘৃণা বোধ করলাম। ঘৃণা করলাম ঐ লোকটির সবকিছুকে, তার তামাটে হাত ও মোটা ঘাড় এবং কপালের ওপরের দাগকে। আমি ঘৃণা করতে লাগলাম কেননা আমি জানতাম যে, এখনই সে গুহার মুখের খিড়কি দরজা দেখতে পাবে এবং তার মানেই হলো জোনাথনের সব শেষ।

কিন্তু তক্ষুণি একটা চিৎকার ভেসে এলো। ম্যাথিয়াস চিৎকার করে বলছিল, "দেখ, আগুন লেগেছে। টেঙ্গিল কি বলেছে যে তোমরা বাড়িতে আগুন দেবে?"

আমি বুঝতে পারলাম না কিভাবে আগুন লাগলো, কিন্তু এটা তো সত্য যে মেঝেয় স্তূপ করা পশমি কাপড়ে আগুন লেগেছিল এবং সৈন্যরা তাড়াতাড়ি তা নেভাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রথমে লাফিয়ে পড়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে এবং অবশেষে সবাই মিলে পানি ঢেলে আগুন নেভালো। ম্যাথিয়াস তবু তাদের ওপর ভয়ানক রেগে ছিল।

"তোমাদের কি মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই?" সে বললো, "উনুনের পাশে মেঝের ওপর এমন করে পশমি কাপড় ছুঁড়ে ফেলে আগুন লাগাতে কে বলেছে?

www.BanglaBook.org

এরকম করলে আগুন তো জ্বলে উঠবেই লেলিহান হয়ে"—সে পাগলের মতো করতে লাগলো।

"চুপ করো বুড়ো", কপালে দাগওয়ালা সৈন্যটি বললো, "তা না হলে তোমার মুখ বন্ধ করার অনেক উপায় জানা আছে আমাদের।"

কিন্তু ম্যাথিয়াস মোটেই ভীত হলো না।

"এখন আশা করি তোমরা সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবে"— সে বললো, "দেখতো ঘরটার কি দশা করেছো? ঠিক যেন একটা শুয়োরের খোঁয়াড়।"

লোকগুলোকে সেখান থেকে সরানোর জন্য এ ছিল চমৎকার উপায়।

"তোমাদের খোঁয়াড় তোমরাই পরিষ্কার করো—" কপালে দাগওয়ালা সৈন্যটি একথা বলে সবার আগে বাইরে বেরিয়ে গেল। অন্যেরা তাকে অনুসরণ করলো। তাদের পেছনে হাট করে খোলা রইলো দরজা।

"ব্যাটাদের কোনো আক্কেল নেই", ম্যাথিয়াস বললো।

"ভাগ্য ভালো যে আগুন লেগেছিল", আমি বললাম, "জোনাথনের কি ভাগ্য ভেবে দেখো।"

ম্যাথিয়াস আঙুলের মাথায় ফুঁ দিচ্ছিল।

"হ্যাঁ—মাঝে মাঝে একটু-আধটু আগুন লাগা ভালো। তবে জ্বলন্ত কয়লা চুলো থেকে আঙুল দিয়ে তুলে আনলে তা একটু পুড়বেই।"

কিন্তু তখনও দুঃখের শেষ হয় নি। তারা আস্তাবলেও জোনাথনকে খুঁজলো এবং তারপর ফিরে এসে ম্যাথিয়াসকে বললো, "বুড়ো, তোমার দুটো ঘোড়া আছে। কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় কেউ একটার বেশি ঘোড়া রাখতে পারে না, তুমি তা জানো। আমরা সন্ধ্যাবেলায় একজন লোক পাঠাবো। সে কপালে সাদা দাগওয়ালা ঘোড়াটা নিয়ে যাবে টেঙ্গিলের জন্য।"

"কিন্তু ওটা তো এই বাচ্চা ছেলেটার ঘোড়া", ম্যাথিয়াস বললো।

"হ্যাঁ, তবে এখন থেকে সেটা টেঙ্গিলেরই ঘোড়া।"

সৈন্যটির কথা বলা শেষ হতেই আমি কাঁদতে শুরু করলাম। এই সন্ধ্যাতেই আমরা কাঁটাগোলাপ উপত্যকা ছেড়ে চলে যাবো, জোনাথন আর আমি। আমাদের দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথও প্রস্তুত। কিন্তু আগে আমি কখনোও ভাবি নি গ্রিম ও ফিয়ালার আমাদের সাথে কিভাবে যাবে। তারা তো আর সুড়ঙ্গের ভেতর হামাগুড়ি দিতে পারবে না। আমি এতো বোকা যে আগে বুঝি নি আমাদের ঘোড়া ম্যাথিয়াসের কাছে রেখে যেতে হবে। সেটাই আমাদের জন্য বড় দুঃখের কারণ ছিল। আর এখন আরো মন্দ ব্যাপার ঘটছে কেন? আমি বুঝতে পারছিলাম না টেঙ্গিল ফিয়ালারকে নিয়ে যাবে শুনে আমার মন ভেঙে পড়ছিল না কেন।

লোকটা একটা ছোট কাঠের টুকরো পকেট থেকে বের করলো এবং ম্যাথিয়াসের নাকের ডগার সামনে ধরলো।

"এখানে"—সে বললো, "এখানে তুমি তোমার বাড়ির দাগা দিয়ে দাও।"

"কেন দেবো", ম্যাথিয়াস জিজ্ঞাসা করলো।

"দেবে, তার মানে তুমি খুশি মনে একটি ঘোড়া টেঙ্গিলকে দিলে।

"আমি মোটেই খুশি হই নি", ম্যাথিয়াস জবাব দিল।

এবার সৈন্যরা তাদের তলোয়ার বের করলো।

"তুমি অবশ্যই দাগা দেবে—এখানে বাড়ির দাগা বসাতে পেরে বরং আনন্দিত হও। তাহলে কথা ঠিক থাকলো, কারমানিয়াকা থেকে আসা লোকটাকে কাঠের টুকরোসহ এই ঘোড়াটি আজ সন্ধ্যায় দিয়ে দেবে। টেঙ্গিলের কাছে প্রমাণ থাকা চাই যে, তুমি এই ঘোড়া স্বেচ্ছায় দান করেছো, বুঝলে হে, বুড়ো"—বলতে বলতে ম্যাথিয়াসকে ঠেলে সে প্রায় ফেলে দিচ্ছিল।

ম্যাথিয়াস কি আর করতে পারে? সে বাড়ির দাগা লিখে দিল এবং সৈন্যরা চলে গেল জোনাথনকে অন্য কোথাও খুঁজবার জন্য।

ম্যাথিয়াসের সাথে সেটা ছিল আমাদের শেষ সন্ধ্যা। শেষবারের মতো আমরা তার টেবিলে বসলাম এবং শেষবারের মতো সে আমাদের স্যুপ পরিবেশন করলো। আমরা তিনজনই দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলাম। সবচেয়ে বেশি আমি। আমি কাঁদছিলাম, ফিয়ালারের জন্য, ম্যাথিয়াসের জন্য। সে প্রায় আমার সত্যিকার দাদার মতো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে ছেড়ে যেতে হবে। আমি আরো কাঁদলাম এই জন্য যে, সৈন্যরা এসে যখন আমার দাদাকে ধাক্কা দিল, দুর্ব্যবহার করলো, আমি এতোটা ছোট এবং ভীত হওয়ার কারণে কিছু করতে পারলাম না।

জোনাথন নীরবে বসেছিল ও ভাবছিল। তারপর হঠাৎ সে বললো : যদি আমি দরজা খোলার গুপ্ত বাক্যটা জানতাম।

"কোন্ বাক্যটা"— আমি জিগ্যেস করলাম।

"সদর দরজা দিয়ে ঢোকার ও বাইরে যাওয়ার সময় যে গুপ্তবাক্য উচ্চারণ করতে হয়, তা কি জানো?" জোনাথন জিগ্যেস করলো।

"হ্যাঁ, আমি জানি"— আমি বললাম। "কথাগুলো তো আমি জানি : 'সমস্ত ক্ষমতা টেঙ্গিলের, আমাদের ত্রাণকর্তা'। আমি জোসির কাছে তা শুনেছিলাম, বলি নি তোমাকে?"

জোনাথন স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর জোরে হাসতে শুরু করলো।

"জানো রাসকি তোমাকে আমি কতোটা ভালোবাসি"— সে বললো। আমি বুঝলাম না গুপ্তবাক্য শুনে কেন সে এতো খুশি। কারণ সে তো আর ঐ সদর দরজা দিয়ে যাবে না। কিন্তু এতো দুঃখের মধ্যেও এমন ছোট বিষয় দ্বারা তাকে আনন্দ দিতে পারলাম বলে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে গেল।

ম্যাথিয়াস ঘর পরিষ্কার করতে গেল, জোনাথন তার পেছন পেছন। অনেকক্ষণ তারা নিচু গলায় কিছু কথাবার্তা বললো। আমি বেশি কিছু শুনতে পারলাম না, শুধু জোনাথনকে বলতে শুনলাম, "যদি আমি অকৃতকার্য হই, তাহলে তুমি আমার

www.BanglaBook.org

ভাইকে দেখবে।"

তারপর সে আমার কাছে ফিরে এলো।

"শোনো রাস্‌কি"—সে বললো, "আমি পোটলাগুলো নিয়ে আগে চলে যাবো। তুমি এখানে ম্যাথিয়াসের সাথে অপেক্ষা করো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছ থেকে কোনো সঙ্কেত না পাও। বেশ সময় লাগবে, কারণ আমাকে আগে কিছু কাজকর্ম সেরে নিতে হবে।"

আমার কি যে খারাপ লাগতে শুরু করলো। আমি কখনো জোনাথনের জন্য প্রতীক্ষা সহ্য করতে পারি নি, বিশেষ করে যখন সবসময়ে ভয়ে ভয়ে থাকি। এখনও আমি ভীত ছিলাম। কারণ প্রাচীরের অপর পারে জোনাথনের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছিল কে জানে। সে কিই-বা করতে চাচ্ছে যাতে সে অসফল হবে বলে ভাবছিল?

"তুমি এতো ভয় করবে না, রাস্‌কি", জোনাথন বললো, "তুমি এখন কার্ল লায়নহার্ট, ভুলো না সেটা।"

তারপর সে আমাকে ও ম্যাথিয়াসকে দ্রুত বিদায় জানিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গোপন গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। আমরা তাকে সুড়ঙ্গ পথে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। সে হাত ইশারা করলো : শেষ যেটুকু দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশে তার হাত নাড়া।

এখন আমি ও ম্যাথিয়াস একা পড়ে গেলাম।

"মোটা ডোডিক, সে জানে না যে একজন তার প্রাচীরের তল দিয়ে এখনই চলে গেল"—ম্যাথিয়াস বললো।

"না, কিন্তু মনে করো সে যদি দেখে ফেলে, যখন জোনাথন মাটির ওপর মাথা তুলবে", আমি জিগ্যেস করলাম, "তাহলে তো সে ঐ মাথা লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ে মারবে।"

আমি অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে পড়লাম এবং আস্তাবলে ফিয়ালারের কাছে চলে গেলাম। শেষবারের মতো আমি তার কাছে সান্ত্বনা খুঁজলাম। কিন্তু কোনো সান্ত্বনা পেলাম না। মনে হলো এই সন্ধ্যার পর আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।

আস্তাবলের মধ্যে আবছা আলো। জানালাটা এতো ছোট যে খুব সামান্য আলো ভেতরে আসতে পারে, কিন্তু দেখলাম আমি দরজার কাছে আসতেই ফিয়ালার কি আগ্রহেই-না তার মাথা ঘুরালো। আমি কাছে গিয়ে তার গ্রীবায় হাত রাখলাম। আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, যা ঘটতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার কোনো কিছু করার ছিল না।

"হয়তো ব্যাপারটা আমারই ত্রুটি", আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "যদি আমি চেরি উপত্যকাতেই থাকতাম তাহলে টেঙ্গিল তোমাকে কখনোই পেতো না? মাফ করো আমাকে, ফিয়ালার মাফ করো। কিন্তু আমার আর কিছু করার ছিল না।"

আমার মনে হয় ফিয়ালার বুঝতে পেরেছিল আমি খুব বিষণ্ন। সে তার মুখ আমার নাকের কাছে নিয়ে এলো। সে চায় নি যে আমি কাঁদি।

কিন্তু তবু আমি কেঁদেছিলাম। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদেই চলেছিলাম,

যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার অশ্রু শুকিয়ে না যায়। তখন আমি তাকে শেষ ছোলাগুলো খাইয়ে দিলাম। অবশ্য দানাপানি সে গ্রিমের সঙ্গে ভাগ করেই নিল।

ফিয়ালারকে আদর করতে করতে অনেক ভয়ঙ্কর চিন্তা মনে ভর করছিল।

যে আমার ঘোড়া নিতে আসবে সে মরুকগে, আমি ভাবলাম। মারা পড়ুক সে নদীর এপারে আসবার আগেই। এরকম ইচ্ছা করাটা ছিল ভয়ঙ্কর। তবে তাতে কোনো কাজ হয় নি।

না, না, সে নিশ্চয় এতোক্ষণ পারাপারের নৌকায় উঠে গেছে, আমি ভাবলাম, যে-নৌকায় তারা তাদের সব লুটের মাল নিয়ে যায়। হয়তো এতোক্ষণে তারা পারে নেমে পড়েছে। হয়তো এখন তারা সদর দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকছে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই এখানে হাজির হবে। ফিয়ালার, আমরা কোথাও যদি পালিয়ে যেতে পারতাম, তুমি আর আমি।

আমি যখন এইসব ভাবছিলাম, কে একজন আস্তাবলের দরজা খুললো এবং আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু ভেতরে এলো ম্যাথিয়াস। সে অবাক হচ্ছিল ভেবে যে আমি এতোক্ষণ ধরে এখানে কি করছি। আমি খুশি হলাম যে আস্তাবলে আলো খুব কম। কেননা আমি যে আবার কেঁদেছিলাম তা সে দেখতে পারবে না। কিন্তু ম্যাথিয়াস সব বুঝলো এবং বললো :

"খুদে বালক, আমি যদি কোনোভাবে কিছু করতে পারতাম! তবে কোনো দাদাই এমন অবস্থায় তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তাই কাঁদতে চাইলে কাঁদো।"

তখন আমি পেছনে জানালার মধ্য দিয়ে দেখলাম, বাইরে কে একজন ম্যাথিয়াসের বাড়ির দিকেই আসছে। একজন টেঙ্গিলম্যান! যে ফিয়ালারকে নিয়ে যাবে।

"ঐ সে আসছে"—আমি চিৎকার করলাম, "ম্যাথিয়াস, সে এখন আসছে।"

ফিয়ালার হ্রেষারব করলো। সে পছন্দ করে নি আমার এই আর্তচিৎকার।

পর মুহূর্তে আস্তাবলের দরজা খুলে গেল এবং কালো শিরস্ত্রাণ ও কালো আলখাল্লা পরা একজন লোককে দাঁড়ানো দেখা গেল।

"না", চিৎকার করলাম আমি, "না, না।"

ততোক্ষণে সে আমার সামনে এসে পড়ে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

এটা করলো জোনাথন। কারণ এ-যে ছিল আসলে জোনাথন।

"তুমি তোমার নিজের ভাইকে চেনো না?" সে বললো। আমি তখন নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছি। সে আমাকে জানালার ধারে নিয়ে গেল, যাতে আলোতে আমি তাকে ঠিক ঠিক চিনতে পারি। তবু আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এই হচ্ছে জোনাথন। তাকে চেনা যাচ্ছিল না। তার চেহারা কদাকার, আমার চেয়েও কদাকার। চোখে পড়ার মতো সুদর্শন যে যুবক জোনাথনকে সৈন্যরা খুঁজছিল এ সে নয়। চুলগুলো তার ভেজা বিনুনির মতো ঝুলে ছিল, সোনার মতো আর জ্বলজ্বল করছিল না। ঠোঁটের নিচে এক অদ্ভুত প্রলেপ পড়েছিল। আর কেমন বোকা বোকা মনে হচ্ছিল। তার হাতে সময় থাকলে আমি হয়তো খুব একচোট

www.BanglaBook.org

হেসে নিতাম, কিন্তু জোনাথনের সত্যিই কোনো সময় ছিল না।

"তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি", সে বললো, "আমাকে এখুনি যেতে হবে। কারমানিয়াকার লোক নিশ্চয় ধারেকাছে কোথাও এসে গেছে।"

সে ম্যাথিয়াসের দিকে হাত বাড়ালো।

"কাঠের দাগা চিহ্নটা নিয়ে এসো"—সে বললো, "আমি নিশ্চিত জানি তোমরা এই ঘোড়া দুটো আনন্দের সাথে টেঙ্গিলকে দিয়ে দিয়েছো, তাই না?"

"হ্যাঁ, তুমি কি মনে করো", ম্যাথিয়াস বললো এবং কাঠের দাগা চিহ্ন তার হাতে গুঁজে দিল। জোনাথন সেটা জামার পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো।

"আমি সদর দরজায় এটা দেখিয়ে দেবো", সে বললো— "তাহলে সরদার প্রহরী বুঝবে যে আমি মিথ্যা বলি না।"

সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। আমরা দ্রুত ঘোড়ার পিঠে জিন বসালাম, এতো তাড়াতাড়ি আগে কখনো করি নি এবং এই সময়ের মধ্যে জোনাথন বললো কি করে সদর দরজার মধ্য দিয়ে সে এসেছে। ম্যাথিয়াস তা শুনতে চেয়েছিল।

"কাজটা ছিল খুব সহজ", জোনাথন বললো, "ঢোকার সময় ঠিক যেমন রাস্কি আমাকে শিখিয়েছিল, তেমনটি গুপ্তবাক্য বলেছিলাম— 'সমস্ত ক্ষমতা টেঙ্গিলের, আমাদের ত্রাণকর্তা'। সরদার প্রহরী আমাকে জিগ্যেস করলো, তুমি কোথা থেকে আসছো, কোথায় যাবে, কি তোমার কাজ? কারমানিয়াকা থেকে যাচ্ছি ম্যাথিয়াসের খামারে টেঙ্গিলের জন্য দুটো ঘোড়া আনবার জন্য, বলি আমি। যেতে পারো, সে বললো। ধন্যবাদ, আমি বললাম। তারপর তো এই এখানে এসে পড়লাম। কিন্তু আমাকে এখনই ঐ সদর দরজার মধ্যে দিয়েই বাইরে যেতে হবে, পরের টেঙ্গিলম্যানটি চলে আসার আগেই। তা না হলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়বে।"

আমি দ্রুত ঘোড়া দুটো আস্তাবল থেকে বের করলাম এবং জোনাথন লাফিয়ে ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলো। তার পেছনে ফিয়ালারকে দড়ি ধরে নিল।

"ম্যাথিয়াস, নিজের দিকে খেয়াল রাখবে"—সে বললো, "যতোক্ষণ আবার আমাদের দেখা না হয়।" তারপর ঘোড়া দুটোকে নিয়ে সে চলে গেল।

আমি চিৎকার করে বললাম, "আমার কি হবে? আমি এখন কি করবো?"

জোনাথন আমার উদ্দেশে হাত নাড়লো।

"ম্যাথিয়াসের কাছ থেকে জানতে পারবে", চেঁচিয়ে জবাব দিল সে।

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম তার চলে যাওয়ার দিকে। নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হচ্ছিল। কিন্তু ম্যাথিয়াস আমাকে সব বুঝিয়ে দিল।

"তুমি নিশ্চয় বোঝ যে, ঐ সদর দরজাটা তোমাকে পরিহার করতে হবে"— সে বললো, "অন্ধকার হলে তুমি হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাবে। ততোক্ষণে জোনাথন অন্য ধারে পৌঁছে যাবে এবং তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।"

"এতোটা নিশ্চিত কি করে হওয়া যায়?" আমি বললাম, "শেষ মুহূর্তে তো অন্য কিছু ঘটে যেতে পারে।"

www.BanglaBook.org

ম্যাথিয়াস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো।

"যে জগতে টেঙ্গিল বাস করে সেখানে নিশ্চিত বলে কিছু নেই", সে বললো, "কিন্তু যদি খারাপ কিছু ঘটে, তাহলে তুমি ফিরে আসবে এবং আমার সাথে এখানে থাকবে।"

আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা কেমন হবে। প্রথমে সেই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে একা একা হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া, একেবারে একা এ কাজ করাটাই কি ভয়ঙ্কর—এবং তারপর প্রাচীরের অপরদিকে বনের মধ্যে গিয়ে ওঠা এবং অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করা। অপেক্ষা থেকে শেষাবধি এটা বুঝতে পারা যে সবকিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তারপর আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসা এবং জোনাথনকে ছাড়া এখানে বাস করা!

আমরা আস্তাবলের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখন সব ফাঁকা। তখন হঠাৎ আমার মাথায় অন্য এক চিন্তা এলো।

"আচ্ছা ম্যাথিয়াস, যখন কারমানিয়াকা থেকে লোক আসবে এবং দেখবে আস্তাবলে তার জন্য কোনো ঘোড়া নেই, তখন তোমার কী হবে।"

"একটা ঘোড়া অবশ্য সে পাবে", ম্যাথিয়াস বললো, "এখন আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘোড়াটা ফেরত নিয়ে আসবো, যেটাকে আমি পড়শির খামারে সরিয়ে রেখেছিলাম। গ্রিম আস্তাবলে ছিল বলে তখন ঐ ঘোড়াটাকে সরিয়ে রেখেছিলাম।"

"ও, তাহলে লোকটি তোমার ঘোড়াটাই নেবে", আমি বললাম।

"চেষ্টা করে দেখুক না", ম্যাথিয়াস বললো।

ঠিক সময়মতো ম্যাথিয়াস তার ঘোড়াটা নিয়ে এলো। এর পরপরই ফিয়ালারকে নেয়ার জন্য লোকটি আসে। প্রথমেই সে আর সব টেঙ্গিলম্যানের মতো চেঁচামেচি শুরু করলো। চিৎকার করে গালাগালি করলো। কারণ আস্তাবলে মাত্র একটি ঘোড়া আর ম্যাথিয়াস ঘোড়াটা ছেড়ে দিতে চাইছিল না।

"এমন চেষ্টা করো না। আমাদের সবার নিজস্ব একটা ঘোড়া থাকার কথা, সেটা জানো নিশ্চয়। অন্যটা তো গলায় তরবারি ধরে দাগা লিখিয়ে তোমরা নিয়ে গেছো ইতোমধ্যে। তোমরা যদি সব তালগোল পাকিয়ে ফেল, একজন মোটা-মাথা যদি আরেকজনের খবর না জানো তবে আমি কি করতে পারি।"

ম্যাথিয়াসের ক্ষ্যাপামি কখনো কখনো টেঙ্গিলম্যানদের রাগিয়ে দেয়। আবার কখনো-বা তারা খুব কাবু ও নরম হয়ে যায়। যে লোকটি ফিয়ালারকে নিতে এসেছিল সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিহ্বল হয়ে পড়ে।

"কোথাও কোনো ভুল হয়েছে তাহলে", সে বললো এবং ফেরার পথ ধরলো। তাকে দেখে মনে হলো দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটানো কোনো কুকুর।

"ম্যাথিয়াস, তুমি কি কখনোই ভয় পাও না?" লোকটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে আমি জিগ্যেস করলাম।

"অবশ্যই পাই", ম্যাথিয়াস বললো। "হাত দিয়ে দেখতে পারো আমার বুক কেমন ঢিপঢিপ্ করছে", বলে সে আমার হাত ধরে তার বুকের কাছে নিল। "আমরা সবাই ভয় পাই", ম্যাথিয়াস বললো, "কিন্তু কখনো কখনো সেটা মোটেই প্রকাশ করা যায় না।"

তারপর সন্ধ্যা হলো এবং অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ম্যাথিয়াস ও কাঁটাগোলাপ উপত্যকা ছেড়ে যাওয়ার সময় আমার হলো।

"বিদায়, খুদে বালক", ম্যাথিয়াস বললো, "তোমার দাদাকে ভুলো না।"

"না কখনই না, কখনই আমি তোমাকে ভুলবো না", আমি বললাম।

তারপর সুড়ঙ্গে আমি একা নামলাম। আমি ঐ অন্ধকার দীর্ঘ সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম। ভয় দূর করতে সবসময় আমি নিজের সাথে নিজেই কথা বলছিলাম।

"না, নিকষ কালো হলেও কিছু যায় আসে না—না, তুমি শ্বাসরুদ্ধ হবে না; না, একদলা মাটি ধসে ঘাড়ের ওপর পড়লেও তার মানে এই নয় যে সারা পথই এরকম ধস নামবে তোমাকে বোকা বানাতে। না, না, যখন তুমি ওপরে উঠবে ডোডিক তোমাকে দেখতে পাবে না, সে তো কোনো বিড়াল নয় যে অন্ধকারে সবকিছু দেখবে। হ্যাঁ, এই তো সে, অবশ্যই জোনাথন, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই তো সে, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? সেই-তো, সেই-তো।"

এবং সত্যিই তাই। অন্ধকারে একটা পাথরের ওপর জোনাথন বসেছিল এবং তার একটু দূরে গ্রিম ও ফিয়ালার একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে।

"আচ্ছা, কার্ল লায়নহার্ট", সে বললো, "তুমি তাহলে এসেছো শেষতক।"

www.BanglaBook.org

বারো

সেই রাতে আমরা একটা ফার গাছের নিচে ঘুমিয়েছিলাম এবং সকালের আগেই জেগে উঠলাম। ঠাণ্ডা ছিল কাঁপুনি দেয়া, গাছের ফাঁকে ফাঁকে এমন নিবিড় কুয়াশা জমেছিল যে, আমরা কোনোমতে গ্রিম ও ফিয়ালারকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ধূসর আলোয় তাদের দুই ধূসর ভূতুরে ঘোড়ার মতো দেখাচ্ছিল। চারদিক সুনসান। প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। কেমন মন খারাপ করা পরিবেশ। আমি জানি না সেই সকালে কেন সবকিছু এতো বিষণ্ন, পরিত্যক্ত ও বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। শুধু জানি ম্যাথিয়াসের সেই গরম রান্নাঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য আমি আকুল ছিলাম। যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য বেশ বিচলিত ছিলাম। আমি সবকিছু ঠিক ভালো বুঝতেও পারছিলাম না।

আমি জোনাথনকে আমার ভাবনাগুলো বুঝতে দিলাম না। কে জানে, সে হয়তো আমাকে ফেরত পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। যতো বিপদই হোক সমস্ত কিছুর ভেতর জোনাথনের সাথেই থাকবে বলে আমি সবসময় প্রতীক্ষা করেছি।

জোনাথন আমার দিকে তাকালো এবং একটু মুচকি হাসলো।

"এমন চেহারা বানিয়েছো কেন, রাস্‌কি?"—সে বললো, "এটা তো কিছুই না, আরো খারাপ সময় আসবে সামনে।"

হ্যাঁ, এটা একটা সান্ত্বনা বটে! ঠিক তখনই সূর্য উঠলো আর কুয়াশা কেটে গেল। পাখিরা বনের মধ্যে কিচিরমিচির শুরু করলো। সমস্ত বিষণ্ন ও পরিত্যক্তভাব উবে গেল, একই সাথে সেই বিপজ্জনক ভাবটা অনেক কম বিপজ্জনক মনে হলো। আমিও একটু উষ্ণ হয়ে উঠলাম, সবকিছুই আগের চেয়ে ভালো মনে হতে লাগলো।

গ্রিম ও ফিয়ালারেরও হয়তো ভালো লাগছিল, কারণ তারা অন্ধকার আস্তাবল ছেড়ে এতোদিনে বাইরে বেরুতে পেরেছিল। নরম ও সবুজ ঘাসে আবার মুখ দিতে পেরেছিল। জোনাথন তাদের উদ্দেশে ছোট্ট একটা শিস দিল। শুনতে পেয়ে ঘোড়া দুটি এগিয়ে এলো।

জোনাথন তখনই চলে যেতে চেয়েছিল অনেক দূরে।

"ঐ কাজুবাদাম বনের পেছনেই আছে দেয়ালটা। আর আমার কোনো ইচ্ছাই

নেই ডোডিকের চোখ রাঙানি দেখার"— সে বললো।

আমাদের সুড়ঙ্গের মুখটা এসে উঠেছিল দুটো ঝোপের মাঝখানে। কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখ এখন আর দেখা যাচ্ছিল না, কারণ জোনাথন সেটা ডাল ও লতাপাতা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল। সে জায়গাটায় একজোড়া লাঠি গেড়ে চিহ্ন রেখে দিল, যাতে আমরা পথ আবার খুঁজে পাই।

"এ জায়গাটা চিনে রেখো", সে বললো, "মনে রেখো বড় পাথর আর ফার গাছটার কথা আমরা যেখানে ঘুমিয়েছিলাম, আর এই কাজুবাদামের ঝাড়। কেননা একদিন হয়তো আমরা এ পথে আসতে পারি। যদি...।"

তারপর সে আর বেশি কথা বললো না। আমরা আমাদের ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলাম এবং নীরবে চলতে লাগলাম।

একটা পায়রা হঠাৎ গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সোফিয়ার সাদা পায়রা এটি।

"ঐ তো আমাদের পালোমা"— জোনাথন বললো। এতো দূর থেকেও সে কিভাবে তাকে চিনতে পারলো আমি জানি না। আমরা অনেক অপেক্ষা করেছিলাম সোফিয়ার কাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্য। অবশেষে তার পায়রা ঠিকই এলো, যখন কি না আমরা প্রাচীরের বাইরে। সে সোজা ম্যাথিয়াসের বাড়ির দিকে উড়ে গেল। শিগগিরই সে আস্তাবলের বাইরে পায়রার খোপের কাছে নেমে আসবে। সেখানে তখন শুধু ম্যাথিয়াস থাকবে তার বার্তা পড়ার জন্য।

কি সংবাদ সেটা জোনাথন জানতে পারলো না। এটা তাকে পীড়িত করলো।

"কবুতরটা গতকাল যদি আসতো",— সে বললো, "তাহলে আমার যা জানার জানতে পারতাম।"

কিন্তু এখন আমরা কাঁটাগোলাপ উপত্যকা থেকে অনেক দূরে। আমাদের পেছনে প্রাচীর এবং টেঙ্গিলম্যানরা সর্বত্র জোনাথনকে খুঁজছিল।

"ঘুর পথে বনের মধ্য দিয়ে আমরা নদীর দিকে যাবো, তারপর আমরা তীর ধরে কারমা প্রপাত অনুসরণ করবো"— জোনাথন বললো।

"খুদে কার্ল, সেখানে এমন একটি জলপ্রপাত দেখতে পাবে, যা তুমি কখনই স্বপ্নেও কল্পনা করো নি।"

নাঙ্গিয়ালায় আসার আগে আমি স্বপ্ন বিশেষ দেখি নি, এখন যে বনের মধ্য দিয়ে চলছিলাম নিশ্চিতভাবে তেমন কোনো বনও কখনো দেখি নি। এটা সত্যিই বীরগাথায় বর্ণিত বনের মতো, তেমনি গভীর ও অন্ধকার এবং ছিল না কোনো চলাচলের পথের চিহ্ন। গাছপাছালির মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সোজা এগিয়ে যাওয়ার সময় ডালপালার ঝাপটা চোখেমুখে এসে লাগছিল। তবে আমি এটা উপভোগ করছিলাম। সূর্য উঁকি দিচ্ছিল মাঝে মাঝে, শুনছিলাম পাখির কলতান, পাচ্ছিলাম ভেজা গাছের, ঘাসের ও ঘোড়ার গন্ধ। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছিল জোনাথনের সাথে ঘোড়ায় চড়ে এভাবে চলা।

বাতাস ছিল সতেজ এবং শীতল। বনের মধ্যে ঘোড়ায় চলতে চলতে শরীর

গরম লাগছিল। এটা যে একটা উষ্ণ দিন হবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

শিগগিরই আমাদের অনেক পেছনে পড়ে রইলো কাঁটাগোলাপ উপত্যকা। আমরা গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলাম। বনের ভেতর একটু ফাঁকা জায়গা, তার চারপাশে বড় বড় গাছ, সেখানে আমরা একটা ছাইরঙা কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। গভীর বনের ঠিক মধ্যিখানে। এমন এক নির্জন জায়গায় কে বাস করতে পারে! কিন্তু কেউ নিশ্চয় সেখানে থাকে। কেননা চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছিল আর বাইরে চড়ে বেড়াচ্ছিল দুটি ছাগল।

"এখানে এলফ্রিদা বাস করে"— জোনাথন বললো, "আমরা অনুরোধ করলে সে হয়তো আমাদের কিছু ছাগলের দুধ দেবে।"

আমরা দুধ পেলাম যতোটা আমরা চাই। আমরা অনেকক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে এসেছি এবং পেটে কোনো দানাপানি পড়ে নি— তাই দুধ খেতে খুব ভালো লাগলো। এলফ্রিদার সিঁড়ির ধাপের ওপর বসে আমরা ছাগলের দুধ পান করলাম এবং আমাদের ব্যাগের ভেতর থেকে রুটি বের করে খেলাম। এলফ্রিদা কিছু পনির দিল। তাছাড়া বনের মধ্যে কুড়ানো জংলি স্ট্রবেরিও খেলাম। ভালোই লাগলো খেতে, পরিতৃপ্তি নিয়েই খেলাম।

এলফ্রিদা ছিল নাদুস-নুদুস দয়ালু নারী। সে একা থাকতো, শুধু ক'টি ছাগল আর একটি ছাইরঙা বিড়াল নিয়ে ছিল তার সংসার।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি প্রাচীরের ভেতরে বাস করছি না", সে বললো।

এলফ্রিদা কাঁটাগোলাপ উপত্যকার অনেক লোককে চিনতো। সে জানতে চাইলো এখনো তারা জীবিত আছে কি না। জোনাথন অনেকক্ষণ কথা বললো ওর সাথে, জোনাথনের কথা শুনে এলফ্রিদা বিষণ্ন হলো। কেননা বেশির ভাগ খবর ছিল এমন যা কোনো বৃদ্ধাকে নিশ্চিতই দুঃখভারাক্রান্ত করবে।

"কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় সবকিছু এখন তাহলে খুব করুণ দশা পেয়েছে"— এলফ্রিদা বললো, "টেঙ্গিল এবং কাটলাকে অভিশাপ দিই! সবকিছুই ঠিক থাকতো যদি সে কাটলাকে না পেতো।"

কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ ঢাকলো এলফ্রিদা। আমার মনে হলো সে কাঁদছিল।

আমি এ দৃশ্য দেখতে পারছিলাম না। আমি আরো কিছু জংলি স্ট্রবেরি খুঁজতে চলে গেলাম। কিন্তু জোনাথন অনেকক্ষণ সেখানে বসে থাকলো এবং এলফ্রিদার সাথে কথা বললো। আমি স্ট্রবেরি কুড়ানোর সময় চিন্তা করছিলাম—কে এই কাটলা এবং কোথায় থাকে সে? কখন আমি এসব জানতে পারবো?

আমরা শেষাবধি নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম। সময়টা ছিল ভরদুপুর। আকাশের মাঝখানে গনগনে আগুনের টুকরোর মতো সূর্য। জলের ভেতরে ছায়া পড়ে সেটা জ্বলজ্বল করছিল এবং হাজারও সূর্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে ভেসে পড়ছিল।

www.BanglaBook.org

আমরা খাড়া তীরে এসে দাঁড়ালাম এবং নিচে গভীর নদী দেখতে লাগলাম। কী অপরূপ সেই দৃশ্য! সেই প্রাচীন নদীর জল সবেগে কারমা জলপ্রপাতের দিকে বয়ে যাচ্ছিল, স্রোতে ফেনা ফেঁপে উঠছিল। যেন প্রবল জলরাশি নিয়ে নদী। সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল। আমরা দূরের জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে পেলাম।

আমরা চেয়েছিলাম পানিতে নেমে শরীর ঠাণ্ডা করি। গ্রিম ও ফিয়ালারকে ছেড়ে দেয়া হলো বনের ভেতর ঘুরে বেড়াতে। একটা ঝরনা খুঁজে নিয়ে পানি খেল ওরা। কিন্তু আমরা নদীতে গোসল করবো। সুতরাং সেই খাঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামলাম এবং গাছপালায় লেগে জামা-কাপড় প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। নদীর ধারে অনেকগুলো উইলো গাছ দেখতে পেলাম। একটা গাছ একেবারে নদীর ওপর বেড়ে উঠেছে। তার একটি ডাল বেঁকে জলের ওপর এসে পড়েছিল। আমরা সেই গাছের ডালে চড়ে বসলাম। জোনাথন দেখালো কি করে ডাল আঁকড়ে নিজেদের জলের মধ্যে নামাতে পারবো।

"কিন্তু হাত ছেড়ো না," সে বললো, "তাহলে কিছু বুঝবার আগেই কারমা জলপ্রপাতে পৌঁছে যাবে।"

আমি এতো শক্ত করে গাছের ডাল ধরেছিলাম যে আমার কবজি সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমি দোলা খাচ্ছিলাম ঐ ডাল ধরে এবং আমার শরীরের ওপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। এমন আনন্দদায়ক ও বিপজ্জনক স্নান আমি জীবনে কখনো করি নি। সমস্ত শরীরে আমি যেন কারমা জলপ্রপাতের টান অনুভব করছিলাম।

এরপর আমি আবার ডাল বেয়ে গাছের ওপরে উঠলাম। জোনাথন আমাকে গাছে চড়তে সাহায্য করলো। উইলোর মগ-ডালে বসে মনে হলো যেন একটা সবুজ ঘরে রয়েছি আমরা, যা জলের ওপরে ভাসছে। নদীর জল উত্তাল হয়ে নৃত্যপর ছিল আমাদের নিচে। হয়তো আমাদের বেঁধে রাখতে চাইছিল এবং আমাদের বোঝাতে চাইছিল, তেমন কোনো বিপদ আর নেই। কিন্তু পায়ের পাতা পানিতে নামাতেই স্রোতের প্রবল টান টের পেলাম। আমাকে স্রোত যেন টেনে নিতে চাচ্ছিল।

ঐখানে বসে থেকে ওপরে পারের দিকে চোখ পড়তেই আমি ভয় সেখানে। ওপরে ঘোড়সওয়াররা এসেছে, টেঙ্গিলের সৈন্যদল তাদের লম্বা বর্শা নিয়ে। কিন্তু জলপ্রপাতের গর্জনের জন্য আমরা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাই নি।

জোনাথনও তাদের দেখলো, কিন্তু ভয়ের কোনো চিহ্ন তার মধ্যে দেখলাম না। আমরা সেখানে চুপচাপ বসে রইলাম এবং অপেক্ষা করছিলাম যে তারা ঘোড়ায় চড়ে চলে যাবে। কিন্তু তারা গেল না। বরং থামলো, তারপর ঘোড়া থেকে নামলো। তারা কি এখন বিশ্রামের কথা ভাবছিল, নাকি অন্য মতলব আঁটছিল।

আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম, "তারা কি তোমার খোঁজে বেরিয়েছে?"

"না", জোনাথন বললো, "তারা কারমানিয়াকা থেকে আসছে এবং কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় যাবে। কারমা জলপ্রপাতের ধারে নদীর ওপর একটা ঝুলন্ত সেতু আছে, টেঙ্গিল তার সৈন্যদের সচরাচর ঐ পথেই পাঠায়।"

"কিন্তু তাদের ঠিক এখানে থামার কোনো দরকার ছিল না", আমি বললাম।

জোনাথনও সায় দিল।

"আমি চাচ্ছি না যে তারা আমাদের দেখুক এবং লায়নহার্টদের সম্বন্ধে মাথায় মজার ধারণা গ্রহণ করুক", সে বললো।

খাঁড়ির ওপর আমি ছয়জন সৈন্যকে দেখতে পেলাম। তারা কথা বলছিল, যেন কোনো কিছু নিয়ে তর্ক করছে। কিন্তু বিষয়টা কি তা বোঝা গেল না। কিন্তু তাদের একজন তার ঘোড়া ছুটিয়ে নদীর কাছে সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমরা তখন গাছের ভেতর ভালোভাবে লুকিয়ে ছিলাম।

অন্যরা চিৎকার করে তাকে বললো, "একাজ করো না পার্ক। তুমি ও তোমার ঘোড়া উভয়েই ডুবে যাবে।"

কিন্তু সে, যাকে তারা পার্ক বলে ডাকলো, শুধু উচ্চহাস্য করলো এবং পেছন ফিরে চিৎকার করে বললো : "তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি ঐ পাথর পর্যন্ত গিয়ে যদি ফিরে না আসতে না পারি তো তোমাদের মদ খাওয়াব বলে প্রতিজ্ঞা করছি।"

তখন আমরা বুঝলাম সে কি করতে যাচ্ছিল।

পার থেকে কিছুটা দূরে নদীর মধ্যে একটা পাথর উঁচিয়েছিল। নদীর ঢেউ তার চারপাশ দিয়ে ভেঙে পড়ছিল। জলের ওপর পাথরটার ছোট একটা অংশ বেরিয়ে ছিল। ওরা যখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছিল, তখন পার্ক নিশ্চয় ঐ পাথরটা দেখেছিল। এখন এই পাথরটাকে পার্ক তার লক্ষ্য বানিয়ে সেখানে পৌঁছে বাহাদুরি দেখাতে চাইছিল।

"আরে পাগল", জোনাথন বললো, "ও কি মনে করে ঘোড়াটা স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে পারবে?"

পার্ক ইতোমধ্যে তার আলখাল্লা, শিরস্ত্রাণ ও বুট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এখন সে ঘোড়ার পিঠে আসীন শুধু জামা ও ট্রাউজার্স পরে। সে জোর করে ঘোড়াকে নদীর ভেতর নামাতে চাইলো। এটা ছিল সুন্দর কালো একটা ঘোড়া। পাক চিৎকার ও শাপশাপান্ত করে নির্দেশ দিচ্ছিল। কিন্তু ঘোড়া তা মানতে অনিচ্ছুক ছিল। ঘোড়াটা ভয় পাচ্ছিল, পার্ক তাকে চাপড় মারলো। তার হাতে কোনো ছড়ি ছিল না, ঘোড়ার ঘাড়ে সে ঘুসি মেরে আঘাত করলো। আমি শুনতে পেলাম জোনাথন করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, ঠিক সেদিন চত্বরে যেমনটি করেছিল।

অবশেষে পার্ক যা চেয়েছিল তাই হলো। ঘোড়াটা হেষারব করলো। সন্ত্রস্ত হলেও সে জলের ভেতর নেমে গেল শুধু সেই পাগলটার কারণে। ভয়াবহ লাগছিল এইসব দেখতে। ঠিক তখুনি চোখের সামনেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। প্রাণপণ চেষ্টা করলো ঘোড়াটা, কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না নিজেকে—একসময় ভেসে গেল স্রোতের টানে।

"ঘোড়াটা স্রোতের টানে আমাদের কাছে এসে পড়বে", বললো জোনাথন, "পার্ক যা খুশি করতে পারে। কিন্তু ঘোড়াটাকে পাথরের কাছে সে কখনও নিতে পারবে না।"

ঘোড়াটা কিন্তু চেষ্টা করলো, সে সত্যিই চেষ্টা করলো। হ্যাঁ কি কঠিন সংগ্রামই-না সে করলো। এবং যখন সে বুঝতে পারলো নদীর স্রোত তার চেয়েও বেশি জোরদার, তখন কি যন্ত্রণাই-না সে অনুভব করলো।

অবশেষে পার্ক বুঝলো যে তার জীবনের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। তখন সে পারে উঠতে চাইলো, কিন্তু দেখলো ঘোড়াটা পারে উঠতে পারছে না। না, কারণ নদীর খরস্রোত তাকে কারমা জলপ্রপাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন পরিণতি পার্ক নামক লোকটির প্রাপ্য। কিন্তু ঘোড়াটির জন্য আমার মায়া হলো। সে এখন উপায়হীন। তারা দু'জনে আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত ভেসে যাচ্ছিল ঠিক জোনাথন যেমনটি বলেছিল। শিগগিরই তারা উধাও হয়ে যাবে। আমি দেখতে পেলাম পার্কের চোখে কি ভীতির ছাপ, সে জানতো কি ঘটতে চলেছে।

আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম জোনাথন কোথায়। এবং তার অবস্থা দেখে আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। কারণ সে ডাল ধরে দোলা খাচ্ছিল, জলের যতোটা সম্ভব কাছাকাছি গিয়ে ঝুলছিল উল্টোভাবে, পা বাঁকিয়ে বেড় দিয়ে নিজেকে আটকে নিয়েছিল ডালের সঙ্গে। যেই পার্ক তার কাছে এসে পড়লো জোনাথন তার চুল ধরে এমনভাবে টেনে তুললো, যাতে সে একটা ডাল ধরে ফেলতে পারে।

তারপর জোনাথন ঘোড়াটাকে ডাকলো : এসো ছোট্ট ঘোটকী, এসো এসো।

ঘোটকীটা ইতোমধ্যেই দূরে চলে যাচ্ছিল কিন্তু তবু সে জোনাথনের কাছে আসতে মরণপণ চেষ্টা নিল। এখন আর তার ঘাড়ের ওপর পার্ক নেই, তবে সে প্রায় ডুবে যেতে বসেছিল, কিন্তু জোনাথন কোনোক্রমে তার কেশর ধরে ফেললো এবং টানতে শুরু করলো। এ ছিল জীবনমৃত্যুর মধ্যে এক তীব্র লড়াই। কারণ নদী তার শিকার ছাড়তে চাচ্ছিল না। সে চেয়েছিল ঘোড়া এবং জোনাথন উভয়কেই।

আমি পার্কের দিকে তাকিয়ে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম—"ওদের সাহায্য করো, বুড়ো ষাঁড় কোথাকার, সাহায্য করো!"

পার্ক ডাল বেয়ে গাছের ওপর উঠে আরামে বসেছিল, ঠিক জোনাথনের কাছাকাছি। কিন্তু সাহায্য করবার প্রচেষ্টা বলতে সে কেবল চিৎকার করে চলছিল, "ঘোড়াটাকে ছেড়ে দাও! বনের ভেতর দেখেছি আরও দুটো ঘোড়া আছে, আমি বরং এটার বদলে ঐ দুটোর একটা নিয়ে নেবো। একে ছেড়েই দাও।"

মানুষ যখন ক্ষুব্ধ হয়, সে তখন শক্তিশালী হয়, এ কথাটি আমি সবসময় শুনেছি এবং সেই অবস্থায় বলা যায় পার্ক জোনাথনকে সাহায্যই করেছিল ঘোড়াটাকে শক্তভাবে আঁকড়ে রাখতে।

www.BanglaBook.org

জোনাথন শেষ পর্যন্ত রেগেমেগে পার্ককে বললো, "এই যে মোটাবুদ্ধি সৈনিক, আমার ঘোড়া চুরি করবে, এই জন্য তোমার জীবন বাঁচিয়েছি নাকি? লজ্জা করে না তোমার এমন কথা ভাবতে?"

পার্ক হয়তো-বা লজ্জা পেয়েছিল, আমি জানি না। সে কিছু বললো না, জিজ্ঞাসাও করলো না আমরা কারা! সে শুধু খাঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরে চলে গেল তার অসহায় ঘোড়াটাকে নিয়ে। শিগগিরই সে ও তার সৈন্যদল আড়ালে চলে গেল।

সেই সন্ধ্যাবেলাতে কারমা জলপ্রপাতের ধারে বনের মধ্যে কাঠ জড়ো করে আমরা আগুনের একটা কুণ্ডলি জ্বালালাম। আমি নিশ্চিত আমাদের এই জায়গায় জ্বালানো আগুনের মতো পৃথিবীর কোথাও কখনও আর আগুন জ্বলে নি। সে এক ভয়ানক জায়গা—অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর। পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে তেমন জায়গা আর কোথাও নেই বলে আমার বিশ্বাস। পাহাড়, নদী, প্রপাত সবই ছিল বিশালাকার। আবারও মনে হলো আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। আমি জোনাথনকে বললাম : "এটা বাস্তব হতেই পারে না! যেন এক দীর্ঘকালের লালিত কোনো স্বপ্নের অংশ।"

এরপর আমরা সেই ঝুলন্ত সেতুর ওপর দাঁড়িয়েছিলাম, যে সেতুটা টেঙ্গিল বানিয়েছিল। কারমানিয়াকা ও নাঙ্গিয়ালাকে যুক্ত করেছিল সেতুটি। সেতুর নিচে সবেগে নদী বয়ে চলেছিল, তারপর কারমা জলপ্রপাতের দিকে আরো প্রচণ্ড ও তীব্র বেগে ধাবিত হচ্ছিল।

আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম, "কেমন করে মানুষ এমন ভয়ঙ্কর গভীর জায়গায় সেতু বানাতে পারে?"

"আমিও জানতে চেয়েছিলাম", সে বললো, "সেতুটি বানাতে কত লোক লেগেছিল, কত লোক চিৎকার করে নিচে কারমা জলপ্রপাতে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল তাও আমি জানতে চেয়েছিলাম।"

আমি কেঁপে উঠলাম, মনে হলো পাহাড়ের গায়ে তাদের চিৎকারের প্রতিধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।

আমরা এখন টেঙ্গিল রাজ্যের খুব কাছে। সেতুর অপর পারে একটি পাহাড়ি বনপথ এঁকেবেঁকে অনেক ওপরে চলে গেছে, ঐ প্রাচীন পাহাড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে কারমানিয়াকাতে।

"ঐ পথ ধরে চললে তুমি টেঙ্গিলের দুর্গে পৌঁছে যাবে"—জোনাথন বললো।

আমি আবারো ভয় পেলাম। কিন্তু ভাবলাম আগামীকাল যা হওয়ার হবে—এই সন্ধ্যায় আমি বনের মধ্যে এই আগুনের ধারে বসে থাকবো জোনাথনকে নিয়ে, জীবনে প্রথমবারের মতো।

জলপ্রপাতের অনেক উঁচুতে সেতুর কাছে একটা পাথরের আড়ালে আমরা

www.BanglaBook.org

আগুন জ্বালিয়েছিলাম। আমি সবকিছুর দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম, যাতে টেঙ্গিল রাজ্যে যাওয়ার সেতু দেখতে না হয় এবং কোনো কিছুই দেখতে না হয়। আমি কেবল দেখছিলাম পাথরের গায়ে আছড়ে পড়া আগুনের কণিকাগুলো। সে ছিল এক দারুণ সুন্দর এবং কিছুটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এরপর আমি জোনাথনের সুদর্শন, সদয় মুখখানি আগুনের আলোয় দেখলাম। একটু দূরে দাঁড়ানো বিশ্রামরত ঘোড়াদেরও দেখলাম। এবারের ক্যাম্পফায়ারটা গেলবারের চেয়ে অনেক ভালো, আমি বললাম, "কারণ এখন আমি এখানে বসে আছি তোমার সাথে, জোনাথন।"

যেখানেই থাকি না কেন, আমি অত্যন্ত নিরাপদ অনুভব করতাম যতোক্ষণ জোনাথন আমার সাথে থাকে। আমি খুশি যে, তার সাথে অবশেষে আমি অন্তত একটা ক্যাম্পফায়ারে বসতে পেরেছিলাম। যখন পৃথিবীতে বাস করতাম তখন অনেক রাত আমরা এই কথা আলোচনা করেছি।

"তোমার কি মনে আছে জোনাথন, তাঁবুর আগুন এবং বীরগাথার দিনগুলোর কথা?" জোনাথনকে আমি জিগ্যেস করলাম।

"হ্যাঁ, আমি মনে করতে পারি," জোনাথন বললো, "কিন্তু আমি তখন জানতাম না যে এখানে এই নাঙ্গিয়ালায় এমন সব অশুভ বীরগাথার ঘটনা থাকবে।"

"এমনটি হওয়ার কথা ছিল কি?" আমি জিগ্যেস করলাম।

সে কিছুক্ষণ নীরব থাকলো এবং আগুনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো : "না, যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন নাঙ্গিয়ালাও এমন একটি দেশ হয়ে যাবে, যেখানে বীরগাথাগুলো সব সুন্দর হবে এবং জীবন হবে সরল সাদাসিধে। যেমনটি আগে ছিল।"

আগুন ঝলসে উঠলো এবং সেই আলোতে জোনাথনকে কেমন ক্লান্ত ও বিষণ্ন দেখালো।

"কিন্তু শেষ যুদ্ধ, রাস্‌কি, হবে মৃত্যু এবং মৃত্যু এবং আরও মৃত্যুর অশুভ বীরকাহিনী। তাই ওরভারকে অবশ্যই দিতে হবে এ-যুদ্ধের নেতৃত্ব, আমি নই। কারণ আমি কাউকে হত্যা করবার জন্য উপযুক্ত নই।"

হ্যাঁ, আমি জানি তুমি সেই কাজের যোগ্য নও, ভাবলাম আমি।

তারপর আমি তাকে জিগ্যেস করলাম : "তুমি সেদিন পার্কের জীবন রক্ষা করলে কেন? কাজটা কি খুব ভালো ছিল?"

"কাজটা ভালো না মন্দ আমি জানি না", জোনাথন বললো, "কিন্তু কিছু কাজ আছে যা মানুষকে করতেই হয়, না হলে সে মানুষই নয়, বুঝলে।"

"কিন্তু ধরো সে যদি তোমার পরিচয় জেনে যেত আর যদি তোমাকে ধরে ফেলতো?"

"হ্যাঁ, তাহলে তারা লায়নহার্টকে ধরে ফেলতো। কোনো নোংরা আবর্জনার দলা নয়", জোনাথন বললো।

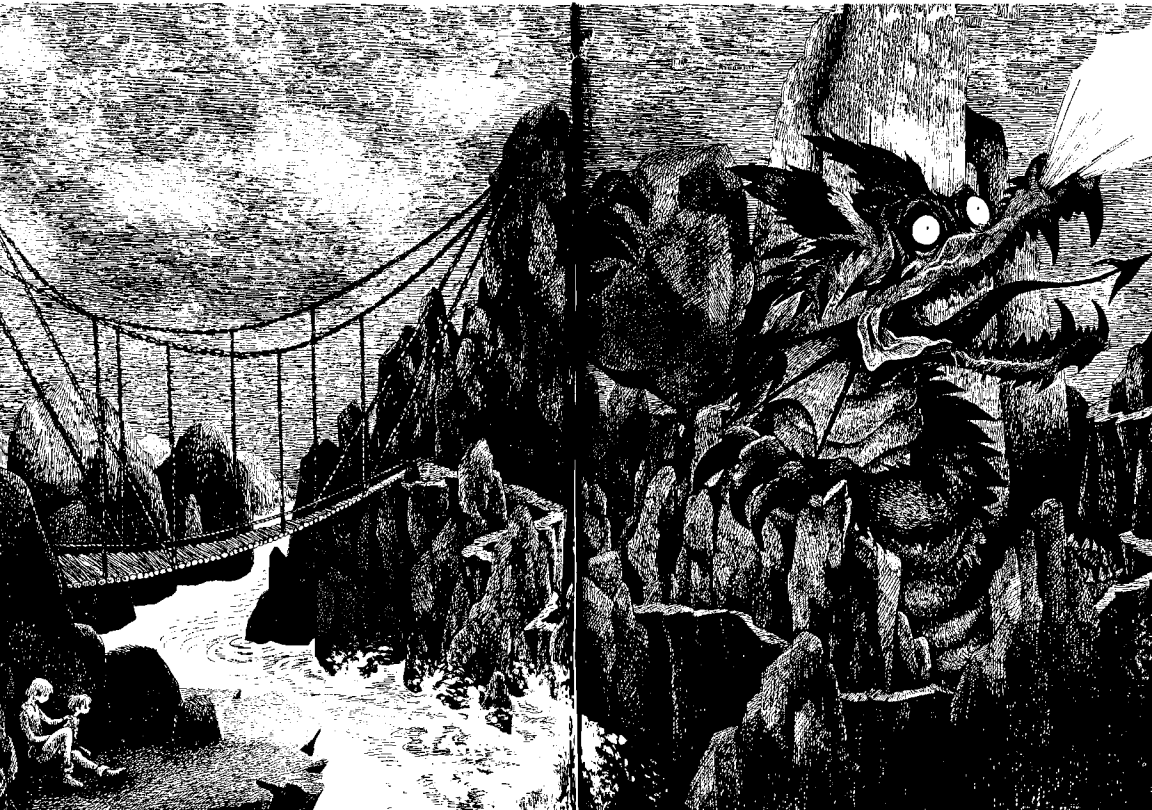

আমাদের আগুন নিভে এসেছিল। অন্ধকার উপত্যকাকে গ্রাস করলো। প্রথমে এমন একটা গোধূলি যা সবকিছুকে কিছুক্ষণের জন্য সুন্দরভাবে মায়াবী করে তুললো। কিন্তু তারপর নেমে এলো নিকষ কালো অন্ধকার, যে অন্ধকারে মানুষ কারমা জলপ্রপাতের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না এবং কোথাও সামান্য আলোর রেখাও দেখা যায় না।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে জোনাথনের যতো কাছে যাওয়া যায়, গেলাম। আমরা পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিলাম এবং অন্ধকারে কথা বলছিলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম না, কিন্তু এক অদ্ভুত অস্বস্তি আমাকে ঘিরে ধরলো। আমাদের ঘুমানো উচিত, জোনাথন বললো। কিন্তু আমি জানতাম আমি ঘুমাতে পারবো না। আমি সেই অদ্ভুত অস্বস্তির কারণে কথা বলতেও পারছিলাম না। অন্ধকারের কারণে নয়, অন্য কিছুর জন্য এমনটা হচ্ছিল। তবে সেটা কি আমি বুঝতে পারছিলাম না। তবে আর যাই হোক জোনাথন তো আমার সাথে ছিল।

হঠাৎ আকাশে বিজলি চমকে উঠলো। এরপর শুরু হলো বজ্রগর্জন। একটা বাজ পাহাড়ের গায়ে গুমগুম করে উঠলো। ঝড় আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আবহাওয়া খারাপ হতে থাকলো, তবে এতটা খারাপ হতে পারে, ভাবতে পারি নি। পাহাড়ের ওপর প্রতিধ্বনিত হওয়া বজ্রের প্রবল গর্জন এমন কি কারমা জলপ্রপাতের আওয়াজকেও ঢেকে দিল। বিজলির আলো একে অন্যকে যেন তাড়া করছিল। এক মুহূর্তে সবকিছু হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে পর মুহূর্তে ফের গভীরতর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল। কোনো প্রাগৈতিহাসিক রাত্রি যেন আমাদের ওপর নেমে এসেছিল।

তারপর ঘটলো প্রবল এক বিদ্যুৎ চমক, আগের সবগুলোর চেয়ে ভয়ঙ্কর এটা। সেই আলোর তীব্র ঝলসানি মুহূর্তের জন্য সবকিছু উদ্ভাসিত করে তুললো।

এবং তখন, সেই আলোতে, আমি কাটলাকে দেখলাম। হ্যাঁ, আমি কাটলাকে দেখলাম।

www.BanglaBook.org

তের

হ্যাঁ আমি কাটলাকে দেখেছিলাম এবং তারপর কি ঘটলো কিছুই আর জানা নেই। আমি নিকষ কালো অন্ধকারের গভীরে তলিয়ে গিয়েছিলাম, বজ্রবৃষ্টি থেমে না যাওয়া পর্যন্ত আমি জাগি নি। যখন জেগে উঠলাম, চুড়োর পেছনে তখন আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। আমি জোনাথনের কোলের ওপর মাথা রেখে পড়েছিলাম এবং আতঙ্ক আমাকে আচ্ছন্ন করলো আবার যখন মনে হলো সব— সেখানে, অনেক দূরে নদীর অপর পারে খাড়া পাথরের ধাপে কাটলা দাঁড়িয়েছিল, কারমা জলপ্রপাতের সোজা ওপরে। সেসব মনে পড়তেই আমার কান্না এলো। জোনাথন সান্ত্বনা যোগাতে চেষ্টা করলো।

"সে ওখানে আর নেই— এখন চলে গেছে।"

কিন্তু আমি কাঁদলাম ও তাকে জিগ্যেস করলাম :

"কাটলার মতো ভয়ঙ্কর কিছু কি আদৌ সত্য হতে পারে? কি এটা—দানব না আর কিছু?"

"হ্যাঁ, সে একটা দানব", জোনাথন বললো, "প্রাচীন যুগ থেকে উঠে-আসা দানব। টেঙ্গিলের মতোই নির্দয় সে।"

"টেঙ্গিল তাকে কোথায় পেয়েছে?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"সে কাটলা গুহা থেকে বের হয়ে এসেছে, সেটাই মানুষের বিশ্বাস", জোনাথন বললো, "প্রাগৈতিহাসিক কোনো এক কালে সে তার গহ্বরে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হাজার বছর সে ঘুমিয়েছিল এবং কেউ জানতো না যে সে সেখানে ছিল। কিন্তু এক সকালে সে জেগে উঠলো, সেই ভয়ঙ্কর সকালে সে হামাগুড়ি দিয়ে টেঙ্গিলের দুর্গে এসে পৌঁছলো। মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা ছুঁড়ছিল চারপাশে এবং তার চলার পথে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ছিল সব মানুষজন।"

"টেঙ্গিলকে সে কেন মারলো না"—আমি জিগ্যেস করলাম।

"টেঙ্গিল প্রাণের ভয়ে পালিয়েছিল। তার দুর্গের বড় বড় ঘরের মধ্য দিয়ে সে ছুটে চলছিল। কাটলা যখন তার একেবারে কাছে চলে আসে টেঙ্গিল তখন যুদ্ধের শিঙা বাজিয়ে সৈন্যদের ডাকে। সাহায্যের জন্য সে যখন শিঙা বাজায়..."

"তারপর কি হলো?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"তখন কাটলা হামাগুড়ি দিয়ে বাধ্য এক কুকুরের মতো তার কাছে এসে লুটিয়ে পড়লো। সেদিন থেকে সে টেঙ্গিলকে মেনে চলে। কেবল টেঙ্গিলকেই। টেঙ্গিলের যুদ্ধের শিঙাকে সে ভয় পায়। যখন টেঙ্গিল ঐ শিঙা বাজায় কাটলা তাকে অন্ধভাবে মান্য করে চলে।"

দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমশ। কারমানিয়াকার দূর পাহাড়ের চূড়োগুলোতে লাল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল কাটলার উদ্‌গারিত আগুনের মতোই। আমাদের এখন যেতে হবে কারমানিয়াকার দিকে। আমার ভয় করছিল। হ্যাঁ, কি অসম্ভব ভয়ই-না পাচ্ছিলাম আমি। কে জানতো কোথায় কাটলা বসে অপেক্ষা করছে, কোথায় আবাস ওর। ও যদি কাটলা গহ্বরে থাকে তাহলে কিভাবে ওরভারও সেখানে থাকে? আমি জোনাথনকে এসব প্রশ্ন করলে সে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো।

কাটলা গহ্বরে সে থাকতো না। সেখানে সে আর কখনো ফিরে যায় নি তার প্রাগৈতিহাসিক নিদ্রা ভঙ্গের পর। টেঙ্গিল তাকে ধরে কারমা জলপ্রপাতের ওপরের একটা গর্তে বন্দি করে রেখেছিল, একটা সোনার শেকল দিয়ে, জোনাথন বললো। সেখানেই সে থাকে। লোকজনের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে কেবল টেঙ্গিল তাকে বের করে।

"আমি কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় তাকে একবারই দেখেছিলাম"—জোনাথন জানালো।

"তখন কি তুমি চিৎকার করেছিলে", আমি বললাম।

"হ্যাঁ, আমি চিৎকার করেছিলাম"— সে জবাব দিল।

আমারে ভেতরে ভয় আরো বেড়ে গেল।

"আমার খুব ভয় করছে, জোনাথন। কাটলা আমাদের মেরে ফেলবে।"

সে আবার আমাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো।

"কিন্তু সে তো বন্দি। সে তো তার শেকল ভেঙে এখানে আসতে পারবে না। শেকল যতোটা লম্বা ততোটুকুই সে যেতে পারবে, খাড়া পাহাড়ের ওপর তাকে যেখানে তুমি দেখেছিলে তার বেশি নয়। সেখানে সে প্রায় সবসময় বসে থাকে নিচে কারমা জলপ্রপাতের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে।"

"কেন সে এমনটি করে?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি জানি না", জোনাথন বললো, "সে হয়তো কারমাকে খোঁজে।"

"কারমা কে?"— আমি জিগ্যেস করলাম।

"কারমা সম্বন্ধে এলফ্রিডা আমাকে বলেছে", জোনাথন বললো, "কেউ কখনও কারমাকে দেখে নি, সে আর নেই। তবে এলফ্রিডা বলে যে, ঐ জলপ্রপাতে প্রাচীনকালে কারমা বাস করতো। এবং কাটলা সে সময় তাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতো। সেই স্মৃতি কখনও কাটলা ভুলতে পারে নি। এ জন্যই সে এখনও সেখানে আগুনে দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকে।"

www.BanglaBook.org

"কে ছিল এই কারমা, এমন ভয়ঙ্কর জলপ্রপাতে কেমন করে সে আবাস গড়ে তুলেছিল"— আমি জিগ্যেস করি।

"সেও ছিল এক দানব", জোনাথন বললো, "বিশাল এক সামুদ্রিক সাপ, নদীর এক তীর থেকে আরেক তীর পর্যন্ত লম্বা সে, এলফ্রিডা আমাকে বলেছে এসব। কিন্তু সেটা একটা প্রাচীন কল্পকথা, বুঝলে।"

"সেটা হয়তো কাটলার চেয়েও রোমাঞ্চকর এক কল্পকথা", আমি বললাম।

এ-কথার কোনো উত্তর দিয়ে না জোনাথন বললো— "যখন তুমি বনের মধ্যে গিয়ে স্ট্রবেরি কুড়োচ্ছিলে এলফ্রিডা তখন আরো কি বলেছিল জানো? সে বলেছিল, সে যখন খুব ছোট ছিল, সবাই তখন কারমা ও কাটলার কথা বলে শিশুদের ভয় দেখাতো। কাটলা গুহার ড্রাগন ও কারমা জলপ্রপাতের সমুদ্রসর্পের গল্প সে বহুবার শুনেছে তার শৈশবে এবং পছন্দও করেছে। তার কাছে গল্পগুলো ভয়ের বলেই হয়তো আকর্ষণীয় মনে হতো। এটা ছিল এমনি এক প্রাচীনগাথা, যা বলে লোকজন সবসময়ে শিশুদের ভয় দেখাতো, এলফ্রিডা বলেছিল।"

"কাটলা কি তাহলে তার গুহার ভেতরেই থেকে যেতে পারতো না, এমনি গল্পগাথা হয়ে?"

"হ্যাঁ, এলফ্রিডাও তাই ভেবেছিল"—জোনাথন বললো।

আমি শিহরিত ও বিস্মিত হই এই ভেবে যে, কারমানিয়াকা একটা দানবে পরিপূর্ণ জায়গা। সেখানে আমি যেতে চাই না। কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে।

আমরা খাবারের ঝোলা খুলে পেট পুরে খেয়ে নিলাম। কিছু খাবার ওরভারের জন্য রেখে দিলাম। কারণ কাটলা গুহাতে তীব্র ক্ষুধা বিরাজ করে, জোনাথন বলেছিল।

গ্রিম ও ফিয়ালার পাহাড়ের ঢালুতে জমা বৃষ্টির পানি পান করলো। খাওয়ার তেমন কিছুই ছিল না। তবে সেতুর ধারে কিছু ঘাস গজিয়েছিল, সুতরাং আমার মনে হয় তারা মোটামুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেলো।

এরপর আমরা সেতুর ওপর দিয়ে চললাম কারমানিয়াকার দিকে, টেঙ্গিলের দেশে, দানবের দেশে। আমি এতো ভয় পেয়েছিলাম যে রীতিমতো কাঁপছিলাম। সেই দৈত্যের মতো সাপটি, আমি বিশ্বাস করছিলাম না যে সে এখনো আছে, যদি হঠাৎ তার গর্তের ভেতর থেকে ফোঁস করে ওঠে এবং সেতুর ওপর থেকে আমাদের জলপ্রপাতের মধ্যে নিয়ে ফেলে! তাছাড়া কাটলার ভাবনা আমাকে আতঙ্কিত করেছিল সবচেয়ে বেশি। হয়তো এতোক্ষণে সে টেঙ্গিলের প্রাচীন নদীতীরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তার ভয়াল নখর এবং মারাত্মক অগ্নিশিখা নিয়ে। কি যে ভয় করছিল আমার!

আমরা সেতু পার হয়ে গেলাম, কিন্তু কোথাও কাটলাকে দেখলাম না। সে তার পাথুরে ধাপের ওপরও দাঁড়িয়ে ছিল না।

আমি জোনাথনকে বললাম : "না, সে নেই।"

কিন্তু কাটলা সেখানে ছিল। ধাপের ওপর নয়, তার ভয়ঙ্কর মাথা উঁকি দিল এক বিরাট পাথর খণ্ডের পেছন থেকে, টেঙ্গিলের দুর্গে যাওয়ার পথের ধারে। আমরা আবার কাটলাকে দেখলাম। এবং সেও আমাদেরকে দেখলো। এমন এক চিৎকার দিল যা পাহাড় টলিয়ে দিতে পারে। তার মুখ থেকে বের হলো আগুনের হল্‌কা ও ধোঁয়া। ভয়ঙ্কর কাটলা তার শেকল ভাঙার জন্য হ্যাঁচকা টান দিচ্ছিল এবং বারবার হুঙ্কার করছিল।

গ্রিম ও ফিয়ালার এতো ভয় পেয়েছিল যে আমরা বহু কষ্টেও তাদের ধরে রাখতে পারছিলাম না। আমার ভয়ও কম ছিল না। আমি জোনাথনকে মিনতি করলাম যেন আমরা আবার নাঙ্গিয়ালাতেই ফিরে যাই। কিন্তু সে বললো—"আমরা ওরভারকে ফেলে চলে যেতে পারি না। ভীত হয়ো না, যতো টানাটানি করুক, কাটলা তার শেকল ছিঁড়ে আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।"

তবে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, সে বললো, কারণ কাটলার হুঙ্কার হলো একটা সঙ্কেত, যা দূরে টেঙ্গিলের দুর্গ থেকেও শোনা যায় এবং শিগগিরই আমরা টেঙ্গিলের এক দল সৈন্যের দেখা পাবো। তাড়াতাড়ি না করলে আমরা পালানোর সময় পাবো না কিংবা পাহাড়ের ভেতর লুকানোরও ফুরসত হবে না।

আমরা ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চললাম। সরু খাড়া এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি পথে ঘোড়ার ক্ষুরে স্ফুলিঙ্গ তুলে আমরা এঁকেবেঁকে চলছিলাম। আমি প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম পেছনে ঘোড়ার এগিয়ে আসার টগবগ শব্দ শুনবো এবং বর্শা, তীর ও তরবারি নিয়ে টেঙ্গিলের ধাবমান সৈন্যদের চিৎকার শুনবো। কিন্তু কেউ এলো না। কারমানিয়াকার পার্বত্য ও পাথুরে পথে কাউকে অনুসরণ করা অত্যন্ত কষ্টকর, পিছু ধাওয়াকারীকে যে-কেউ সহজেই বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারে। তাই হয়তো কেউ আসে নি।

অনেকক্ষণ চলার পর জোনাথনকে আমি জিগ্যেস করলাম : "কোথায় চলেছি আমরা?"

"কাটলা গুহার পথে, তুমি তো সেটা জানোই।" সে বললো, "আমরা প্রায় সেখানে পৌঁছে গেছি। তোমার সামনেই এখন কাটলা পাহাড়।"

ঠিক তাই। আমাদের সামনে ছিল উপরিভাগ সমতল অনুচ্চ এক পাহাড়, যার কিনারগুলো সোজা নেমে গেছে নিচে। কেবল আমাদের সামনের দিকটাতে পাহাড় ততো খাড়া নয় এবং আমরা চাইলে সহজে সেখানে আরোহণ করতে পারবো। আমরা সেটা চাইলাম বটে, কেননা আমাদের এই পাহাড় পেরোতে হবে। প্রবেশ পথটি পাহাড়ের অপর দিকে, নদীর ধারে, জোনাথন বললো। সেখানে কি ঘটে আমাকে দেখতে হবে।

"জোনাথন, তুমি কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করো যে আমরা কখনো কাটলা গুহাতে পৌঁছতে পারবো?" আমি জিগ্যেস করলাম।

জোনাথন তখন আমাকে বললো, গুহামুখ আগলে রাখা তামার সিংহদরজার

www.BanglaBook.org

কথা, টেঙ্গিলের সৈন্যরা যা দিনরাত পাহারা দেয়। তাহলে কিভাবে আমরা ভেতরে যাবো।

সে এর কোনো উত্তর দিল না। কেবল বললো যে, আমরা এখন আমাদের ঘোড়াগুলো লুকিয়ে রাখবো, কারণ ওরা পাহাড়ে উঠতে পারবে না। আমরা তাদেরকে কাটলা পাহাড়ের নিচে একটা খাড়ির আড়ালে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। ঘোড়া, মালপত্র, সবকিছু। জোনাথন গ্রিমের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলো এবং বললো :

"এখানে অপেক্ষা করো, আমরা শুধু খবরাখবর সংগ্রহের জন্য ঘুরতে যাবো।" ব্যাপারটা আমি মোটেই পছন্দ করি নি। কারণ আমি ফিয়ালারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই নি; কিন্তু তা না করে উপায় ছিল না।

পাহাড়ের ওপরের সমতলে পৌঁছতে আমাদের একটু সময় লাগলো এবং যখন শেষ পর্যন্ত আমি সেখানে পৌঁছলাম, তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জোনাথন বললো যে, আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারি। আমি তখুনি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। জোনাথনও তাই করলো। আমরা সেখানে পড়ে থাকলাম, কাটলা পাহাড়ের ওপরে। আমাদের মাথার ওপর বিশাল আকাশ। কাটলা গুহা ঠিক আমাদের নিচে। হ্যাঁ, ভাবতে অদ্ভুত লাগছিল যে আমাদের নিচে পাহাড়ের মধ্যে কোনোখানে সেই ভয়ঙ্কর গুহাটি অবস্থিত তার সব সুড়ঙ্গ ও খানাখন্দ নিয়ে, যেখানে অনেক মানুষকে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আর এখানে বাইরে রৌদ্রে প্রজাপতি উড়ছিল, ওপরে নীল আকাশে শুধু কয়েক খণ্ড সাদা মেঘ এবং আমাদের চারদিকে ছিল কেবল ফুল আর ঘাস। কাটলা গুহার মাথার ওপরেও ঘাস আর ফুল ফুটে, এটা বিস্ময়কর বটে।

আমার মনে হলো, যখন এতো লোকের মৃত্যু হয়েছে এই কাটলা গুহাতে, তাহলে ওরভারও হয়তো মারা গেছে। আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম সে এ ব্যাপারে কি ভাবে। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। কেবল একইভাবে শুয়ে থেকে স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সে যে কিছু ভাবছিল, তা আমি লক্ষ্য করলাম। অবশেষে সে বললো :

"যদি এটা সত্য হয় যে, কাটলা তার গুহাতে অনন্ত ঘুম ঘুমিয়েছিল, তাহলে যখন জেগে উঠলো তখন সে বাইরে এলো কিভাবে? তামার দরজা তো আগে থেকেই ছিল। টেঙ্গিল সবসময় কাটলা গুহাকে বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহার করেছে।"

"যখন কাটলা সেখানে ঘুমিয়েছিল তখনও", আমি বললাম।

"হ্যাঁ, কাটলা যখন ভেতরে ঘুমিয়েছিল"—জোনাথন বললো, "তবে সবার অগোচরে।"

আমি কেঁপে উঠলাম। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু আমি ভাবতে পারছিলাম না—কাটলা গুহাতে বন্দি থাকা এবং এমনি এক দানবের হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এগিয়ে

আসা লক্ষ্য করা।

কিন্তু জোনাথনের মাথায় অন্য চিন্তা।

"কাটলা হয়তো আর কোনো পথ দিয়ে বের হয়েছিল", সে বললো, "এবং ঐ পথ আমি অবশ্যই খুঁজে বের করবো, যতো দিনই লাগুক না কেন।"

বেশিক্ষণ আমরা বিশ্রাম নিতে পারলাম না, কারণ জোনাথন অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমরা পাহাড়ের ওপর দিয়ে আর কিছুটা দূরের কাটলা গুহার দিকে এগোচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে আমাদের অনেক নিচে নদী চোখে পড়লো, এর অন্য পারে নাঙ্গিয়ালা। হ্যাঁ, সেখানে যাওয়ার জন্য আমি উন্মুখ ছিলাম।

"দেখ জোনাথন"— আমি বললাম, "আমি উইলো গাছটি দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমরা গোসল করেছিলাম। ঐ যে নদীর অপর পারে।"

কিন্তু জোনাথন আমাকে নীরব থাকতে ইশারা করলো। তার আশঙ্কা ছিল কেউ আমাদের কথা আবার না শুনে ফেলে। আমরা এখন গুহার খুব কাছে এসে পড়েছিলাম। এখান থেকে কাটলা পাহাড় শেষ হয় আড়াআড়ি খাঁড়িতে। আমাদের নিচ বরাবর পাহাড়ের গায়ে রয়েছে তামার দরজা, কাটলা গুহায় প্রবেশের পথ। জোনাথন বললো, "অবশ্য সেটা এখানে ওপর থেকে দেখা যায় না।"

তবে আমরা পাহারাদার সৈন্যদের দেখতে পেলাম। তিনজন টেঙ্গিলম্যান, তাদের কালো শিরস্ত্রাণ দেখেই আমার বুক ঢিপঢিপ করতে শুরু করলো।

আমরা বুকে ভর দিয়ে হিঁচড়ে সেই খাঁড়ির একেবারে কিনার পর্যন্ত গেলাম, যাতে ওপর থেকে তাদের ভালো করে দেখতে পাই। তারা যদি ওপরে তাকাতো তবে অনায়াসেই আমাদেরকে দেখতে পেতো। কিন্তু এদের চেয়ে খারাপ পাহারাদার বোধ হয় আর ছিল না। অন্যেরা হলে হয়তো এদিক-সেদিক তাকাতো। কিন্তু এরা শুধু বসে বসে পাশা খেলছিল, কোনো কিছুর পরোয়া ছিল না তাদের। ঐ তামার দরজা দিয়ে যেহেতু কেউ পার হতে পারবে না, তাই নজর রাখার কি দরকার?

ঠিক তখনই আমরা দেখলাম নিচে দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল এবং কেউ গুহার বাইরে এলো—সে ছিল আরেকজন টেঙ্গিলম্যান। একটা খালি বাটি তার হাতে ছিল। বাইরে এসে সেটা সে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো। তার পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং দরজাটা তালাবদ্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম।

"ব্যাস্, শুয়োরটাকে খাওয়ানো হলো শেষবারের জন্য"—সে বললো।

অন্য সকলে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো এবং তাদের একজন বললো : "সে যদি জানতে পারতো যে আজ একটা বিশেষ দিন— তার জীবনের শেষ দিন? আশা করি তুমি তাকে বলেছিলে যে কাটলা তার জন্য অপেক্ষা করবে আজ রাতে আঁধার ঘনিয়ে এলে?"

"হ্যাঁ, আর জানো সে তখন কি বললো? হ্যাঁ তাই—সে বললো। তারপর শেষবারের মতো সে একটা শুভেচ্ছা বাণী পাঠাতে চাইলো কাঁটাগোলাপ

www.BanglaBook.org

উপত্যকার লোকজনের জন্য। কি লিখেছিল জানো! 'ওরভার মরে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার কখনো মৃত্যু হতে পারে না'।"

"সে বরং আজ রাতে কাটলাকে একথা বলতে পারে। জবাবটা ওর কাছ থেকেই পাবে।"

আমি জোনাথনের দিকে তাকালাম। সে নীল হয়ে গিয়েছিল বেদনায়।

"এসো", সে বললো, "আমরা এখান থেকে চলে যাবো।"

আমরা পাহাড়ের কিনার থেকে খুব নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে গেলাম। যতো তাড়াতাড়ি পারি সরে এলাম। যখন বুঝলাম যে আমরা তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে এসেছি, তখন এক দৌড় দিলাম। সারা পথ আমরা দৌড়ে এসেছিলাম। গ্রিম ও ফিয়ালারের কাছে আবার না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা থামি নি।

আমরা খাঁড়ির আড়ালের ফাঁকা জায়গায় আমাদের ঘোড়ার পাশে বসে থাকলাম, কারণ আমরা জানতাম না এরপর কি করবো। জোনাথনকে বিমর্ষ লাগছিল। তাকে কীভাবে সান্ত্বনা যোগাবো বুঝতে না পেরে আমারও খারাপ লাগছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম তার কতো দুঃখ ওরভারের জন্য। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, ওরভারকে সাহায্য করতে পারবে এবং এখন বুঝলো যে তা হয়তো সম্ভব হবে না।

"ওরভার, বন্ধু আমার, কোনোদিন তোমার সাক্ষাৎ পাই নি", সে বললো। "কাল সন্ধ্যাবেলায় তুমি মরে যাবে এবং তারপর নাঙ্গিয়ালার সবুজ উপত্যকাতে কি হবে?"

আমরা কিছু রুটি খেলাম গ্রিম ও ফিয়ালারের সাথে ভাগ করে। আমি খেতে চেয়েছিলাম ছাগলের দুধ, যা না খেয়ে আমরা জমা করে রেখেছিলাম।

"এখন নয়, রাস্‌কি" জোনাথন বললো, "আজ রাতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে তোমাকে তৃপ্তি ভরে খাওয়াবো। কিন্তু তার আগে না।"

অনেকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইলো এবং অবশেষে বললো— "খড়ের গাদায় সুই খোঁজার মতো ব্যাপার, এটা আমি জানি। কিন্তু আমরা তবু অবশ্যই চেষ্টা করবো।"

"কিসের চেষ্টা?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"কোন্ পথ দিয়ে কাটলা আসে সেটা খুঁজে পাওয়া", সে বললো।

যদিও সে নিজেও সেটা বিশ্বাস করে নি, আমি টের পাচ্ছিলাম। "আমরা যদি আরো কিছুদিন সময় পেতাম"— সে বললো, "তাহলে হয়তো আমরা পারতাম। কিন্তু আমাদের হাতে মাত্র একদিন সময়।"

ঠিক যখন ঐ কথাটা বলছিল জোনাথন, একটা কাণ্ড ঘটলো সেই অপরিসর জায়গায়। আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে দূরে পাহাড়ি দেয়ালের শেষ প্রান্তে-কতগুলো ঘন ঝোপঝাড় বেড়ে উঠেছিল। সেই ঝোপের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা ভীত শিয়াল দৌড়ে ঠিক আমাদের পাশ দিয়ে সরাৎ করে চলে গেল।

"কোথা থেকে এলো শেয়ালটা", জোনাথন বললো, "আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে...।"

সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। আমি শুধু বসে অপেক্ষা করতে

লাগলাম। কিন্তু এতো বেশি দেরি হচ্ছিল এবং চারদিক এতো বেশি নীরব ছিল যে ভীষণ অস্বস্তি লাগতে শুরু করলো।

"কোথায় গেলে, জোনাথন?" আমি চিৎকার করলাম।

তখন জোনাথনের উত্তর পেলাম। উত্তেজনায় সে অধীর ছিল।

"জানো ঐ শিয়াল কোথা থেকে এসেছিল? পাহাড়ের খাদের ভেতর থেকে। বুঝলে রাস্‌কি, কাটলা পাহাড়ের মধ্যেখানে এক বিরাট গহ্বর রয়েছে।"

হয়তো আগে থেকেই প্রাচীন বীরগাথার সবকিছুর নিয়তি ঠিক করা ছিল। হয়তো সেই তখন থেকেই সিদ্ধান্ত ছিল যে কাঁটাগোলাপ উপত্যকার স্বার্থে জোনাথনই হবে ওরভারের ত্রাণকর্তা। হয়তো কতক গোপন কল্পনায়ক ছিল, যারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছিল আমাদের অজান্তেই। তা না হলে জোনাথন কাটলা গুহাতে সেই পথ খুঁজে পেল কেন ঠিক যেখানটায় আমাদের ঘোড়া দুটিকে রেখেছিলাম? কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় এসে অন্যসব বাড়ি থাকতে ম্যাথিয়াসের বাগানেই বা আমি হাজির হলাম কীভাবে। সেও ছিল এমনি এক নিয়তি-নির্দিষ্ট ব্যাপার।

গুহা থেকে কাটলার বের হওয়ার পথ : জোনাথন যেটা বের করেছিল, এইপথ সেটাই হবে। আমরা অন্য কোনো কিছু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একটা গর্ত ছিল— সোজা পাহাড়ি দেয়ালে। পরিসর এতো বেশি বড় নয়, কিন্তু একটা ক্ষুধার্ত ড্রাগনের পার হওয়ার মতো ফাঁক ছিল। জোনাথন বললো, "যদি সে হাজার বছর পর জেগে ওঠে এবং দেখে যে তার বেরুবার পথ একটা তামার দরজা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, তখন এই পথই সে বেছে নেবে।"

পথটা আমাদের জন্য মোটামুটি বড়ই। আমি সেই অন্ধকার গর্তের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। কতো ঘুমন্ত ড্রাগন আছে এই নিঝুমপুরীতে কে জানে। সেখানে প্রবেশ করে পা মাড়িয়ে দিলে তারা কেউ যদি জেগে ওঠে তবে কি হবে। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে এইসব ভাবছিলাম।

জোনাথনের হাত আমার কাঁধের ওপর অনুভব করলাম। "রাস্‌কি", সে বললো, "আমি জানি না অন্ধকারে আমার জন্য কি অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমি চললাম।"

"আমিও যাবো", আমি বললাম, যদিও কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

জোনাথন আমার গালে টোকা দিল তার আঙুল দিয়ে, মাঝে মাঝে যেমনটা সে করতো।

"তুমি কি নিশ্চিত যে এখানে ঘোড়াগুলোর সঙ্গে অপেক্ষা করবে না?"

"আমি কি বলি নি যে তুমি যেখানে যাও, আমি তোমাকে অনুসরণ করি", বললাম আমি।

"হ্যাঁ, তা তুমি বলেছো", জোনাথন বললো। তাকে কিছুটা খুশি মনে হলো।

"আমি তো তোমার সাথি হতে চাই", আমি বললাম— "যদি এজন্য পাতালপুরীতে যেতে হয় তবুও।"

www.BanglaBook.org

এরকম একটি পাতালপুরীই ছিল কাটলা গুহা। সেই কালো গহ্বর দিয়ে চলা যেন অশুভের ভেতর দিয়ে চলা, এক কালো স্বপ্ন যা থেকে মানুষ আর জেগে উঠতে পারে না। এ যেন সূর্যালোকে থেকে অন্তহীন অন্ধকারে চলে যাওয়া।

গোটা কাটলা গুহা একটা মৃত দানবের আবাস ছাড়া আর কিছুই না। আমি ভাবলাম, এখানে সম্ভবত হাজারো দানব ডিম ফুটে বের হয়েছিল। নিষ্ঠুর দানবরা এখান থেকেই হুঙ্কার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল আধিপত্য বিস্তারের জন্য এবং সামনে তাদের পথে যে প্রাণী পড়েছিল তাদেরকেই হত্যা করেছিল।

দানবের এমনি একটা আবাস আটকথানা হিসেবে মানাবে ভালো— টেঙ্গিল তাই ভেবেছিল। সে এখানে মানুষদের আটক করে যা করেছিল তা ভেবে আমি শিহরিত হলাম। মনে হলো গুহার বাতাস অতীতে এইসব নিষ্ঠুরতায় ভারি হয়েছিল। সেই অদ্ভুত নীরবতার মধ্যেও গুহার অনেক গভীর থেকে ফিসফিস শব্দ আসছিল, কাটলা গুহায় টেঙ্গিলের রাজত্বকালে সৃষ্ট সমস্ত ব্যথা, কান্না ও মৃত্যুর যন্ত্রণা আমি অনুভব করলাম। আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করতে চেয়েছিলাম সেও ফিসফিসানি শুনেছে কি না, কিন্তু করলাম না। হয়তো এসব আমারই কল্পনা মাত্র।

"রাস্‌কি, এখন আমরা যে পথ দিয়ে হেঁটে এগোব সেটা তুমি জীবনেও ভুলবে না", জোনাথন বললো।

সত্যিই তাই। পাহাড়ের গহ্বরের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে গুহার বন্দিশালায়, যেখানে ওরভার আটক ছিল তামার ফটকের ভেতরে। মানুষ যখন 'কাটলা গুহা' সম্বন্ধে বলাবলি করে, তখন এই গহ্বরের কথাই নিশ্চয় বোঝায়, জোনাথন বললো— কারণ অন্য কোনো গুহা সম্বন্ধে তারা জানতো না। আমরাও জানতাম না যে, সত্যি সত্যি এখানে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গুহায় পৌঁছানো যায়। কিন্তু পথ যে দীর্ঘ ছিল, তা আমরা বুঝেছিলাম। কেননা আমরা তো পাহাড়ের ওপর দিয়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করেছিলাম, কিন্তু এখন কাজটা সাত গুণ বেশি কঠিন হবে। অন্ধকার সরু সুড়ঙ্গ পথে এগোতে হচ্ছিল কেবল আমাদের সঙ্গের মশালের আলোর ওপর ভরসা করে।

পাহাড়ি গুহার ভেতরে ঐ মিটমিটে আলো ভয়ঙ্কর গা ছমছমে ভাব সঞ্চার করছিল। আমাদের চারদিকে গভীর অন্ধকার—এর সামান্য একটি অংশই আলোকিত হয়েছিল। তার বাইরে যা কিছু ছিল সেসব খুবই বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, কে জানে সেখানে হয়তো অন্ধকার গর্তে শুধু দানব আর সাপ আমাদের জন্যই ওত পেতে আছে। আমি খুব ভয় পেলাম, যদি ঐখানে পথ হারিয়ে ফেলি। কিন্তু জোনাথন গুহার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেয়ালে ধোঁয়ার ছাই দিয়ে চিহ্ন লাগিয়ে রাখছিল, যাতে ফেরার সময় আমরা পথ খুঁজে পাই। জোনাথন হাঁটার কথা বললেও আমরা খুব একটা হাঁটলাম না। আমরা হামাগুড়ি দিলাম, দেয়াল আঁকড়ে ওপরে উঠলাম, সাঁতার কাটলাম, লাফ দিলাম— সবই করলাম, অবসন্ন না হওয়া পর্যন্ত। কি অদ্ভুত গুহা আর কি

www.BanglaBook.org

অদ্ভুতভাবে এগিয়ে চলা! কখনো হয়তো এতো বড় জায়গায় এসেছিলাম যে তার সীমানা ঠাহর করতে পারছিলাম না। শব্দের প্রতিধ্বনিই কেবল বোঝাচ্ছিল কতো বড় স্থান সেটা। পথের মাঝ দিয়ে আবার কখনো পানির নহর বয়ে গেছিল, ওপারে যেতে সাঁতরে পার হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কখনো আবার মাটি ফাঁক হয়ে হাঁ। এরকম একটায় তো প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। মশাল বহন করছিলাম আমি এবং হাত ফস্‌কে তা পড়ে গেল। আগুনের ধারা গভীর খাদে তলিয়ে যেতে দেখলাম। ক্রমাগত নিচে যেতে যেতে অবশেষে তা মিলিয়ে গেল। আমরা আবার অন্ধকারে, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও খারাপ অন্ধকার। আমি সাহস করে কোনো কিছু বলতে বা চিন্তা করতেও পারছিলাম না। আমি ভুলে যেতে চাচ্ছিলাম যে আমি কোথায় আছি, আছি অন্ধকারে ঐ ভয়ঙ্কর গহ্বরের ধারে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমি আমার পাশেই জোনাথনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে আরেকটা মশাল ধরিয়ে আমার হাতে দিল। এর মধ্যেই সে আমার সাথে মৃদু স্বরে কথা বললো। আমি যে এতোক্ষণ চিৎকার করি নি সেটাই রক্ষা। তাহলে আর উপায় ছিল না।

কতোক্ষণ এভাবে গেল আমরা জানি না। কাটলা গুহার গভীরে সময় বলতে কিছু ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল যে আমরা অনন্তকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি ভয় পেতে শুরু করলাম, পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। ভাবছিলাম হয়তো অনেক আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হয়তো বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওরভার...সে হয়তো এখন কাটলার হাতে পড়েছে।

আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম তার কি মনে হচ্ছে।

"আমি জানি না"—বললো সে, "যদি তোমার মাথা খারাপ না হয়, তাহলে এখন কিছু ভেবো না।"

আমরা একটা সরু আঁকাবাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। পথটার যেন শেষ নেই এবং শুধু সরুই হচ্ছিল। উচ্চতায় ও চওড়ায় একটু করে চাপতে চাপতে এমন হলো যে এগিয়ে যাওয়াই দুষ্কর আর সবশেষে হয়ে উঠলো ক্ষুদ্র এক গহ্বর, যার ভেতরে কেবল হামাগুড়ি দিয়ে এগোনো যায়।

কিন্তু গর্তের অপর প্রান্তে পৌঁছে হঠাৎ করে আমরা একটা বড় গুহা দেখতে পেলাম। গুহাটা কতো বড় তা জানার উপায় ছিল না, কারণ মশালের আলো বেশি দূর পর্যন্ত যাচ্ছিল না। কিন্তু জোনাথন প্রতিধ্বনি তুললো।

"হো-হো-হো", চিৎকার করলো সে এবং আমরা প্রতিধ্বনির উত্তর শুনতে পেলাম। "হো-হো-হো", প্রতিধ্বনি ভেসে আসলো অনেকবার অনেক দিক থেকে।

তবে এরপর আমরা অন্য কিছু শুনতে পেলাম।

আরেক কণ্ঠস্বর অনেক দূরের অন্ধকারের ভেতর থেকে "হো-হো-হো" নকল করলো। "কি চাও তুমি", শব্দটি বললো, "এমন পাতাল পথে বাতি ও আলো নিয়ে কে এসেছো?"

"আমি ওরভারকে খুঁজছি", জোনাথন বললো।

"ওরভার এখানে আছে", কণ্ঠস্বর বললো, "কিন্তু তুমি কে?"

"আমি জোনাথন লায়নহার্ট। আমার সাথে আমার ভাই কার্ল লায়নহার্ট রয়েছে। ওরভার, আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

"দেরি হয়ে গেছে— অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবুও তোমাদের ধন্যবাদ"— কণ্ঠস্বরটি বললো।

তার সে কথা শেষ হওয়ার আগেই আমরা ঘড়ঘড় করে তামার দরজা খোলার শব্দ পেলাম। জোনাথন বাতি ফেলে পা দিয়ে তা মাড়িয়ে দিল, যাতে আলোটা নিভে যায়। তারপর আমরা স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একজন টেঙ্গিলম্যান লণ্ঠন হাতে দরজা দিয়ে ভেতরে এলো। তখন আমি নীরবেই কেঁদে ফেললাম। ভয় পাওয়ার কারণে নয়, বরং ওরভারের জন্য। আমরা যখন এসে পৌঁছেছি ঠিক সেই মুহূর্তে কিনা তাকে নিয়ে যেতে আসছে টেঙ্গিলের লোক।

"কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ওরভার, প্রস্তুত হও" টেঙ্গিলম্যানটি বললো। "অল্পক্ষণের মধ্যেই কাটলার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে। ঐ কালো শিরস্ত্রাণধারী প্রহরীরা আসছে তোমাকে নিতে।"

লণ্ঠনের আলোয় আমরা একটা বড় গোছের খাঁচা দেখতে পেলাম এবং বুঝলাম যে, ওরভার একটা জন্তুর মতোই সেই খোঁয়াড়ে বন্দি।

টেঙ্গিলম্যান খাঁচার পাশে আলোটা রাখলো।

"তোমার জীবনের শেষ মুহূর্তে আলোটা সাথে থাক, টেঙ্গিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ তুমি আলোতে আবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে কাটলার মুখোমুখি হলে তাকে ভালোভাবে দেখতে পাবে। সেটাই তো তুমি চাও, তাই না?"

সে জোরে হাসলো এবং দরজার মধ্য দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তার পেছনে সশব্দে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

তখন আমরা খাঁচার নিকট ওরভারের কাছে এসে পড়লাম এবং আমরা তাকে বাতির আলোতে দেখতে পেলাম। সে ছিল এক করুণ দৃশ্য। সে নড়তে-চড়তেই পারছিল না। কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে তার হাত দুটি প্রসারিত করলো কাঠের শিকের মধ্য দিয়ে।

"জোনাথন লায়নহার্ট", সে বলতে লাগলো, "কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় আমি তোমার কথা অনেক শুনেছি। অবশেষে তুমি এখানে এলে।"

"হ্যাঁ, এখন আমি এখানে এসেছি", জোনাথন বললো এবং ওরভারের দুর্দশার জন্য কেঁদে ফেললো। তারপর সে তার বেল্টের মধ্যে গোঁজা ছুরি বের করলো এবং খাঁচা কাটতে আরম্ভ করলো।

"এসো রাস্‌কি। সাহায্য করো", সে বললো। আমি আমার ছুরি দিয়েও কাটতে শুরু করি, যদিও আমরা এক জোড়া ছুরি দিয়ে কতোটাই-বা করতে পারতাম? কুঠার এবং করাত হলে ভালো ছিল।

www.BanglaBook.org

কিন্তু কাটার কাজ করেই চললাম এবং আমাদের হাত কেটে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আমরা কাটছিলাম আর কাঁদছিলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের দেরি হয়ে গেছে। ওরভারও সেটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু তবু সে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল যে, অতোটা দেরি হয়ে যায় নি। কারণ খোঁয়াড়ের ভেতরে এক উদ্দীপনায় সে জ্বলে উঠছিল যেন। বিড়বিড় করে সে বলে উঠলো :

"তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!"

এতো দ্রুত হাত চালাচ্ছিলাম যে আরো রক্ত ঝরতে থাকলো। আমরা পাগলের মতো কেটে যাচ্ছিলাম এবং প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম যে দরজা খুলে যাবে, কালো শিরস্ত্রাণধারীরা ভেতরে চলে আসবে এবং তার মানে ওরভারের, আমাদের ও সারা কাঁটাগোলাপ উপত্যকার দিন শেষ হয়ে আসবে।

কেবল একজনকে নয়, আমি ভাবলাম, কাটলা তিনজনকে পাবে আজ রাতে।

আমি অনুভব করছিলাম যে আমার সহনশক্তি শেষ হয়ে আসছে। আমার হাত কাঁপছিল, কোনোমতে ছুরি ধরে রাখতে পারছিলাম আমি। জোনাথন ক্রোধে চিৎকার করছিল। ক্রোধ গরাদের কাঠের শক্ত পাল্লাগুলোর প্রতি যা আমাদের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সহজে কাটা যাচ্ছিল না। সে সজোরে লাথি মারছিল, চিৎকার করছিল, আবারও ছুরি চালাচ্ছিল, লাথি মারছিল এবং অবশেষে ভাঙন সম্ভব হলো— একটি কাঠের শিক আচমকা ভেঙে পড়লো। তারপর আরেকটি এবং সেটাই যথেষ্ট ছিল।

"এখন, ওরভার এখন"! জোনাথন বলে উঠলো। কিন্তু জবাবে সে শুধু একটা শ্বাস টানার ধ্বনি শুনতে পেলো! তখন হামাগুড়ি দিয়ে জোনাথন খোঁয়াড়ের ভেতর থেকে ওরভারকে টেনে বাইরে আনলো। ওরভার নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। আমার অবস্থাও অনেকটা তাই। কোনোমতে আলো ধরে ওদের পথ করে দিলাম। জোনাথন ওরভারকে টেনে নিয়ে চললো পালাবার গর্তের দিকে। সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং হাঁপাচ্ছিল। যেন আমরা তিনজনই শিকারের জন্তু। আমাদের সেরকমই মনে হচ্ছিল— অন্তত আমার।

তবে জোনাথন এটা পারলো বটে, সে গুহার ভেতর দিয়ে ওরভারকে টেনে আনলো। তারপর সুড়ঙ্গের ভেতর সেঁধিয়ে পড়লো, বিস্ময়করভাবে ওরভারকে সাথে নিয়েই, যে ওরভার যতোটা না জীবিত ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল মৃত। আমার অবস্থাও অনেকটা ওরভারের মতোই। এখন আমার পালা ঐ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলাম না আমি। তার আগেই আমরা গেট খোলার ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনলাম। আমার সব শক্তি তখন তিরোহিত। আমি নড়তে পারছিলাম না।

"তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি করো, বাতি দাও", হাঁপাচ্ছিল জোনাথন। আমি তাকে বাতিটা দিলাম, যদিও আমার হাত কাঁপছিল। আলো অবশ্যই লুকোতে হবে, আলোর ক্ষীণ রেখাও আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

ঐ কালো প্রহরীরা ইতোমধ্যেই গুহার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। বেশ কয়েকজন টেঙ্গিলম্যানের হাতে আলো। চারপাশ আলোতে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু দূরে আমাদের কোণটায় ছিল অন্ধকার। জোনাথন নিচু হয়ে আমার হাত ধরে ওপরে তুললো এবং আমাকে টেনে সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে গেল। পেছনের সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে পৌঁছে আমরা তিনজনই হাঁপাচ্ছিলাম।

তখন চিৎকার শুনতে পেলাম : "পালিয়েছে! পালিয়েছে!"

www.BanglaBook.org

চৌদ্দ

সেই রাতে আমরা ওরভারকে সঙ্গে নিয়ে পার হয়ে এসেছিলাম নরক। নরকের ভেতর দিয়ে পাড়ি ছাড়া একে অন্য কোনোভাবে বর্ণনা করা যায় না। জোনাথনই কাজটা করেছিল। আমি শুধু কোনোরকমে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছিলাম, এটুকুমাত্র।

"পালিয়েছে, পালিয়েছে"—তাদের সেই চিৎকার থেমে গেলে আমরা আশঙ্কা করেছিলাম তারা আমাদের পিছু নেবে। কিন্তু কেউ এলো না। তবে টেঙ্গিলম্যানদের অবশ্যই এটা বোঝা উচিত ছিল কাটলা গুহার বাইরে যাওয়ার অন্য একটা পথ রয়েছে, যেটা দিয়ে আমরা উধাও হয়েছি এবং সেই পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু ভীতু টেঙ্গিলম্যানরা জোট বেঁধে একযোগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহসটুকু রাখে, কোনো সুড়ঙ্গপথে যেখানে অজানা শত্রু ওত পেতে আছে, সেখানে একা একা এগুনোর কথা ওরা ভাবতে পারে নি। ওরা নিশ্চয়ই খুব ভীত ছিল, তা না হলে আমাদের এতো সহজে ছেড়ে দিল কেন? এর আগে কেউ কখনও কাটলা গুহা থেকে পালাতে পারে নি। আমি ভাবছিলাম ওরা কিভাবে ওরভারের পালানোর কথা টেঙ্গিলকে বলবে। সেটা ওদের চিন্তা—জোনাথন বললো, এমনিতেই আমাদের নিজেদের যথেষ্ট দুশ্চিন্তা রয়ে গেছে।

আমরা সেই দীর্ঘ ও সরু সুড়ঙ্গের পুরোটা পার হওয়ার আগে পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবতে পারি নি। এরপর থেমে জিরিয়ে নেয়াটা ওরভারের জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল। জোনাথন তাকে ছাগলের দুধ দিল যা ছিল টক এবং রুটি দিল যা ছিল ভেজা, তবুও ওরভার বললো— এতো ভালো খাবার আমি কখনো পাই নি। জোনাথন ওরভারের ঠ্যাং লম্বা করে পায়ের পাতা ঘসে দিল, যাতে ব্যথাটা সেরে যায়। ওরভারও কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগলো। তবে সে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারছিল না, কেমন হামাগুড়ি দিয়ে চলছিল।

জোনাথন ওরভারকে বললো, আমরা কোন্ পথে যাবো। জানতে চেয়েছিল আজ রাতে সে আর এগুবে কি না।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ", ওরভার বললো, "আমি প্রয়োজন হলে হামাগুড়ি দিয়ে কাঁটাগোলাপ উপত্যকার গোটা পথ পাড়ি দেবো এবং এভাবেই বাড়ি পৌঁছাবো।

এখানে নিশ্চলভাবে পড়ে থেকে টেঙ্গিলের কুকুরদের তাড়া খেতে চাই না।"

সে যে কেমন মানুষ তা ইতোমধ্যে বোঝা গিয়েছিল। কোনো পরাভূত বন্দি সে ছিল, বরং ছিল না একজন বিদ্রোহী ও মুক্তিযোদ্ধা— কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ওরভার। যখন আমি লণ্ঠনের আলোতে ওরভারের চোখ দেখেছিলাম, তখনই বুঝেছিলাম যে টেঙ্গিল তাকে নিয়ে এতো ভীত কেন। এখন সে দুর্বল হলেও তার ভেতরে রয়েছে আগুন, যে আগুনের জন্যই হয়তো সে জীবিত বের হয়ে আসতে পেরেছিল ভয়াবহ রাত্রির নরক থেকে, পৃথিবীর সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর কোনো রাত্রি এতো দুঃসহ ছিল না।

সেটা ছিল এমন এক রাত, মনে হচ্ছিল যার কোনো শেষ নেই, ছিল অত্যন্ত ভীতিকরও। কিন্তু মানুষ যখন খুব পরিশ্রান্ত হয় তখন সে আর কোনো কিছু পরোয়া করে না, এমন কি যদি রক্তচোষা কুকুরের দল ধেয়ে আসে তাও নয়। হ্যাঁ, আমরা পিছু ধাওয়াকারী কুকুরদের ডাক শুনেছিলাম। কিন্তু ভীত হওয়ার মতো শক্তিও আমার ছিল না। কেন জানি তারা শিগগিরই চুপ করে গিয়েছিল। রক্তখেকো কুকুরও ঐ দীর্ঘ গুহাপথ, দিয়ে আসার সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি, যে-পথ ধরে আমরা হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম।

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে হামাগুড়ি দেয়ার পর অবশেষে আমরা দিনের আলোয় বের হয়ে এলাম, পৌঁছালাম গ্রিম ও ফিয়ালারের কাছে। আমাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্তাক্ত হয়ে ভিজে গিয়েছিল। ক্লান্ত মৃতবৎ ছিলাম আমরা। তখন রাত্রি শেষ। সকাল হয়ে গেছে। ওরভার তার দু'হাত প্রসারিত করলো, যেন সে আলিঙ্গন করতে চাইলো মাটি, আকাশ এবং যা কিছু দেখলো সবকিছুকে। কিন্তু তারপর হাত এলিয়ে পড়লো এবং সে ঘুমিয়ে গেল। আমরা তিনজনই একটা অচেতনতার মধ্যে ডুবে গেলাম। সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। প্রথমে আমি জেগে উঠলাম। ফিয়ালার আমাকে নাক দিয়ে গুঁকছিল। সে নিশ্চয় ভেবেছিল যে আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি।

জোনাথনও জেগে উঠেছিল।

"অন্ধকার হওয়ার আগেই কারমানিয়াকা ছেড়ে যেতে হবে", সে বললো, "তা না হলে আমরা রাস্তা খুঁজে পাবো না।"

সে ওরভারকে জাগাল। ওরভার আবার প্রাণ পেলো যেন। নতুন করে অনুভব করলো সে আর কাটলা গুহাতে নেই। তখন তার চোখে জল চলে এলো।

"মুক্ত", বিড়বিড় করে সে বললো— "আমি মুক্ত।" সে জোনাথনের হাত তুলে তার হাতের মধ্যে ধরে রাখলো।

"আমার জীবন ও আমার মুক্তি তুমি ফিরিয়ে দিলে", সে বললো এবং আমাকেও ধন্যবাদ দিল যদিও আমি কিছুই করি নি এবং গোটা পথ কেবল সঙ্গে ছিলাম। যখন আমি সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে চেরি উপত্যকায় প্রথম এসেছিলাম, তখন আমার যে অনুভূতি হয়েছিল ওরভার এখন নিশ্চয় সেরকমই

www.BanglaBook.org

অনুভব করছিল। আমি খুব করে চাইছিলাম, সে তার উপত্যকায় পৌঁছুক মুক্ত ও জীবিত, তবে এখনও অনেক পথ বাকি ছিল। আমরা তখনও কারমানিয়াকার পাহাড়ে এবং সেখানে টেঙ্গিলের সৈন্যরা সর্বত্র পাহারারত। তারা যে আমাদের খাঁড়ির আড়ালে ঘুমন্ত অবস্থায় খুঁজে পেল না সেটা আমাদের ভাগ্যের ব্যাপার।

সেখানে বসে আমরা আমাদের রুটির শেষ টুকরোগুলো খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পর ওরভার বললো, "ভাবতে অবাক লাগছে আমি জীবিত। আমি মুক্ত, আমি জীবিত।"

কাটলা গুহাতে আটক সমস্ত বন্দিদের মধ্যে একমাত্র সেই ছিল জীবিত। অন্য সবাই একে একে কাটলার কাছে বলি হয়েছিল।

"টেঙ্গিলের একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো", ওরভার বললো, "বিশ্বাস করো, সে কাটলা গুহা বেশিদিন খালি রাখবে না।"

তার চোখে আবার জল এলো।

"হায়রে আমার কাঁটাগোলাপ উপত্যকা", সে বললো, "আর কতোকাল তুমি টেঙ্গিলের দখলে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে?"

সে জানতে চাইলো তার বন্দি থাকার সময় নাঙ্গিয়ালায় কি কি ঘটেছিল, সোফিয়া ও ম্যাথিয়াসের খবর এবং জোনাথন যা যা করেছিল সবকিছু। জোনাথন তাকে জোসি সম্বন্ধেও বললো। যখন সে জানতে পারলো যে, জোসির জন্য এতোদিন তাকে কাটলা গুহাতে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, সে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো। আবার কথা বলতে পারার অবস্থায় আসতে তার একটু সময় লাগলো। পরে সে বললো, "আমার জীবনের কোনো দাম নেই। তবে জোসি কাঁটাগোলাপ উপত্যকার বিরুদ্ধে যে কাজ করেছে, সেটা কখনো ক্ষমা করা হবে না।"

"ক্ষমা অথবা শাস্তি সে এতোক্ষণে তার কোনো একটা পেয়ে গেছে", জোনাথন বললো, "আমার মনে হয় না জোসিকে তুমি আর কখনও দেখতে পাবে।"

কিন্তু ওরভারের মনে একটা আক্রোশ জন্ম নিয়েছিল। সে তখনই চলে যেতে চাচ্ছিল, সেই রাতেই সে মুক্তির যুদ্ধ শুরু করতে চাইছিল। সে শাপশাপান্ত করলো তার পদযুগলকে, যারা তাকে বহন করতে পারছিল না। বারবার চেষ্টা করে অবশেষে সে পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারলো। আমাদের যখন সেটা দেখাতে পারলো তার খুব গর্ব হলো। সে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেটা একটা দৃশ্য ছিল। সামনে-পেছনে এমনভাবে তার পা দুলছিল যেন যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে।

"ওরভার", জোনাথন বললো, "অনেক দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে তুমি কাটলা গুহায় বন্দি ছিলে।"

আমরা তিনজনই ছিলাম রক্তাক্ত এবং নোংরা তবে ওরভারের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। তার কাপড় টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল এবং দাড়ি ও চুলের অরণ্যে তার মুখ কোনোমতে দেখা যাচ্ছিল। কেবল তার চোখ দুটো তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠেছিল, তার অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখ জোড়া।

আমাদের কাছ দিয়ে একটা ছোট ঝরনা বয়ে গিয়েছিল এবং সেই জলে আমরা দেহের সমস্ত ময়লা আর রক্ত ধুয়ে ফেললাম। ঠাণ্ডা পানিতে বারবার আমি মুখ ধুয়ে নিলাম। কি সুন্দর সেই অনুভূতি। মনে হলো কাটলা গুহার সব চিহ্ন যেন ধুয়েমুছে গেল।

এরপর ওরভার আমার চাকুটা চাইলো। সে তার চুলের গোছা ও দাড়ি কেটে ফেললো। তার পলাতক বন্দির চেহারা অনেকটা মুছে গেল। জোনাথন তার জন্য টেঙ্গিলের শিরস্ত্রাণ ও আলখাল্লা বের করে দিল এবং বললো, "ওরভার, এটা পরে নাও। তাহলে হয়তো ওরা ভাববে তুমি একজন টেঙ্গিলম্যান এবং দুই বন্দিকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছো।"

ওরভার তা পরে নিল বটে তবে মনে হলো না ব্যাপারটা খুব পছন্দ করলো।

"আমার জীবনে এ ধরনের পোশাক পরা এই প্রথম আর শেষ"— সে বললো, "এই পোশাক থেকে পীড়ন ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় ফুটে উঠছে।"

"কি পরিচয় বেরুচ্ছে তাতে কিছু যায় আসে না। যদি এটা তোমাকে কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় পৌঁছতে সাহায্য করে তবেই হলো"— জোনাথন বললো।

আমাদের যাত্রার সময় হলো। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সূর্য ডুববে এবং অন্ধকার হয়ে এলে বিপদসঙ্কুল পাহাড়ে পথ চলা দুষ্কর হবে।

জোনাথনকে বেশ গম্ভীর মনে হলো। সে জানতো আমাদের জন্য কি অপেক্ষা

www.BanglaBook.org

করছে। শুনলাম সে ওরভারকে বলছিল, "আমার মনে হয় আগামী দুই ঘন্টার মধ্যে কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। এতোক্ষণ কি তুমি ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ", ওরভার বললো, "তুমি চাইলে দশ ঘন্টাও পারবো।"

ওকে ফিয়ালারের ওপর সওয়ারি হতে হলো। জোনাথন তাকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য ওরভার হয়ে গেল। ঘোড়ায় চড়েই যেন সে তার সমস্ত শক্তি ফিরে পেল। হ্যাঁ, ওরভার ছিল জোনাথনের মতোই একজন সাহসী এবং শক্তিশালী মানুষ। শুধু আমারই সাহস ছিল না। কিন্তু যখন আমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম এবং আমার হাত দিয়ে জোনাথনের কোমর চেপে ধরলাম ও তার পিঠের ওপর কপালের ঠেস দিলাম, তখন তার শক্তির কিছুটা যেন আমার ভেতর বইয়ে গেল এবং আমি আর ভয় পেলাম না। তবু আমি না ভেবে পারলাম না যে, সবসময়ে এমন সাহসী হওয়ার কারণ না ঘটলে কতো ভালো হতো। ইশ্, চেরি উপত্যকার প্রথম দিনগুলোর মতো যদি আমরা একসাথে থাকতে পারতাম। মনে হচ্ছিল সেসব যেন কোন্ সুদূর অতীতের ঘটনা।

তারপর আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। আমরা সূর্যাস্তের দিকে ঘোড়া ছুটালাম, কেননা ঐ দিকে ছিল সেতু। কারমানিয়াকা পাহাড়ে পথ ছিল অনেক এবং যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর, জোনাথন ছাড়া আর কেউ সেটা খুঁজে পেত না। সে ঐ পথ বিশেষ সমস্যা ছাড়াই খুঁজে পাচ্ছিল। আমাদের জন্য সৌভাগ্যের ছিল ব্যাপারটা।

টেঙ্গিলম্যানদের আসার দিকে নজর রাখতে রাখতে আমার চোখ জ্বালা করছিল। কিন্তু কিছু দেখা গেল না। শুধু আমাদের পেছনে অদ্ভুত শিরস্ত্রাণ এবং কালো আলখাল্লা পরিহিত ওরভারকে ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

যতবার আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখছিলাম আমার ভয় হচ্ছিল। ঐ শিরস্ত্রাণ যারাই পরছিল সবাই আমার জন্য ভয় জাগানিয়া।

আমাদের ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় দীর্ঘক্ষণ কিছুই ঘটলো না। চারদিক ছিল নীরব, প্রশান্ত। গোটা পথই সুন্দর। এটাকে একটা শান্ত পার্বত্য বিকেল বলা যেতে পারতো, আমি মনে মনে ভাবলাম। অবশ্য যদি ব্যাপারটা এমন চরম অসত্য না হতো। এই নীরব ও শান্ত পরিবেশে যে-কোনো কিছুই ঘটতে পারতো। এক অশুভ অনুভূতি হচ্ছিল আমাদের। এমন কি জোনাথনও উদ্বিগ্ন ছিল এবং সবসময় তার নজর ছিল তীক্ষ্ণ।

"সেতু পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই হলো। খারাপ যা হওয়ার ওখানেই হবে"— সে বললো।

"আমাদের ওখানে যেতে আর কতোক্ষণ লাগবে"—আমি জিগ্যেস করলাম।

"আধ ঘন্টার ভেতরেই, যদি সবকিছু ঠিক থাকে"—জোনাথন বললো।

ঠিক তখনই আমরা তাদের দেখলাম। টেঙ্গিলের ছ'জন সৈন্য, হাতে তাদের

বর্শা, মাথায় কালো শিরস্ত্রাণ, কালো ঘোড়ায় আসীন। রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়েছে একটা পাহাড় ঘেঁসে, সেখানেই তারা সোজা আমাদের বরাবর এগিয়ে আসছিল।

"এখন আমাদের জীবন বিপন্ন"— জোনাথন বললো, "এগিয়ে এসো, ওরভার।"

ওরভার তাড়াতাড়ি আমাদের পাশে চলে এলো এবং জোনাথন তার লাগাম ওর দিকে ছুঁড়ে মারলো, যাতে আমাদের আরো বেশি করে বন্দির মতো দেখায়।

তখনও তারা আমাদেরকে দেখে নি। কিন্তু পালানোর জন্য বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। পালানোর কোনো উপায়ও ছিল না। একটাই করণীয় ছিল, ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যাওয়া এবং আশা করা যে, ওরভারের শিরস্ত্রাণ ও আলখাল্লা তাদেরকে প্রতারিত করবে।

"প্রাণ থাকতে ওদের কাছে ধরা দেবো না"—ওরভার বললো, "আমি তোমাকে এটা জানিয়ে রাখতে চাই লায়নহার্ট।" যতো শান্তভাবে সম্ভব আমরা শত্রুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা ক্রমেই তাদের কাছে এসে পড়ছিলাম। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম নেমে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে বরং কাটলা গুহাতে ধরা পড়াই ভালো ছিল, তাতে অন্তত খানিকো রাতভর যন্ত্রণা পোহাতে হতো না।

সামনাসামনি আমাদের সাক্ষাৎ হলো। আমাদের পথ করে দেয়ার জন্য তারা ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়াল। সামনের আরোহী ছিল আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই পার্ক। কিন্তু পার্ক আমাদের দিকে তাকালো না। সে শুধু ওরভারের প্রতি দৃষ্টি

www.BanglaBook.org

দিল। পরস্পর পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় জিগ্যেস করলো : "এই যে, ওকে খুঁজে পেয়েছে কি না সে সম্বন্ধে কিছু শুনেছো?"

"না আমি কিছু শুনি নি", ওরভার বললো।

"কোথায় যাচ্ছো তুমি?" পার্ক জিগ্যেস করলো।

"আমার সঙ্গে একজোড়া বন্দি রয়েছে", ওরভার বললো এবং এর বেশি কিছু পার্ক জানতে পারলো না। তারপর আমরা চটপট ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

"সাবধানে ঘুরে দেখো তো রাস্‌কি, ওরা কি করছে", জোনাথন বললো। আমি তাই করলাম।

"ওরা দূরে চলে যাচ্ছে", আমি বললাম।

"বাঁচা গেল", জোনাথন বললো।

কিন্তু তার আনন্দ যেন একটু তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল। কারণ আমি লক্ষ্য করলাম ওরা থেমেছে এবং সবাই একসাথে আমাদের দিকে ফিরে দেখছে।

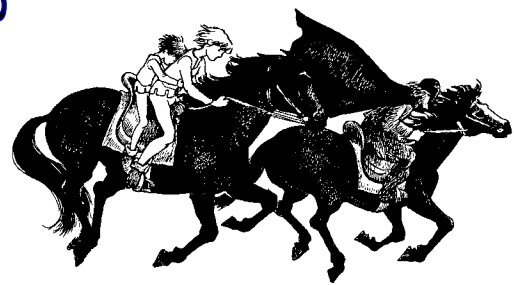

"ওরা ভাবতে শুরু করেছে", জোনাথন বললো।

স্পষ্টতই তারা তাই করছিল।

"তোমরা থামো তো দেখি", পার্ক চিৎকার করলো, "আমি তোমাকে এবং তোমার বন্দিদের একটু নিকট থেকে দেখবো।"

ওরভার দাঁতে দাঁত কামড়াল। "জলদি ছোটো জোনাথন", সে বললো, "তা না হলে আমরা মারা পড়বো।"

এবং আমরা ছুটলাম।

তখন পার্ক আর তার দলবল আমাদের দিকে ঘুরলো। হ্যাঁ, তারা ঘুরে গিয়ে এতো দ্রুত আমাদের ধরতে আসছিল যে তাদের ঘোড়ার কেশর বাতাসে পতপত করে উড়ছিল।

"এবার গ্রিম, দেখাও তুমি কি করতে পারো", জোনাথন বললো। "এবং তুমিও আমার ফিয়ালার", আমি মনে মনে বললাম এবং ভাবলাম আমি নিজেই যেন তার ওপর সওয়ার রয়েছি।

গ্রিম ও ফিয়ালারের চাইতে ভালো দৌড়ায় এমন ঘোড়া কোথাও ছিল না। হ্যাঁ, তারা উড়ে গেল বনপথ দিয়ে, তারা জানতো যে এটা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার। ধাওয়াকারীরা আমাদের পেছনে। আমরা তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কখনো খুব নিকটে, কখনো দূরে, কিন্তু সর্বদা ধাবমান। তারা থামলো না। কারণ এখন পার্ক বুঝতে পেরেছিল, সে কাদের তাড়া করছে এবং এমন শিকার কোনো টেঙ্গিলম্যানই হাতছাড়া করতে পারে না। দুর্গে টেঙ্গিলের কাছে হাজির করার চমৎকার উপহার হবে এটা।

ধাবমান শত্রুকে পেছনে ফেলে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা পার হয়ে গেলাম সেতু, বাতাসে শিস দিতে দিতে উড়ে এসেছিল শত্রুর ছোঁড়া বল্লম, তবে আমরা ছিলাম নাগালের বাইরে।

এখন আমরা নাঙ্গিয়ালার ধারে চলে এসেছি আর তাই চরম মন্দভাগ্য এবার কমে যাওয়া উচিত— জোনাথন বললো। কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম না, উল্টো, এই তাড়া খেয়ে পালানো নদী বরাবর চললো। পার থেকে ওপরে কাঁটাগোলাপ উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা ঘোড়ার চলাচল পথ নজরে এলো। আমরা সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেলাম, যেখানে আরেক গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় আমরা এসেছিলাম। সেটা যেন হাজার বছর আগে, যে গোধূলিতে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে আমাদের প্রথম ক্যাম্পফায়ারের আগুনের দিকে এসেছিলাম। সেভাবেই তো নদীর তীর দিয়ে ঘুরে বেড়ানো উচিত, এরকম ঊর্ধ্বশ্বাসে নয়, যা ঘোড়াদের প্রায় মরণদশা ঘটাচ্ছিল।

ওরভার পাগলের মতো ঘোড়া ছোটাচ্ছিল, কারণ এখন সে ঘোড়ায় চড়ে কাঁটাবন উপত্যকায় বাড়ির দিকে যাচ্ছে। জোনাথন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। এবং পার্কও আমাদের প্রায় ধরে ফেলছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না এমন হচ্ছে

www.BanglaBook.org

কেন। শেষ পর্যন্ত বুঝেছিলাম আমিই এজন্য দায়ী। জোনাথনের চেয়ে দ্রুতগতি ঘোড়সওয়ার আর ছিল না এবং ঘোড়ার ওপর একা আসীন হয়ে যখন ছুটতো কারো পক্ষে তার নাগাল পাওয়া সম্ভব হতো না। কিন্তু এখন সারা পথ তাকে আমার কথাই ভাবতে হচ্ছিল এবং সেটা তার দ্রুত চলা রোধ করেছিল।

কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ভাগ্য নির্ধারিত হবে এই অশ্বযাত্রা দ্বারা, জোনাথন একথা বলেছিল। তা কিভাবে ঘটবে সেটার নির্ধারক হবো আমি। বারবার মনে হয়েছে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। যতোবার ফিরে তাকাতেই আমি সেই কালো শিরস্ত্রাণ আরো এগিয়ে আসতে দেখছিলাম, ততোবারই সে বিষয়ে আরো নিশ্চিত হচ্ছিলাম। তারা কখনো টিলা, পাহাড় অথবা গাছপালার আড়াল হলেও পরক্ষণেই আবার কাছে এসে পড়ছিল।

আমার মতো জোনাথনও বুঝলো যে, নিজেদের আমরা আর রক্ষা করতে পারবো না, অন্তত উভয়কে নয়। কিন্তু জোনাথনের রক্ষা পাওয়া দরকার। আমার জন্য তাকে ধরা পড়তে দিতে আমি চাই নি। তাই আমি বললাম : "জোনাথন, আমি যা বলি তাই করো। ওদের লুকিয়ে আমাকে কোনো বাঁকের মধ্যে ফেলে দাও। এবং ওরভারের কাছে পৌঁছবার জন্য তুমি ছুটে যাও।"

সে প্রথমে অবাক হলো, সেটা আমি লক্ষ্য করলাম, তবে আমিও একই রকম বিস্মিত ছিলাম।

"সত্যিই তুমি সাহস করে থাকতে পারবে?" জোনাথন জিগ্যেস করলো।

"হয়তো না, কিন্তু এখন এটাই যে একমাত্র উপায়", আমি বললাম।

"ছোট্ট সাহসী রাস্‌কি আমার", সে বললো, "আমি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। যতো তাড়াতাড়ি পারি ওরভারকে ম্যাথিয়াসের কাছে নিরাপদে রেখে আমি ফিরে আসবো।"

"কথা দাও", আমি বললাম।

"তোমার কি মনে হয়", সে বললো।

ততোক্ষণে আমরা সেই উইলো গাছের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম যেখানে এর আগে গোসল করেছিলাম। আমি বললাম, "আমি এই গাছের মধ্যে লুকিয়ে থাকবো। সেখানেই আমাকে নিতে আসবে।"

আর কিছু বলার সুযোগ ছিল না, কারণ ইতোমধ্যে আমরা একটা আড়ালে চলে এসেছিলাম। জোনাথন ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো যাতে আমি পিছলে পড়তে পারি। তারপর সে আবার ছুটে চললো। আমি দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে সামনের একটা গর্তের নিচে চলে এলাম। সেখানে পড়ে থেকে অনুসরণকারীদের পার হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি পার্কের বোকা মুখখানি এক ঝলকের মতো দেখে নিলাম।

তবে জোনাথন এর মধ্যে ওরভারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, আমি তাদের একসাথে মিলিয়ে যেতে দেখলাম এবং অত্যন্ত খুশি হলাম। যাও, এগিয়ে যাও

বুড়ো পার্ক, মনে মনে ভাবলাম আমি, তবে তাতে কোনো কাজ হবে না। জোনাথন আর ওরভারের নাগাল তুমি পাবে না।

আমি গর্তে শুয়ে থাকলাম যতোক্ষণ না পার্কের লোকজন মিলিয়ে গেল। তারপর আমি নদীর তীরের সেই গাছটায় চড়ে বসলাম। আমি তখন অবসন্ন।

সামনেই একটা নৌকা পড়ে আছে দেখতে পেলাম। উজানের কোথাও থেকে এটা নোঙর ছিঁড়ে ভেসে এসেছে মনে হলো, কেননা সেটা বাঁধা ছিল না। যার নৌকা হারিয়েছে সে নিশ্চয়ই খুব মনমরা হয়েছিল। আমি চারদিকে তাকালাম। পাক খাওয়া জলের দিকে তাকালাম আর পার্কের সেই পাথরটার দিকে। অন্য তীরে কাটলা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। ভাবছিলাম কি করে মানুষ অপর মানুষকে ঐ ভয়ানক গুহায় আটক করতে পারে। আমার অনেক কিছুই মনে হলো। ওরভার আর জোনাথন যেন পার্ক চলে আসার আগেই সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে যায়। অবাক হয়ে ভাবছিলাম ওদের দেখে ম্যাথিয়াস কি বলবে। আর কি খুশিই-না সে হবে! ঘোড়া চালিয়ে যাও পার্ক যতো খুশি, ওদেরকে আর পাচ্ছো না— মনে মনে বললাম।

কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে এলো। এই প্রথম আমার মনে ভাবনা জাগলো যে, আমাকে হয়তো সারা রাত এখানেই থাকতে হবে। অন্ধকার হওয়ার আগে জোনাথন ফিরে আসতে সময় পাবে না। অন্ধকারের সাথে সাথে অস্বস্তিও আমার ওপর ভর করলো।

তখন হঠাৎ আমি ঘোড়ার ওপরে সওয়ার এক মহিলাকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। এবং সেটা সোফিয়া ছাড়া আর কেউ নয়। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি ছিলেন সোফিয়া। সেই মুহূর্তে তাকে দেখে যেমন খুশি হলাম, তেমনটি আমি এর আগে কখনো হই নি। "সোফিয়া", চিৎকার করলাম আমি, "সোফিয়া, এই যে আমি।"

আমি হামাগুড়ি দিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম এবং হাত নেড়ে তাকে ডাকলাম। কিন্তু আমিই যে তাকে ডেকেছি এটা বুঝতে তার কিছু সময় লাগলো।

"ও কার্ল", তিনি চিৎকার করলেন, "তুমি এখানে এলে কিভাবে? আর জোনাথনই-বা কোথায়?"

"তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমরা তোমার কাছে আসছি। তাছাড়া আমাদের ঘোড়াদেরও পানি খাওয়াতে হবে।"

তখন তার পেছনে ঘোড়ার ওপরে সওয়ারি দু'জন লোককে দেখলাম। আমি প্রথমে তাদের একজনকে চিনতে পারলাম,—হুবার্ট। দ্বিতীয়জন ছিল আড়ালে, এরপর সে এগিয়ে এলো সামনে। আমি তাকেও দেখতে পেলাম। এ-যে জোসি!

কিন্তু জোসি হবে কিভাবে? ভাবলাম আমি হয়তো পাগল হয়ে গেছি এবং ভুল দেখছি। সোফিয়া এখানে জোসিকে নিয়ে আসতে পারে না! তাহলে কি কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে? সোফিয়াও কি পাগল হয়ে গেছেন। অথবা আমি স্বপ্নে দেখেছি যে জোসি একজন বিশ্বাসঘাতক? না, না, আমি স্বপ্ন দেখি নি, জোসি নিশ্চয় একজন বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এখানে সে এসেছে এ দৃশ্য আমি কি

www.BanglaBook.org

করে দেখি? । এখন কি ঘটবে?

সে গোধূলির আলো-আঁধারিতে ঘোড়ায় চড়ে নদীর তীরে নেমে এলো এবং দূর থেকে বললো : "আরে, এ যে খুদে লায়নহার্ট। তাহলে আবার দেখা হয়ে গেল।"

তারা তিনজন নিচে নেমে এলো। আমি জলের ধারে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য **অপেক্ষা** করছিলাম। শুধু মাথার ভেতর এক চিন্তা নিয়ে : সাহায্য করো, এখন কি ঘটবে?

তারা তাদের ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলো এবং সোফিয়া সবার আগে ছুটে এলেন। এসেই আমাকে কোলে তুলে নিলেন। খুশিতে তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

"তুমি কি আবারও নেকড়ে শিকার করতে বেরিয়েছো"—হুবার্ট জিগ্যেস করলো এবং জোরে হেসে উঠলো।

কিন্তু আমি কিছু না বলে কেবল তাকিয়ে রইলাম।

"কোথায় যাচ্ছো তোমরা?" শেষ পর্যন্ত আমি বলতে সমর্থ হলাম।

"জোসি আমাদের দেখাবে কোন্ জায়গা দিয়ে সবচেয়ে সহজে দেয়াল ভাঙা যায়"—সোফিয়া বললেন, "যখন যুদ্ধের দিন আসবে তখন অবশ্যই আমাদের এসব জানা থাকা দরকার।"

"হ্যাঁ, অবশ্যই," জোসি বললো, "**আক্রমণ করার আগে আমাদের অবশ্যই** একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখা দরকার।"

আমার ভেতরটা তখন ফুঁসে উঠছিল। সন্দেহ নেই, তুমি তোমার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলেছো, ভাবি আমি। আমি জানতাম কেন সে এসেছে। সে সোফিয়া ও হুবার্টকে ফাঁদে ফেলতে চায়। সে সোজা তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে, তাদের প্রলুব্ধ করবে যদি কেউ তাকে বাধা না দেয়। কিন্তু তাকে থামাতেই হবে, আমি ভাবি। এবং বুঝলাম সাহায্য যা করার তা আমাকেই করতে হবে। আর দেরি করা যায় না। ঘটনা এখনই ঘটাতে হবে। যতো অপছন্দ করি না কেন, সেটা এখনই ঘটাতে হবে। কিন্তু কিভাবে শুরু করি?

"সোফিয়া, বিয়ান্‌কা কেমন আছে?" অবশেষে আমি জিগ্যেস করলাম। তখন সোফিয়াকে বড় বিষণ্ন দেখাল।

"বিয়ান্‌কা কাঁটাগোলাপ উপত্যকা থেকে আর ফিরে আসে নি", তিনি বললেন "কিন্তু জোনাথন সম্বন্ধে তুমি কি কিছু জানো?"

সোফিয়া বিয়ান্‌কা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে চাইছিলেন না। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম জেনে নিলাম। বিয়ান্‌কা মারা পড়েছে আর এজন্য সোফিয়া এখানে জোসির সাথে আসতে পেরেছে। আমাদের বার্তা তিনি কখনো পান নি।

জোসিও শুনতে চেয়েছিল আমি জোনাথন সম্বন্ধে কিছু বলি কি না। "সে কখনো বন্দি হতে পারে না", জোসি বললো।

"না, তা সে হয় নি", আমি বললাম এবং সোজা জোসির দিকে তাকালাম। "সে এইমাত্র ওরভারকে কাটলা গুহা থেকে উদ্ধার করেছে।"

জোসির লাল মুখ হঠাৎ মলিন হয়ে গেল। সে নীরব হয়ে পড়লো। কিন্তু সোফিয়া ও হুবার্ট আনন্দে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং হুবার্ট বললো : "তুমি সবচেয়ে ভালো খবরটাই নিয়ে এলে।"

কীভাবে ব্যাপারটা ঘটেছে তারা তার সবটুকু শুনতে চাইছিল, কিন্তু জোসি চায় নি। কারণ তার এখন খুব তাড়া।

"সেটা পরে শোনা যাবে", সে বললো, "আমাদের কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার আগেই জায়গাটায় পৌঁছতে হবে।"

হ্যাঁ, তা বটে, কারণ টেঙ্গিলের সৈন্যরা ওখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করছে, আমি মনে মনে ভাবলাম।

"এসো কার্ল", সোফিয়া বললেন, "আমরা একসাথে এই ঘোড়ায় চড়ি, তুমি আর আমি।"

"না", আমি বললাম, "তুমি ঐ বিশ্বাসঘাতকের সাথে কোথাও যেতে পারো না।"

আমি জোসির দিকে আঙুল তুলে দেখালাম। ভাবলাম সে হয়তো আমাকে মেরেই ফেলবে। জোসি তার প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে আমার ঘাড় ধরে উঁচু করে তুললো এবং দাঁত খিঁচিয়ে বললো : "এসব কি বলছো? আর একটা কথা বললেই আমি তোমাকে শেষ করে ফেলবো।"

সোফিয়া আমাকে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। কিন্তু তিনিও আমার প্রতি তুষ্ট ছিলেন না।

"কার্ল, কাউকে বিশ্বাসঘাতক বলাটা নেহায়েত অশালীন। বিশেষ করে যখন তা সত্যি নয়। তবে তুমি এখনও খুব ছোট, কি বলতে তুমি কি বলেছো।"

হুবার্ট কেবল একটু হেসে উঠলো। তারপর বললো :

"আমি ভাবলাম, আমিই বুঝি সেই বিশ্বাসঘাতক। যে-আমি জানি অনেক বেশি, সাদা ঘোড়া ভালোবাসি, আরো যেসব কথা তুমি বাড়িতে রান্নাঘরের দেয়ালে লিখেছিলে, মনে নেই?"

"কার্ল তুমি সবাইকে দোষ দিচ্ছো", সোফিয়া শক্তভাবে বললেন।

"আমি তোমার কাছে মাফ চাইছি, হুবার্ট", আমি বললাম।

"বেশ, কিন্তু জোসির বেলা?" সোফিয়া বললেন।

"আমি বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাতক বলার জন্য মাফ চাইবো না"— আমি বললাম।

কিন্তু তাদেরকে আমি কথাটা বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না, এটা বুঝতে পেরে আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমি যতো চেষ্টাই করি না কেন, তারা জোসিকে অনুসরণ করে নিজেদের বিপদই ডেকে আনছিল।

"জোসি তোমাদেরকে ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছে"— আমি চিৎকার করলাম, "আমি জানি, সে কে। তাকে জিগ্যেস করো প্রায়ই পাহাড়ে সে দেখা করতো কি না কাদের ও ভেদেরের সাথে। জিগ্যেস করো সে ওরভারের সাথে কিভাবে

www.BanglaBook.org

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

জোসি এমনভাবে তাকালো যেন এখনি আমার ওপর আবার হামলে পড়বে, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো।

"আমরা কি এখন যেতে পারি না?" সে বললো, "নাকি আমরা সবকিছু ভেস্তে দেবো এই ছেলের মিথ্যাচারের জন্য?"

সে আমার দিকে ঘৃণা ভরে তাকালো। "আর আমি কি না একসময় তোমাকে ভালোবেসেছিলাম", সে বললো।

"একদা আমিও তোমাকে ভালোবেসেছিলাম", আমি বললাম। আমি দেখতে পেলাম যে রাগের আড়ালে সে আসলে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। তার এখন সত্যিই তাড়া, কারণ তাকে সোফিয়াকে ফাঁদে ফেলতে হবে এবং বন্দিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে, তা না হলে নিজের জীবনই যে বিপন্ন হবে।

সোফিয়া সত্যি কথাটা জানতে চান নি এবং জোসির জন্য তা খুব সুবিধে করে দিয়েছিল। তিনি জোসিকে বিশ্বাস করেছিলেন, যেমনটি সবসময়ই করতেন। ভুল আমারই যে-কি না প্রথমে একজনকে, তারপর আরেকজনকে দোষারোপ করেছিল। কেমন করেই-বা সে আমাকে বিশ্বাস করে?

"কার্ল, এসো এখন", তিনি বললেন, "আমি পরে এই সমস্যার সমাধান করবো।"

"আপনি যদি জোসিকে অনুসরণ করেন তবে সেই 'পরে' আর কখনো আসবে না", আমি বললাম।

তারপরে খুব কাঁদতে থাকলাম। নাঙ্গিয়ালা কিছুতেই সোফিয়াকে হারাতে পারে না, আর আমি এখানে তাঁকে বাঁচাতে পারছি না, কারণ তিনি নিজেই তা চাইছিলেন না।

"এসো কার্ল", তিনি জোর গলায় বললেন। কিন্তু তখুনি আমার মনে একটা চিন্তা এলো।

"জোসি", আমি বললাম, "জামা খোল এবং তোমার বুকে কি ছাপ আছে দেখাও?"

জোসির মুখের রঙ হঠাৎ বদলে গেল— সোফিয়া ও হুবার্ট সেটা লক্ষ্য করলো এবং সে তার হাত বুকের ওপর রাখলো যেন সে কিছু লুকোতে চাইছিল।

এক মুহূর্তের নীরবতা। কিন্তু তারপর হুবার্ট কর্কশ গলায় বললো : "জোসি, ছেলেটি যেমন বলছে তেমন করো।"

"আমাদের তাড়া আছে", বলে সে তার ঘোড়ার ওপর চড়তে চাইছিল।

সোফিয়ার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

"এতো তাড়াহুড়ো নেই", তিনি বললেন, "আমি তোমার নেতা জোসি, আমাকে তোমার বুক দেখাও।"

জোসিকে তখন খুব অদ্ভুত লাগছিল। সে কেবল হাঁপাচ্ছিল, স্থবির এবং ভীত, বুঝতে পারছিল না সে পালাবে না থাকবে। সোফিয়া তার দিকে এগুলেন, কিন্তু সে কনুইয়ের ঝটকা দিয়ে তাঁকে ফেলে দিলো। সেটা তার করা উচিত হয় নি।

সোফিয়া শক্তভাবে কলার ধরে টেনে তার জামা ছিঁড়ে ফেললেন।

তার বুকের ওপর বসানো কাটলার ছাপ— একটা ড্রাগনের মাথা এবং তা রক্তের মতো জ্বলছিল।

তখন সোফিয়া জোসির চেয়েও মলিন হয়ে গেলেন।

"বিশ্বাসঘাতক", সোফিয়া বললেন, "নাঙ্গিয়ালা উপত্যকার বিরুদ্ধে যা করেছো তার জন্য তোমার ওপর অভিশাপ নেমে আসুক।"

অবশেষে হুঁশ ফিরে এলো জোসির। সে গালাগালি করতে করতে তার ঘোড়ার দিকে এগোল। কিন্তু হুবার্ট সেখানেই ছিল, তাকে বাধা দিল। জোসি তখন ঘুরে দাঁড়াল এবং উন্মত্ত হয়ে পালাবার ভিন্ন পথ ধরলো। এবার নৌকাটার দিকে তার চোখ পড়লো। এক লাফ দিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছলো জোসি। সোফিয়া অথবা হুবার্ট তীরে গিয়ে পৌঁছবার আগেই নৌকা ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্রোতে।

যেতে যেতে অট্টহাস্য করলো সে। সেই হাসিটি ছিল দারুণ ভয়ঙ্কর।

"আমি তোমাকে শাস্তি দেবো, সোফিয়া", চিৎকার করে বললো জোসি। "আমি যখন চেরি উপত্যকার অধিকর্তা হয়ে ফিরবো, তখন আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেবো।"

হতভাগা, তুমি চেরি উপত্যকায় আর ফিরতে পারবে না, আমি ভাবলাম। তুমি কারমা জলপ্রপাতেই পৌঁছাবে, অন্য কোথাও নয়।

সে দাঁড় বাইতে চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রবল ঢেউ ও ঘূর্ণি টেনে নিয়ে গেল নৌকাটি, ঢেউয়ের ঝাপটা যেন ভেঙে ফেলতে চাইছিল নৌকা, জোসির হাত থেকে ছিনিয়ে ভেঙে ফেললো বৈঠা, তারপর একটা উঁচু ঢেউ এসে উল্টিয়ে তাকে পানিতে ফেলে দিল। আমি কেঁদে ফেললাম এবং তাকে উদ্ধার করতে চাইলাম, যদিও সে ছিল এক বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু জোসির আর রক্ষা পাওয়ার উপায় ছিল না, তা জানতাম আমি। সেটা ছিল ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভীষণ দুঃখের—ঐ গোধূলিতে দাঁড়িয়ে থেকে এটা দেখা যে, জোসি অবশেষে নিঃসঙ্গ ও অসহায়ভাবে ঘূর্ণিস্রোতের টানে তলিয়ে যাবে। আমরা তাকে একবার ঢেউয়ের মাথার ওপর উঠে আসতে দেখলাম। তারপর সে আবার ডুবে গেল। তাকে আর দেখা গেল না।

তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছিল। প্রাচীন নদীর বিশাল জলরাশি ততোক্ষণে জোসিকে কারমা জলপ্রপাতের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল।

www.BanglaBook.org

পনের

অবশেষে এলো যুদ্ধের দিন, যে দিনটির জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল। সেই দিন কাঁটাগোলাপ উপত্যকার ওপর দিয়ে এক ঝড় বয়ে গেল। গাছপালা নুয়ে পড়লো, ভাঙলোও। কিন্তু ওরভার এই ঝড়ের কথা বোঝায় নি যখন সে বলছিল : "স্বাধীনতার ঝড় আসবে এবং সেটা অত্যাচারীর পতন ঘটাবে, যেমন করে গাছ ভেঙে ভূপাতিত হয়। বিদ্যুতের মতো তা আঘাত হানবে এবং ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের দাসত্ব, অবশেষে আমাদের সবাইকে আবার মুক্ত করবে।"

সে ম্যাথিয়াসের রান্নাঘরে এসব কথা বলছিল। তার কথা শুনতে এবং তাকে ও জোনাথনকে দেখতে সেখানে মানুষ গোপনে এসেছিল।

"তোমরা দু'জন আমাদের আশা-ভরসা, তোমরাই আমাদের সবকিছু", তারা বললো। তারা সন্ধ্যাবেলায় ম্যাথিয়াসের বাড়িতে আসে, যদিও তারা জানতো কাজটা কতো ভয়ঙ্কর ছিল।

"তারা শুনতে চাচ্ছিল স্বাধীনতার কথা, ঠিক যেমন ছোটরা শুনতে চায় রূপকথা", ম্যাথিয়াস বলেছিল।

এখন তারা কেবল যুদ্ধের দিনেরই অপেক্ষায় ছিল এবং সেটা নিয়েই ভাবছিল। তবে ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর ছিল না। কেননা ওরভারের পালানোর পর টেঙ্গিল আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। সে কাঁটাগোলাপ উপত্যকাকে শায়েস্তা করার জন্য প্রত্যেক দিন নতুন নতুন পীড়ন-পদ্ধতি খুঁজে বের করলো। সুতরাং সবাই তাকে আগের চাইতে বেশি ঘৃণা করতে লাগলো এবং আরো বেশি করে অস্ত্র উপত্যকায় তৈরি হতে লাগলো।

চেরি উপত্যকা আগত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বাড়তে লাগলো। সোফিয়া এবং হুবার্টের একটি সেনাঘাঁটি ছিল বনের গভীর গোপনে, দূরে এলফ্রিডার কুঁড়ের কাছে। গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে রাতে সোফিয়া মাঝে মাঝে ম্যাথিয়াসের রান্নাঘরে আসতো, সেখানে ম্যাথিয়াস, ওরভার ও জোনাথন যুদ্ধের পরিকল্পনা করতো।

আমি সেখানে পড়ে থেকে তাদের কথা শুনতাম। কারণ এখন আমার শোবার জায়গা হলো রান্নাঘরে রাখা সোফায়। কেননা ওরভারেরও একটা গোপন কুঠুরি

দরকার হয়ে পড়লো। প্রত্যেকবার সোফিয়া এসে বলতেন : "এই যে আমার রক্ষাকারী। আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলি নি তো, কার্ল?"

আর ওরভার প্রত্যেকবার আমাকে কাঁটাগোলাপ উপত্যকার বীর বলে সম্বোধন করতো। তবে কেবলি আমি জোসির কথা ভাবতাম, সেই গভীর জলে তার ডুবে যাওয়ার কথা ভেবে আমি খুব বিষণ্ন বোধ করতাম।

সোফিয়া কাঁটাগোলাপ উপত্যকার জন্য রুটি সরবরাহের আয়োজন করলো। চেরি উপত্যকা থেকে পাহাড়ের ওপর ঘোড়ার গাড়িতে করে পাঠানো এই চালান গোপন সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে পাচার করা হতো। ম্যাথিয়াস বোঝা পিঠে চাপিয়ে সেগুলো গোপনে বাড়িবাড়ি বিতরণ করতো। আমি আগে জানতাম না যে মানুষকে শুধু রুটি দিয়েই এতো খুশি করা যায়। এখন আমি সেটা দেখলাম, কারণ আমিও ম্যাথিয়াসের সাথে যেতাম। আমি দেখলাম উপত্যকার লোকজন কিভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। আসন্ন যুদ্ধের কথা তাদের বলতে শুনতাম, যা তারা অনেকদিন ধরে গভীরভাবে প্রত্যাশা করে আসছিল।

আমি নিজেই সেই দিনের কথা ভাবতে ভয় পেতাম। কিন্তু এখন তাদের মতো সেই দিনটার জন্য গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম। কারণ এভাবে বসে অপেক্ষা করাটা ছিল বিপজ্জনক ও অসহনীয়। জোনাথন বলতো :

"মানুষ এতো দীর্ঘদিন কোনো কিছু গোপন করে রাখতে পারে না।" সে ওরভারকে বললো, "বেশি দেরি করলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যাবে।"

তার কথাটা মিথ্যা ছিল না। সেজন্য দরকার ছিল কোনো টেঙ্গিলম্যানের সেই সুড়ঙ্গ-পথ খুঁজে পাওয়ার এবং একটা বাড়ি তল্লাশি করার, যেখানে জোনাথন ও ওরভার গোপনে বাস করতো। আমি এসব ভেবে ভয়ে কাঁপতাম শুধু।

কিন্তু টেঙ্গিলম্যানরা বুঝি ছিল অন্ধ ও বধির। তা না হলে তারা কিছু একটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতো। সামান্য কাল পাতলেই তারা শুনতে পেতো কিভাবে স্বাধীনতার স্বপ্ন বিরাট ঝড়ে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, যা শিগগিরই সারা কাঁটাগোলাপ উপত্যকা কাঁপিয়ে দেবে, কিন্তু তারা তা করে নি।

যুদ্ধের আগের দিনটির সন্ধ্যাবেলায় আমি আমার সোফায় পড়ে ছিলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। যুদ্ধদিনের কথা ভেবে খুব উত্তেজনা হচ্ছিল। সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল পরদিন সকালেই শুরু হবে সব। ওরভার, জোনাথন ও ম্যাথিয়াস টেবিলে বসে এসব নিয়ে কথা বলছিল। আমি সেখানে পড়ে থেকে শুনছিলাম। ওরভারই বেশি কথা বলছিল। সে কথা বলেই চলছিল। তার চোখ জ্বলজ্বল করছিল। অন্য সবার থেকে সেই বেশি প্রতীক্ষায় ছিল ঐ দিনটির।

তাদের কথায় বুঝতে পারলাম পরিকল্পনাটা মোটামুটি এরকম : সদর দরজা এবং নদীর ধারের দরজা প্রথমে দখল করতে হবে, যাতে সোফিয়া ও হুবার্টের জন্য তা খুলে দেয়া যায়। তারা তাদের দলবল নিয়ে ঘোড়ায় আসীন হয়ে ভেতরে ঢুকবে, সোফিয়া সদর দরজার ভেতর দিয়ে এবং হুবার্ট নদীর ধারের দরজা দিয়ে।

www.BanglaBook.org

"তারপর আমরা হয় জিতবো অথবা মরবো", ওরভার বললো।

"সবকিছু ঘটাতে হবে খুব তাড়াতাড়ি", সে বললো। উপত্যকাকে সকল টেঙ্গিলম্যান থেকে মুক্ত করতে হবে এবং দরজা দুটো আবার বন্ধ করে দিতে হবে টেঙ্গিল কাটলাকে নিয়ে আসার আগেই। কেননা কাটলাকে পরাজিত করার কোনো অস্ত্র নেই, কেবল অনাহারেই তার মৃত্যু হতে পারে, ওরভার বললো।

"না বর্শা, না তীর অথবা তরবারি তাকে ঘায়েল করতে পারে", সে বললো, "তার এক হল্‌কা আগুন সামনের যে কাউকে পঙ্গু করতে অথবা পুড়িয়ে মারতে যথেষ্ট।"

"কিন্তু যদি টেঙ্গিল কাটলাকে নিয়ে আসে এই পাহাড়ে, তাহলে কাঁটাগোলাপ উপত্যকা মুক্ত করে কি হবে?" আমি জিগ্যেস করলাম, "কাটলাকে দিয়ে আবার তো সে তোমাদের দমন করতে পারবে।"

"সে একটা পাথরের প্রাচীর গড়েছে আমাদেরকে রক্ষা করতে, ভুলো না সেটা"—ওরভার বললো, "দরজাটা দানবদের রুখতেও বন্ধ করা যায়। সেজন্য দয়াবান বলতে হয় তাকে।"

টেঙ্গিলের জন্য আমার এতোটা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ছিল না, ওরভার বললো। কারণ সন্ধ্যাবেলাতেই সে, জোনাথন, সোফিয়া এবং আরো কয়েকজন টেঙ্গিলের দুর্গে গোপনে প্রবেশ করবে, তারা প্রথমেই প্রহরীদের পর্যুদস্ত করবে এবং টেঙ্গিলকে খতম করবে—উপত্যকার বিদ্রোহের কথা তার জানবার আগেই। এরপর কাটলাকে তার গুহায় বন্দি করা হবে, পরিণামে ক্ষুধায় সে এতো দুর্বল হয়ে যাবে যে তাকে সহজেই মেরে ফেলা যাবে।

"অন্য কোনোভাবে এই দানবকে মারা সম্ভব নয়", ওরভার বললো।

তারপর কতো তাড়াতাড়ি সমস্ত উপত্যকা টেঙ্গিলম্যান-শূন্য করতে হবে সে সম্বন্ধে ওরভার আরো কিছু বললো।

জোনাথন বললো, "শূন্য করতে হলে হত্যা করতে হবে কি?"

"হ্যাঁ, এছাড়া আর কিভাবে সম্ভব", ওরভার বললো।

"কিন্তু আমি কাউকে হত্যা করতে পারি না", জোনাথন বললো, "তা তুমি জানো ওরভার।"

"তোমার নিজের বাঁচার খাতিরেও না?" ওরভার জিজ্ঞাসা করলো।

"না, সেজন্যও না", জোনাথন বললো।

ওরভার সেটা বুঝতে পারলো না।

ম্যাথিয়াসও না।

"যদি সবাই তোমার মতো করে", ওরভার বললো, "তাহলে এ অবস্থাই চলবে চিরকাল।"

আমার মনে হলো সবাই জোনাথনের মতো হলে বরং অশুভ কোনো কিছুই থাকতো না।

আমি সারা সন্ধ্যা কোনো কথা বলতে পারলাম না। যখন ম্যাথিয়াস এসে আমাকে দেখে গেল কেবল তখন আমি ফিসফিস করে তাকে বললাম, "আমি ভীত, ম্যাথিয়াস।"

ম্যাথিয়াস আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললো, "আমিও।"

যাই হোক না কেন, জোনাথনকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হলো ওরভারকে যে সে যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াবে এবং মানুষজনকে সাহস যোগাবে সেই কাজ করতে, যা সে নিজে করবে না, করতে পারে না।

"কাঁটাগোলাপ উপত্যকার লোকেরা যেন তোমাকে দেখতে পায়", ওরভার বললো— "আমাদের উভয়কেই তাদের দেখা দরকার।"

তখন জোনাথন বললো : "হ্যাঁ, তা যদি করতেই হয়, করবো।"

কিন্তু আমি রান্নাঘরের একমাত্র বাতির স্বল্প আলোতে দেখলাম, কতো ম্লান লাগছিল তার চেহারা।

যখন আমরা কাটলা গুহা থেকে ফিরছিলাম তখন গ্রিম ও ফিয়ালারকে বনের মধ্যে এলফ্রিদার ওখানে রেখে এসেছিলাম। এটা ঠিক করা হয়েছিল যে, সোফিয়া যখন সদর দরজার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঢুকবে তখন সে তাদের সঙ্গে নিয়ে নেবে।

আমার কি করা উচিত সেই সিদ্ধান্তও নেয়া হলো। আমার কোনো কিছু করতে হবে না, যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া— জোনাথন বলেছিল। আমি রান্নাঘরে একা বসে থাকবো এবং অপেক্ষা করবো।

সেই রাত্রিতে কেউই ঘুমোয় নি।

তারপর এক সময় সকাল হলো।

হ্যাঁ, সকাল হলো এবং যুদ্ধের দিন এলো। মনের গভীরে কি অসুস্থই-না ছিলাম সেদিন। দেখলাম কতো-না রক্ত, শুনলাম কতো-না চিৎকার। কেননা লড়াই চলেছিল ম্যাথিয়াসের বাড়ির নিচের পাহাড়ি ঢালে। জোনাথনকে দেখলাম ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছিল, হাওয়ায় উড়ছিল তার চুল। তার চারপাশে কেবল সংঘর্ষ চলছিল। তরবারির ঝনঝনানি, বর্শার ঝলক, উড়ন্ত তীরের শব্দ এবং আর্ত চিৎকার সব যেন একাকার। আমি ফিয়ালারকে বললাম, জোনাথন যদি মরে যায়, তাহলে আমিও মরে যাবো।

ফিয়ালার আমার সাথে রান্নাঘরে ছিল। আমি ঠিক করেছিলাম যে কাউকে জানতে না দিয়ে তাকে আমার সঙ্গে রাখবো। একা আমি কিছুতেই থাকতে পারছিলাম না। ফিয়ালারও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল ঢালুতে কি ঘটছে। তখন সে হেষারব করলো। আমি জানি না সে গ্রিমের কাছে যেতে চেয়েছিল নাকি আমার মতোই সন্ত্রস্ত ছিল।

আমি দারুণ ভীত, ভীত, ভীত হয়ে পড়েছিলাম।

আমি দেখলাম ভেদের সোফিয়ার বর্শায় ভূপাতিত হলো এবং কাদের ওরভারের তরবারিতে নিহত হলো, ডোডিক ও আরো অনেকে মৃত্যুবরণ করলো, ডানে-বামে পড়ে গেল। জোনাথন ঘোড়ায় চড়ে সবকিছুর মাঝখানে, তার চুল উড়ছিল হাওয়ায় কিন্তু তার মুখ সাদা থেকে আরো সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমার বুকের ভেতর তখন উৎকণ্ঠা আরো জেঁকে বসেছিল।

একসময় শেষটা ঘনিয়ে এলো!

কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় সেদিন অনেক আর্ত চিৎকারই শোনা গিয়েছিল কিন্তু একটি চিৎকার ছিল একেবারে অন্যরকম।

যুদ্ধের ঝড়ের মধ্যে বেজে উঠলো এক শিঙা, তখনি একটা চিৎকার শোনা গেল।

"কাটলা আসছে।"

এবং তারপর তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো। কাটলার ক্ষুধার্ত আর্তনাদ, যা সবাই ভালোভাবে জানতো। তলোয়ার, বর্শা এবং তীর সবকিছু হাত থেকে খসে পড়লো। যারা যুদ্ধ করছিল তারা আর যুদ্ধ করতে পারলো না। কারণ তারা বুঝেছিল যে এখন আর রক্ষা নেই। উপত্যকায় এখন কেবল ঝড়ের গর্জন, টেঙ্গিলের যুদ্ধের দামামা আর কাটলার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। এবার কাটলার আগুন উদ্‌গারণ শুরু হলো। টেঙ্গিলের অঙুলি নির্দেশে একে একে কাটলা তার আগুনের হল্‌কায় হত্যাযজ্ঞ চালাতে লাগলো। টেঙ্গিল চারপাশ দেখছিল, তারপর আঙুল তুলে নির্দেশ দিচ্ছিল। তার নিষ্ঠুর মুখ অশুভ ছায়াপাতে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় সব এখন শেষ হতে যাচ্ছে।

আমি তাকাতে চাই নি, আমি তাকাতে চাই নি কোনো কিছুর দিকে, দেখতে চাইছিলাম কেবল জোনাথনকে। জোনাথন কোথায় আমাকে সেটা জানতে হবে। আমি তাকে ম্যাথিয়াসের বাড়ির ঢালে দেখলাম। সেখানে সে গ্রিমের পিঠে বসেছিল, গম্ভীর, মলিন ও নিথর। ঝড়ে পতপত করে উড়ছিল তার চুল।

"জোনাথন", চিৎকার করলাম আমি, "জোনাথন, তুমি কি আমার কথা শুনছো?"

কিন্তু সে আমার কথা শুনতে পেল না। আমি দেখলাম সে তার ঘোড়ার গায়ে পা ঠুকে আঘাত করলো এবং নিমেষে ঘোড়া ঢাল বেয়ে ছুটে চললো। এতো দ্রুত যেন একটা তীর উড়ে গেল, স্বর্গে বা পৃথিবীতে এমন কেউ এর আগে কখনও দেখে নি। সে টেঙ্গিলের দিকে ছুটে গেল, তারপর তাকে ছাড়িয়ে গেল।

এবং তারপর যুদ্ধের শিঙা আবার বেজে উঠলো। তবে এখন জোনাথন সেটা বাজাচ্ছিল। সে টেঙ্গিলের হাত থেকে শিঙা টেনে নিয়ে এমন জোরে বাজাচ্ছিল যেন সেই আওয়াজ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। আর কাটলা যেন বুঝতে পারে যে এবার সে একজন নতুন মনিব পেয়েছে।

www.BanglaBook.org

এরপর সবকিছু নীরব নিথর হয়ে পড়লো। এমন কি ঝড়ও শান্ত হয়ে এলো। সবাই নিশ্চুপ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো। টেঙ্গিল ভয়ে স্তব্ধ হয়ে তার ঘোড়ায় অপেক্ষমাণ। কাটলাও অপেক্ষায় রইলো নির্দেশের।

আরেকবার জোনাথন শিঙায় ফুঁ দিল।

তখন কাটলা ঘুরে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই মানুষটির ওপর, যাকে একদা সে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছিল।

আমার মনে পড়লো, জোনাথন বলেছিল, "টেঙ্গিলের সময় একদিন ঘনিয়ে আসবে।"

সেই সময় এখন এলো।

এভাবেই কাঁটাগোলাপ উপত্যকার যুদ্ধের দিন শেষ হলো। মুক্তির লক্ষ্যে অনেকেই সেখানে জীবন উৎসর্গ করেছিল। হ্যাঁ, তাদের উপত্যকা এখন মুক্ত। কিন্তু মৃত্যুর কোলে যারা শুয়েছিল সেখানে, তারা তা জানতে পারলো না।

ম্যাথিয়াসের মৃত্যু ঘটেছিল। আমার কোনো দাদু থাকলো না। হুবার্টও নিহত হলো, সেই প্রথম আত্মাহুতি দিয়েছিল। সে নদীর ধারের দরজা দিয়ে ভেতরে আসতেই পারে নি। তার আগেই টেঙ্গিল ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য সে কাটলার সাক্ষাৎ পায়। কাটলাকে টেঙ্গিল নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। ওরভারের পলায়নের জন্য কাঁটাগোলাপ উপত্যকাকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল তার। সেটা ছিল যুদ্ধের দিন, তা সে জানতো না। তবে যখন

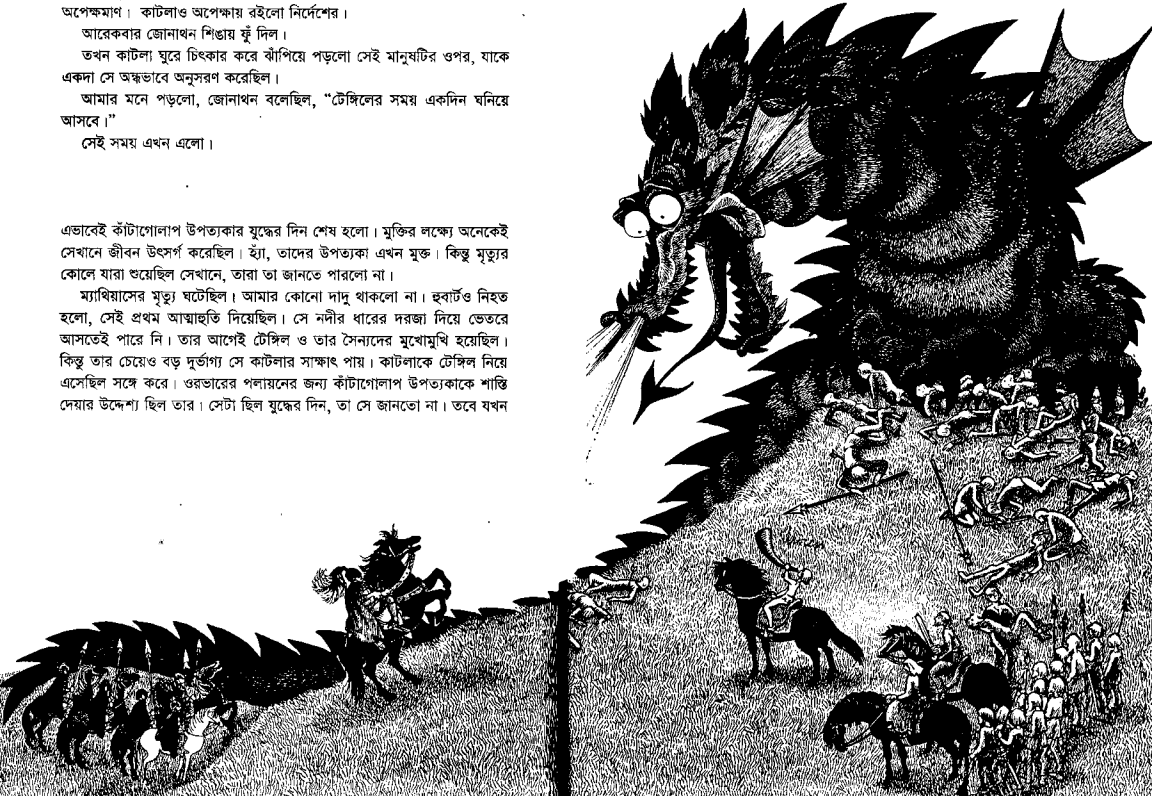

এটা বুঝতে পারলো নিঃসন্দেহে কাটলা সাথে থাকায় সে খুশি হয়েছিল।

কিন্তু টেঙ্গিল এখন মৃত, অন্যদের মতোই মৃত।

"আর কোনো অত্যাচারী নেই এখন", ওরভার বললো, "আমাদের শিশুরা স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে পারবে এবং আনন্দময় থাকবে। শিগগিরই কাঁটাগোলাপ উপত্যকা আগের মতো হয়ে উঠবে।"

কিন্তু আমি মনে করি, কাঁটাগোলাপ উপত্যকা আর আগের মতো হবে না। আমার জন্য তো নয়ই, ম্যাথিয়াসকে ছাড়া কিছুতেই নয়।

ওরভার একটা তলোয়ারের আঘাত পেয়েছিল ঘাড়ের ওপর। কিন্তু ঐ আঘাত সে যেন বুঝতেই পারছিল না, কিংবা তাতে তার যেন কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। যখন কথা বলছিল তখন তার চোখ ছিল আগের মতোই জ্বলজ্বলে। ওরভার উপত্যকার লোকদেরকে বলেছিল, "আমরা আবার সুখী হবো।" বারবার সে এই কথা বললো।

অনেকেই সেদিন কাঁটাগোলাপ উপত্যকায় কাঁদলো। কিন্তু ওরভার কাঁদে নি।

সোফিয়া বেঁচেছিলেন, একটা আঘাতও পান নি তিনি। এখন তাঁকে চেরি উপত্যকায় ফিরতে হবে। ফিরে যাবে সোফিয়া এবং তাঁর সকল জীবিত সহযোদ্ধারা।

সোফিয়া ম্যাথিয়াসের বাড়ির বাইরে বিদায় নিতে এলেন।

"এখানে ম্যাথিয়াস থাকতো", তিনি একথা বলে কাঁদলেন। তারপর জোনাথনকে আলিঙ্গন করলেন।

"তাড়াতাড়ি ফিরে এসো ঘরে, তেপান্তরের পারে", সোফিয়া বললেন, "আমি প্রতি মুহূর্তে তোমার কথা ভাববো। যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের আবার না দেখি।"

তারপর আমার দিকে তাকালেন।

"কার্ল, তুমি আমার সাথেই আসছো, তাই না?"

"না", আমি বললাম,"আমি জোনাথনকে অনুসরণ করবো।"

আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে জোনাথন আমাকে সোফিয়ার সাথে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তা সে করলো না। "আমি চাই কার্ল আমার সাথে থাকুক", সে বললো।

ম্যাথিয়াসের বাড়ির ঢালে কাটলা একটা জড়ো মাংসপিণ্ডের মতো শুয়েছিল। ঢালের নিচ থেকে সে শুধু জোনাথনের দিকে প্রভুভক্ত কুকুরের মতো তাকাচ্ছিল, যেন সে জানতে চাইছিল তার মনিব এখন কি চায়? সে আর হুঙ্কার দিচ্ছিল না, কিন্তু যতোক্ষণ সে সেখানে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকবে উপত্যকায় ভয় কাটাব না এবং কেউ খুশি হতে পারবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত কাটলা থাকবে কাঁটাগোলাপ উপত্যকা না পারবে তাদের বিজয় উৎসব করতে, না পারবে নিহতদের জন্য শোক করতে, ওরভার বললো। এবং একজনই ছিল যে তাকে ঐ গুহায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে—সে জোনাথন।

"তুমি কি কাঁটাগোলাপ উপত্যকাকে আরেকটি বারের মতো সাহায্য করবে",

www.BanglaBook.org

ওরভার জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি যদি কাটলাকে তার গুহায় নিয়ে যাও এবং শেকল দিয়ে বেঁধে রাখ, বাকিটা আমি সময়মতো সমাধা করবো।"

"হ্যাঁ", জোনাথন বললো, "শেষবারের মতো আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, ওরভার।"

নদীর পার ধরে কীভাবে চলতে হয় সে আমি জানতাম। ঘোড়ায় চড়ে তুমি এগোবে ধীরগতিতে, দেখবে নিচে নদীর বয়ে যাওয়া, জলের চিকমিকি, বাতাসে উইলো শাখার নৃত্য। কোনো দৈত্যকে পেছন পেছন টেনে নিয়ে সেখানে কেউ যায় না।

কিন্তু আমরা তাই করলাম। এবং আমরা সেই ভারি পায়ের শব্দ আমাদের পেছন পেছন শুনতে পেলাম। থাম্প থাম্প থাম্প : সে অত্যন্ত ভয়াবহ শব্দ। গ্রিম ও ফিয়ালার প্রায় পাগলই হয়ে গিয়েছিল। আমরা কোনোরকমে তাদেরকে শান্ত রেখেছিলাম। থেকে থেকে জোনাথন শিঙায় ফুঁ দিচ্ছিল। সেটাও এক ভয়ঙ্কর শব্দ এবং নিশ্চিতভাবে কাটলাও তা পছন্দ করছিল না। কিন্তু এটা শুনলে তাকে নির্দেশ মান্য করতে হবে, সেটাই ছিল আমাদের সকলের একমাত্র সান্ত্বনা।

জোনাথন এবং আমি একটা কথাও বললাম না। কষ্টকর হলেও আমরা এগিয়ে চলছিলাম। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার আগেই কাটলাকে তার গর্তের ভেতর শেকলবন্দি করতে হবে। সেখানে সে মরে যাবে, তারপর আমরা আর তাকে দেখবো না। আমরা ভুলে যাবো যে কারমানিয়াকা নামে কখনো কোনো দেশ ছিল। ঐ প্রাচীন পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে চিরকালের জন্য, কিন্তু আমরা কখনো সেপথ মাড়াবো না, জোনাথন আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল।

বিকেলের দিকে আকাশ শান্ত হয়ে এলো। ঝড় আর নেই, বরং উষ্ণ এক সন্ধ্যা। কি সুন্দর লাগছিল যখন সূর্য ডুবে গেল। সে ছিল এমন এক সন্ধ্যা, যখন মানুষ নদীর ধারে নির্ভয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়, ভাবলাম আমি।

কিন্তু আমি যে নির্ভয় ছিলাম না সেটা জোনাথনকে দেখাতে চাচ্ছিলাম না।

অবশেষে আমরা কারমা জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছলাম।

যখন আমরা সেতুর ওপর দিয়ে পার হচ্ছিলাম, জোনাথন বললো, "কারমানিয়াকা, এই আমাদের শেষবারের মতো দেখা।"

কাটলা অপর পারে পাহাড়ের গায়ে তার ত্রিকোণ পাথরটি দেখলো। সেখানে যাওয়ার জন্য সে অধীর হয়ে গেল, কারণ ঠিক তখনি গ্রিমের পেছনটায় প্রবলভাবে হিসহিস্ করে উঠলো কাটলা।

সেটা করাটা ঠিক হয় নি। কারণ তখনই ঘটনাটা ঘটলো। গ্রিম ভয়ার্ত শব্দ করে সেতুর একেবারে কিনারে ছুটে গেল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। ভেবেছিলাম জোনাথন বুঝি কারমা জলপ্রপাতে পড়ে যাবে। সে পড়লো না কিন্তু তার হাত থেকে শিঙা ফসকে পড়ে জলের গভীরে উধাও হয়ে গেল।

কাটলা নিষ্ঠুর চোখে সব দেখলো। সে বুঝলো যে এখন আর তার কোনো প্রভু

নেই। সে আর্তনাদ করে উঠলো এবং আগের মতোই তার নাকের গর্ত থেকে আগুনের হল্‌কা বয়ে আসতে লাগলো। প্রাণ বাঁচাবার জন্য সজোরে ঘোড়া ছুটালাম আমরা। সেতুর ওপর দিয়ে এবং তারপর টেঙ্গিলের দুর্গের পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, আর চিৎকার করতে করতে কাটলা আমাদের পেছনে ছুটছিল।

এই পাহাড়ি পথ যা উঁচু পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গিয়েছিল, কাটলার তাড়া খেয়ে সে পথ বেয়ে ছোটার চেয়ে দুঃস্বপ্ন আর কিছু হতে পারে না। এক পাথুরে খাত থেকে আরেক পাথুরে যাতে ছুটে যাওয়া আর পেছনে তাড়া করে ফেরা কাটলা, তার আগুনের হল্‌কা যেন লকলকে জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছিল ঘোড়ার পেছনের দিকটা। একটা হল্‌কা জোনাথনের প্রায় গায়ে এসে পড়লো। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমি ভাবলাম, জোনাথন বুঝি পুড়ে গেল। কিন্তু সে চিৎকার করলো : থেমো না। ছুটে চলো কার্ল।

হতভাগা গ্রিম ও ফিয়ালার, কাটলা তাদেরকে এমন তাড়া করছিল যে নিস্তার পেতে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে গিয়ে তারা প্রায় মরেই যাচ্ছিল। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে তারা ছুটছিল। মুখ ভরে উঠছিল ফেনায়। আরো জোরে আরো জোরে ছোটার চেষ্টার একেবারে চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। তবে ততোক্ষণে কাটলা অনেকটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল এবং রাগে সে উদ্দাম চিৎকার করে উঠলো। সে এখন তার নিজের জায়গায় এবং এখান থেকে কেউ আর পার পেতে পারবে না। তার থাপ্প থাপ্প শব্দের গতি বেড়ে গেল এবং আমি জানতাম যে শেষ পর্যন্ত সেই জিতে যাবে তার একরোখা নিষ্ঠুরতার জন্য।

আমরা পাহাড়ের অনেকটা পথ উঠে এসেছিলাম এবং তখনও বেশ এগিয়ে ছিলাম। আমাদের ঠিক নিচে কারমা জলপ্রপাতের ওপর পাথরের একটা সরু ধাপে কাটলাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। সে কিছুক্ষণের জন্য সেখানটায় দাঁড়িয়েছিল। কেননা এটা তার আপন জায়গা। সচরাচর এখানটায় দাঁড়িয়ে সে দূরে তাকিয়ে থাকতো এবং এখনও সেটাই করলো। অনেকটা যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে থামলো এবং নিচে জলপ্রপাতের দিকে তাকালো। অস্থিরভাবে পা দাপাদাপি করছিল সে, আর নাক দিয়ে বের হচ্ছিল আগুনের শিখা ও ধোঁয়া। তারপর তার মনে পড়লো আমাদের কথা এবং নিষ্ঠুর চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালো।

আমি ভাবলাম নির্দয় পশু, নির্দয় নিষ্ঠুর পশু, তুমি ঐ পাথরের ধাপে তোমার জায়গাতেই থাকো না কেন?

কিন্তু আমি জানতাম তা হবে না। সে আসবে। সে আসবে...।

আমরা বিশাল সেই পাথরের কাছে পৌঁছলাম, কারমানিয়াকা আসার পর যেই পাথরের আড়াল থেকে মাথা বাড়ানো কাটলাকে প্রথম দেখেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ঘোড়া চলার শক্তি হারিয়ে ফেললো। বাহক ঘোড়া যখন তোমাকে পিঠে নিয়েই হাঁটু ভেঙে পড়ে সেটা বড় দুঃসহ হয়ে ওঠে। তবে তাই ঘটলো এখন। গ্রিম ও ফিয়ালার পথের ওপর লুটিয়ে পড়লো। অলৌকিকভাবে রক্ষা

www.BanglaBook.org

পাওয়ার কোনো আশা যদি-বা থাকতো, এখন তার কিছু অবশিষ্ট রইলো না।

বুঝেছিলাম আমাদের আর কোনো আশা নেই। এবং কাটলাও সেটা জেনেছিল। তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো বিজয়ের এক দানবীয় ভাব। সে তার পাথুরে ধাপের ওপর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগলো। আমার মনে হচ্ছিল সে ঠাট্টার হাসি হাসছিল। তার আর কোনো তাড়া ছিল না। যেন সে ভাবছিল : যথাসময়ে আমি আসবো। কোনো ভাবনা নেই। ঠিক জানবে আমি আসবো।

জোনাথন তার মায়াভরা চোখে আমার দিকে তাকালো। সে বললো, "রাস্‌কি, শিঙাটা পড়ে যাওয়ার জন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি নি।"

আমি জোনাথনকে বলতে চাইছিলাম যে তাকে ক্ষমা করার মতো কোনো কিছু কখনো ঘটে নি, ঘটবেও না। কিন্তু ভয়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো স্বর বের হলো না।

কাটলা সেখানেই অবস্থান করছিল। থেকে থেকে আগুন বের হচ্ছিল তার নাক দিয়ে। পা দিয়ে দাপাদাপি শুরু করেছিল সে। আমি শক্তভাবে জোনাথনকে ধরে রইলাম, কি শক্তভাবেই-না ধরেছিলাম এবং সজল দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকালো।

তারপর ভয়ানক এক ক্রোধ তাকে আচ্ছন্ন করলো। সে সামনের দিকে ঝুঁকে নিচে কাটলার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললো, "খবরদার, তুমি রাস্‌কিকে কখনো স্পর্শ করবে না! খবরদার দানব, শুনতে পাচ্ছো, তুমি রাস্‌কিকে কখনো ছোঁবে না। খবরদার! আর তা হলে ...।"

সামনের বিশাল পাথরটা আঁকড়ে ধরলো এমনভাবে যেন সে কোনো অতিকায় দত্যি এবং এভাবে কাটলাকে ভয় দেখাতে পারবে। কিন্তু সে তো কোনো দত্যি নয় আর কাটলাকেও এভাবে ভয় পাওয়ানো সম্ভব নয়। তবে পাথরটা খাঁড়ির কিনারে আলগা হয়েছিল।

ওরভার বলেছিল, "বর্শা অথবা তীর অথবা তরবারি কোনো কিছু দিয়ে কাটলাকে কাবু করা যায় না।" সে আরো বলতে পারতো যে পাথর দিয়েও নয়, তা সে পাথর যতো বড়ই হোক না কেন।

যে পাথরটা জোনাথন নিচে কাটলার ওপর গড়িয়ে দিয়েছিল তাতে সে মরে নি। তবে পাথরটা সরাসরি তার গায়ের ওপর পড়েছিল এবং পাহাড় ভেঙে পড়বে এমন এক প্রচণ্ড আর্তনাদ করে কাটলা উল্টে পড়লো কারমা জলপ্রপাতের ওপর।

ষোল

না জোনাথন কাটলাকে হত্যা করে নি।...কাজটা সমাধা করে কারমা জলপ্রপাত। এবং কাটলা কারমাকে শেষ করে আমাদেরই চোখের সামনে। আমরা দেখলাম সেটা। জোনাথন এবং আমার চেয়ে কেউ বেশি দেখে নি যে প্রাচীন যুগের দুই দানব কিভাবে পরস্পরকে শেষ করলো। আমরা তাদের কারমা জলপ্রপাতে যুদ্ধ করতে করতে মরতে দেখলাম।

যখন কাটলা বিকট চিৎকার দিয়ে উধাও হলো, আমরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলাম নি। বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না যে সত্যি সে অন্তর্হিত হয়েছে। যেখানে সে ডুবে গেল সেখানে শুধু আমরা ফেনার বুদ্বুদ দেখেছিলাম। আর কিছু না, কাটলাকেও না।

কিন্তু তারপর আমরা সাপটাকে দেখলাম। সে ফেনার ওপর তার নীল মাথাটা তুললো এবং লেজ দিয়ে পানিতে চাবুক মারলো। ভয়ঙ্কর একটা অতিকায় সাপ ছিল সেটা, নদীর এপার-ওপারের সমান লম্বা, ঠিক যেমন এলফ্রিদা বলেছিল।

ছোট বেলায় এলফ্রিদা কারমা জলপ্রপাতের অজগর সাপ নিয়ে যতো গল্প শুনেছিল সেটা কাটলার কাহিনীর মতোই বাস্তব ছিল। সেই সাপ ছিল কাটলার মতোই ভয়ঙ্কর। সাপটি মাথা ঘুরিয়ে যখন চারদিকে তাকাচ্ছিল, তখনই সে কাটলাকে দেখলো। কাটলা নদীর গভীর থেকে ভেসে উঠলো ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে এবং সাপটি নিজেকে ছুঁড়ে দিল কাটলার ওপর। পেঁচিয়ে ধরলো তাকে। কাটলা তার দিকে অগ্নিশিখার মরণবাণ ছুঁড়ে দিল, কিন্তু সাপ তাকে এমন শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরলো যে কাটলার বুকের সব আগুন বেরিয়ে গেল। এরপর কাটলা কামড় বসালো সাপের শরীরে, সাপও পাল্টা আঘাত করলো। চললো এমনি কামড়া-কামড়ি, উভয়ে চাইছিল উভয়কে হত্যা করতে। আমার মনে হচ্ছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই এই লড়াইয়ের জন্য তারা তৈরি হচ্ছিল। দুই ক্রুদ্ধ প্রাণীর মতো তারা পরস্পরকে মরণ কামড় দিচ্ছিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে। কামড়ানোর সময় কাটলা চিৎকার করছিল আর কারমা সাপ ছোবল দিচ্ছিল নীরবে এবং কালো দানবের রক্ত ও সবুজ সাপের রক্ত ঐ সাদা ফেনায় মিশে জল ঘিনঘিনে কালো করে দিচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

কতোক্ষণ ধরে এটা চলেছিল আমি জানি না। মনে হয়েছিল যে, আমি হাজার বছর ধরে পথের পাশে দাঁড়িয়ে কেবল দুই প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের লড়াই ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।

এক দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ছিল সেটা। কিন্তু সেটাও অবশেষে সমাপ্ত হলো। বুকচেরা আর্তনাদ করে উঠলো কাটলা। একটা মরণ চিৎকার, তারপর সে নীরব হয়ে গেল। তখন কারমার আর মাথা বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু তার শরীর তখনও দানবকে পেঁচিয়ে ছিল এবং তারা উভয়ে একসাথে ডুবে গেল, পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠভাবে ডুবে গেল গভীর তলদেশে। এবং এরপর রইলো না কোনো কারমা এবং কোনো কাটলা। তারা বিলীন হলো, যেন তারা কোনোদিনই ছিল না। নদীর ফেনা আবার সাদা হলো এবং সেই প্রাগৈতিহাসিক দুই প্রাণীর দূষিত রক্ত কারমা জলপ্রপাতের পানি ধুয়ে-মুছে নিয়ে গেল। সবকিছু আবার হয়ে গেল আগের মতো, প্রাচীন যুগের পর ঠিক যেমন ছিল।

আমরা ঐ পথের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলাম, যদিও সবকিছুই শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ আমরা কোনো কথা বলতে পারি নি। অবশেষে জোনাথন বললো : "এক্ষুণি আমরা চলে যাবো, তাড়াতাড়ি। শিগগিরই সন্ধ্যা নেমে আসবে। আমি চাই না কারমানিয়াকাতে রাতের মোকাবিলা করতে।"

শাবাশ গ্রিম ও ফিয়ালার! আমরা জানি না কিভাবে তাদেরকে আমরা পায়ের ওপর দাঁড়ানো দেখতে পেলাম এবং আমরা সেখান থেকে কিভাবে এলাম। তারা এতো ক্লান্ত ছিল যে কোনো রকমে তাদের পা তুলতে পারছিল। কিন্তু আমরা কারমানিয়াকা ত্যাগ করলাম এবং শেষবারের মতো সেতুর ওপর দিয়ে চললাম। তারপর আর ঘোড়াগুলো বেশি এগুতে পারলো না। যেই আমরা সেতুর অন্য ধারে পৌঁছলাম তারা মাটিতে পড়ে গেল এবং সেখানে এমনভাবে পড়ে রইলো যেন তারা ভেবেছিল যে, আমরা তোমাদের নাঙ্গিয়ালায় পৌঁছতে সাহায্য করেছি আর সেটাই যথেষ্ট।

"আমরা আমাদের পুরানো জায়গায় ক্যাম্পফায়ারের আগুন জ্বালাবো", জোনাথন বললো। সে বোঝাল ঐ পাথরের কথা যেখানে আমরা বজ্র-বৃষ্টির ভেতর ছিলাম এবং আমি কাটলাকে প্রথমবারের মতো দেখেছিলাম। সেকথা ভাবলেও আমার কাঁপন লাগে এবং আমি বরং পছন্দ করবো অন্য যে-কোনো জায়গায় রাত কাটাতে; কিন্তু আমরা আর এগোতে পারলাম না।

রাতের জন্য থিতু হওয়ার আগে ঘোড়াগুলোকে প্রথমে পানি খাওয়াতে হবে, আমরা তাদেরকে পানি দিলাম কিন্তু তারা পানি পান করতে চাইলো না। তারা খুবই ক্লান্ত ছিল দেখে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলাম। "জোনাথন, ওদের কোথাও কোনো অসুবিধা হচ্ছে", আমি বললাম, "ওরা একটু ঘুমোবার পর ভালো হবে কি?"

"হ্যাঁ, কিছুটা ঘুমালেই ভালো হয়ে যাবে", জোনাথন বললো। আমি

ফিয়ালারের গায়ে হাত বুলালাম, সে পড়ে থাকলো ও চক্ষু মুদলো।

"কি দিনই-না গেছে তোমার, বেচারা ফিয়ালার", আমি বললাম।

"কিন্তু আগামীকাল সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে", জোনাথন বললো।

আমাদের পেছনে উঁচু পাহাড়ের দেয়াল, জায়গাটা এখনো সূর্যের আলোতে উষ্ণ এবং বাতাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা মেলে এখানে। আর সামনে খাড়ি সোজা কারমা জলপ্রপাতের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছিল। সেতুর সবচেয়ে কাছের দিকটাতেও ছিল খাঁড়ি, নেমে গিয়েছিল নিচের সবুজ প্রান্তরের দিকে। সেটা শুধু একটা ছোট্ট সবুজ বিন্দুর মতো দৃষ্টিগোচর হয় আমাদের অনেক নিচে।

আমরা আমাদের আগুনের ধারে বসেছিলাম এবং দেখছিলাম প্রাচীন পর্বত ও নদীর ওপর সন্ধ্যার নেমে আসা। আমি ক্লান্ত ছিলাম এবং ভাবছিলাম যে জীবনের দীর্ঘতম ও কঠিনতম দিন আজ অতিবাহিত করলাম। প্রত্যুষ থেকে গোধূলি পর্যন্ত রক্ত, চিৎকার ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ছিল এমন সব এ্যাডভেঞ্চার, যা ঘটা উচিত ছিল না, জোনাথন একবার বলেছিল এবং সেটা হয়তো আজকেই আমি সবচেয়ে বেশি করে পেলাম। যুদ্ধের দিন— সেটাও বস্তুত ছিল দীর্ঘ ও কঠিন, কিন্তু অবশেষে সব সমাপ্ত হলো।

তবু আমাদের দুঃখবোধের শেষ ছিল না। আমি ম্যাথিয়াসের কথা ভাবলাম। তার জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল এবং যখন আমরা আগুনের ধারে বসেছিলাম, আমি জোনাথনকে জিগ্যেস করলাম : "ম্যাথিয়াস এখন কোথায় বলে তুমি মনে করো?"

"সে এখন নাঙ্গিলিমায়", জোনাথন বললো।

"নাঙ্গিলামার কথা তো কখনো তোমাকে বলতে শুনি নি", আমি বললাম।

"হ্যাঁ, শুনেছো অবশ্যই", জোনাথন বললো, "তোমার কি মনে পড়ে না সেই সকালের কথা, যখন আমি চেরি উপত্যকা ত্যাগ করি এবং তুমি অত্যন্ত ভীত ছিলে? মনে নেই বলেছিলাম তখন : 'ফিরে যদি নাই আসি তাহলে নাঙ্গিলিমাতে দেখা হবে'। সেখানে রয়েছে ম্যাথিয়াস এখন।"

তারপর সে নাঙ্গিলিমা সম্বন্ধে বিবরণ দিল। সে অনেকদিন আমাকে কোনো গল্প শোনায় নি, কারণ আমাদের তেমন ফুরসৎ ছিল না। কিন্তু এখন যখন সে আগুনের পাশে বসে নাঙ্গিলিমা সম্বন্ধে বলছিল তখন মনে হচ্ছিল সেটা অনেকটা যেন দেশের বাড়িতে সেই সোফার কোনায় বসে গল্প বলার মতো।

"নাঙ্গিলিমাতে...নাঙ্গিলিমাতে", জোনাথন বললো, এমন কণ্ঠস্বরে যেভাবে আগে সে গল্প বলতো, "সেখানে এখনও ক্যাম্পয়ায়া এবং বীরগাথা বলার দিন।"

"হতভাগা ম্যাথিয়াস, সেখানে তাহলে এমন সব এ্যাডভেঞ্চার রয়েছে, যা থাকার কথা ছিল না", আমি বললাম।

কিন্তু জোনাথন বললো নাঙ্গিলিমাতে আনন্দ ছাড়া কোনো নিষ্ঠুর গল্পকথার অবকাশ নেই, দিনগুলো সেখানে শুধু আনন্দ ও খেলাধুলায় পূর্ণ। লোকে সেখানে

www.BanglaBook.org

খেলতো, কাজ করতো এবং অবশ্যই পরস্পরকে সাহায্য করতো সবকিছু দিয়ে, তারা নানান খেলা খেলতো এবং গান গাইতো, নাচতো, গল্প বলতো, সে বললো। কখনো-বা তারা শিশুদের ভয় দেখাতো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কাহিনী বলে, কারমা ও কাটলার মতো দানব এবং টেঙ্গিলের মতো নির্দয় মানুষের কথা বলে; কিন্তু পরে তারা সবাই হাসতো।

"ভয় পেয়েছিলে নাকি তখন"— তারা শিশুদের বলতো, "এসব শুধু গল্পই। এরকম কখনো ছিল না। অন্তত আমাদের এই উপত্যকায় কখনো নয়।" ম্যাথিয়াস নাঙ্গিলিমাতে ভালোই আছে, জোনাথন বললো। আপেল উপত্যকায় তার একটা পুরনো খামার আছে, সেটা নাঙ্গিলিমা উপত্যকার মধ্যে সবচেয়ে সবুজ এবং সুন্দর বাগান।

"শিগগিরই তার বাগানে আপেল তুলবার সময় হবে", জোনাথন বললো। "তখন আমাদের সেখানে থাকা দরকার তাকে সাহায্য করবার জন্য। মই বেয়ে ওঠার মতো বয়স তার আর নেই।"

"আমি অবশ্যই আশা করবো যে আমি যেন সেখানে যেতে পারি", আমি বললাম। আমার কাছে নাঙ্গিলিমা অতীব সুন্দর মনে হচ্ছিল এবং আমি ম্যাথিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদ্গ্রীব ছিলাম।

"তাই বলছো তুমি", জোনাথন বললো, "হ্যাঁ, তাহলে আমরা ম্যাথিয়াসের সাথে বাস করতে পারি। নাঙ্গিলিমার আপেল উপত্যকায় ম্যাথিয়াসের বাগানে।"

"সেটা কেমন হবে বর্ণনা করো", আমি বললাম।

"হ্যাঁ, সেটা ভালোই হবে", জোনাথন বললো, "আমরা ঘোড়ায় চড়ে বনে বনে ঘুরতে পারবো এবং আমরা এখানে-ওখানে ক্যাম্পফায়ার করতে পারবো— যদি তুমি জানতে যে নাঙ্গিলিমা উপত্যকার চারদিকে বন কেমন সুন্দর! এবং গভীর বনের ভেতর ছোট ছোট স্বচ্ছ সরোবর। আমরা প্রতি সন্ধ্যায় নতুন নতুন সরোবরের ধারে ক্যাম্পফায়ার করবো এবং তারপর আবার বাড়ি আসবো ম্যাথিয়াসের কাছে।"

"তাকে আপেল তুলতে সাহায্য করবো", আমি বললাম। "কিন্তু সোফিয়া ও ওরভারকে চেরি উপত্যকা এবং কাঁটাগোলাপ উপত্যকা দেখাশোনা করতে হবে তোমাকে ছাড়া, জোনাথন।"

"হ্যাঁ, কেন নয়?" জোনাথন বললো, "সোফিয়া ও ওরভারের আমাকে আর দরকার হবে না, তারা নিজেরাই তাদের উপত্যকায় সবকিছু ঠিকঠাক রাখতে পারবে।"

তারপর সে নীরব হলো এবং আর কোনো গল্প করলো না। আমরা উভয়ই নীরব এবং আমি ক্লান্ত ছিলাম, আর মোটেই আনন্দিত ছিলাম না। নাঙ্গিলিমার কথা শুনে কোনো সান্ত্বনা পেলাম না, যেহেতু সেটা ছিল অনেক দূরে।

বেশ অন্ধকার হয়ে এলো, পাহাড় ধীরে ধীরে অনেক বেশি কালো হয়ে এলো।

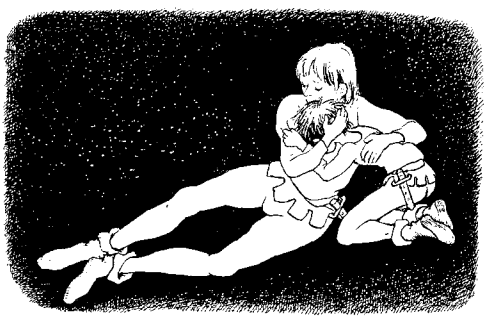

বড় বড় কালো পাখি আমাদের ওপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল এবং বিষণ্ণভাবে চিৎকার করলো। সবকিছুই বিষাদময় মনে হচ্ছিল। কারমানিয়াকা জলপ্রপাত বজ্রনিনাদ করছিল দূরে, আমি সেটা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এসব আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল সেসব কথা, যা আমি শুধু ভুলে যেতে চাই। বিরূপতা, বিষণ্ণতা সর্বত্র এবং আমি ভাবলাম বুঝি আর কখনো আমি খুশি হবো না।

আমি জোনাথনের কাছে সরে এলাম। পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে সে তখন স্থিরভাবে বসেছিল এবং তার মুখ ছিল মলিন। তাকে বীরগাথার রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল, সেভাবে সে বসেছিল, তবে সে ছিল এক পাণ্ডুর ও শ্রান্ত রাজপুত্র। বেচারা জোনাথন তুমিও খুশি নও, আমি ভাবলাম। যদি আমি তোমাকে একটু খুশি করতে পারতাম।

আমরা যখন এমনিভাবে নীরবে বসেছিলাম তখন জোনাথন বললো : "রাস্‌কি, তোমাকে কিছু কথা বলতে হবে আমাকে।"

হঠাৎ আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ যখন সে এমনভাবে কথা বলে, তখন সবসময়ে সেটা হয় বিষাদের কোনো কথা।

"কি বলবে তুমি", আমি জিগ্যেস করলাম।

সে তার আঙুল দিয়ে আমার গালে টোকা দিল।

"ভয় পেয়ো না রাস্‌কি...কিন্তু তোমার মনে পড়ে কি ওরভার বলেছিল, কাটলার সামান্য আগুনই সামনে যা কিছু পড়ে তা পুড়িয়ে মেরে ফেলা ও পঙ্গু করার জন্য যথেষ্ট, তা কি তোমার মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কেন তুমি এসব বলছো এখন", আমি জিগ্যেস করি।

"কারণ"...জোনাথন বললো, "কারণ কাটলার সামান্য এক হল্‌কা আগুন আমাকে স্পর্শ করেছিল, যখন আমরা পালাচ্ছিলাম।"

আমার হৃদয় সারা দিন বিষণ্ণতা ও ভয়ের মধ্যে অসুস্থ ছিল কিন্তু আমি তখন কাঁদি নি। এখন আর্ত চিৎকারের মতো সেই কান্না জেগে উঠলো।

"জোনাথন, তুমি কি আবার মরে যাবে", চিৎকার করলাম আমি এবং জোনাথন বললো : "না! তবে মরলেই ভালো হতো। কারণ আমি আর কখনো নড়াচড়া করতে সমর্থ হবো না।"

সে আমাকে কাটলার আগুনের নিষ্ঠুরতা বুঝিয়ে বললো। এটা যদিও তাকে প্রাণে মারে নি, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে গিয়েছিল। এটা শরীরের একটা অংশ অবশ করে ফেলেছিল। তুমি প্রথমে এটা বুঝতে না পারলেও আস্তে আস্তে বুঝবে।

"আমি এখন শুধু হাত দুটি নাড়াতে পারি", সে বললো, "এবং শীঘ্র সেটাও আমি পারবো না।"

"কিন্তু তুমি কি মনে করো না যে এটা চলে যাবে", আমি বললাম ও কাঁদলাম।

"না রাস্‌কি, সেটা কখনও হবে না", জোনাথন বললো, "যদি না আমি নাঙ্গিলিমাতে আসতে পারি!"

শুধু সে যদি নাঙ্গিলিমাতে আসতে পারে, হ্যাঁ এখন বুঝি আমি। সে আমাকে আবার একা ফেলে রেখে চলে যেতে চায়, আমি জানতাম সেটা! একবার সে নাঙ্গিলিয়াতে উধাও হয়েছিল আমাকে ছাড়া।

"কিন্তু আর না", চিৎকার করলাম আমি, "আমাকে ছাড়া কিছুতেই না। তুমি আমাকে ছেড়ে নাঙ্গিলিমাতে উধাও হতে পারো না।"

"তুমি কি আমার সাথে যেতে চাও", সে জিগ্যেস করলো।

"তুমি কী মনে করো", আমি বললাম, "আমি কি বলি নি যে তুমি যেখানেই যাও, আমি তোমাকে অনুসরণ করবো।"

"সেটা তুমি বলেছো এবং সেটা আমার সান্ত্বনা", জোনাথন বললো, "তবে সেখানে যাওয়া খুব কঠিন।"

সে এক মুহূর্ত নীরবে বসে থাকলো এবং তারপর বললো : "মনে পড়ে সেই কথা যখন আমরা লাফ দিয়েছিলাম? ঐ ভয়ঙ্কর মুহূর্তে যখন আগুন লেগেছিল এবং আমরা লাফ দিয়েছিলাম নিচে আঙিনায়। আমি তখন নাঙ্গিলিমায় আসি, মনে পড়ে তোমার?"

"অবশ্যই মনে পড়ে", আমি বললাম এবং আরো বেশি করে কাঁদলাম। এভাবে তুমি এটা জিগ্যেস করলে? বিশ্বাস করো না যে আমার সেটা প্রতি মুহূর্তে

www.BanglaBook.org

মনে পড়ে, সেই তখন থেকে ?

"হ্যাঁ, আমি জানি", জোনাথন বললো এবং আমার গালে টোকা দিল আবার।

তারপর সে বললো : "আমি ভাবছিলাম যে আমরা হয়তো আর একবার লাফ দিতে পারবো। ঐ নিচে— ঢালুতে, সবুজ প্রান্তরে।"

"হ্যাঁ, তাহলে আমরা মরে যাবো", আমি বললাম, "কিন্তু তখন আমরা নাঙ্গিলিমাতে আসবো কি?"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হতে পারো", জোনাথন বললো, "যখনই আমরা নিচে পৌঁছবো নাঙ্গিলিমার আলো তখন দেখতে পাবো। আমরা নাঙ্গিলিমা উপত্যকার ওপর ভোরের আলো দেখতে পাবো, হ্যাঁ, কারণ এখন সেখানে সকাল।"

"বাঃ, বেশ তো, আমরা সোজা লাফ দিয়ে নাঙ্গিলিমায় চলে যেতে পারি", বললাম আমি এবং অনেকক্ষণ পর প্রথমবারের মতো অট্টহাস্য করলাম।

"হ্যাঁ, আমরা পারি", জোনাথন বললো, "এবং নিচে লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথে আমরা আপেল উপত্যকায় যাওয়ার পথও দেখতে পাবো, ঠিক আমাদের সামনে। আর গ্রিম ও ফিয়ালারও সেখানে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে। কেবল পিঠে চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলা বাকি থাকবে।"

"আর তুমি তখন অবশ থাকবে না?" আমি জানতে চাইলাম।

"না, অশুভ সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে আমি তখন পরিপূর্ণভাবে সুখী থাকবো। তুমিও রাস্‌কি, তুমি সুখী থাকবে। আপেল উপত্যকার পথ চলে গেছে বনের ভেতর দিয়ে। সকালের রোদে সেই বনের মধ্যে তুমি আমি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি। সেটা কেমন লাগবে-মনে করো তুমি?"

"ভালো", আমি বললাম এবং আবারও হেসে উঠলাম।

"এবং আমাদের কোনো তাড়া থাকবে না", বললো জোনাথন, "যদি তুমি চাও, কোনো ছোট্ট সরোবরে আমরা স্নান সেরে নিতে পারবো। স্যুপ তৈরি শেষ করার আগেই আমরা ম্যাথিয়াসের ঘরে পৌঁছে যাবো।"

"আমাদের দেখে সে কি খুশিই না হবে," বললাম আমি। কিন্তু তখনই এমন একটা অনুভূতি জাগলো, মনে হলো যেন কোনো লাঠির আঘাত পেলাম। গ্রিম আর ফিয়ালার—জোনাথন কি করে ভাবতে পারলো ওদের আমরা আমাদের সাথে করে নাঙ্গিলিমাতে নিয়ে যাবো?

"তুমি কি করে বলতে পারলে যে ওরা সেখানে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে? ওরা তো এই এখানে ঘুমোচ্ছে।"

"ওরা ঘুমোচ্ছে না রাস্‌কি। ওরা মরে গেছে। কাটলার আগুনের দংশনে। তুমি এখানে যা দেখতে পাচ্ছো সেটা ওদের খোলস মাত্র। বিশ্বাস করো আমাকে, গ্রিম আর ফিয়ালার এর মধ্যে চলে গেছে নাঙ্গিলিমার পথের ধারে। অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

www.BanglaBook.org

"তাহলে চলো তাড়াতাড়ি করি," আমি বললাম, "ওদের যেন আর বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয় না।"

এরপর জোনাথন আমার দিকে তাকালো এবং মৃদুভাবে হাসলো।

"আমি কোনোরকম তাড়াহুড়োই করতে পারি না", সে বললো, "আমি এই জায়গা থেকে নড়তেই পারছি না। এটা ভুলো না।"

"জোনাথন, আমি তোমাকে আমার পিঠে তুলে নেবো", আমি বললাম, "তুমি আমার জন্য একবার সেটা করেছিলে। এবার আমি তোমার জন্য করবো। তাহলে সেটা সমান সমান হবে।"

"হ্যাঁ, সমান সমান", জোনাথন বললো, "তবে তুমি কি সাহস পাবে মনে করো, রাস্‌কি লায়নহার্ট?"

আমি খাঁড়ির কিনারে গেলাম এবং নিচের দিকে তাকালাম। ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল এবং প্রান্তর প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। তবে সেটা এতো নিচে ছিল যে আঁতকে উঠতে হয়। আমরা যদি সেখানে লাফিয়ে পড়ি তাহলে অন্তত নাঙ্গিলিমা পৌঁছানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। উভয়ের জন্যই। কারোরই একলা পেছনে থেকে যাওয়ার দরকার নেই— একা একা পড়ে থেকে দুঃখ পাওয়া, কাঁদা এবং ভীত হওয়া।

কিন্তু ঝাঁপটা দিতে হবে আমাদের নয়, কাজটা করতে হবে আমাকে। জোনাথন বলেছিল নাঙ্গিলিমা যাওয়াটা কঠিন এবং এখন আমি বুঝছি কেন কঠিন। কীভাবে আমি সাহস পাবো, কীভাবে আমি সাহস করি?

বেশ, তুমি যদি এখন সাহস না করো, আমি ভাবলাম, তাহলে তুমি হচ্ছো ছোট্ট একদলা জঞ্জাল এবং তুমি কখনো আর কিছু হতে পারবে না, আবর্জনার দলা ছাড়া।

আমি জোনাথনের কাছে ফিরে গেলাম।

"হ্যাঁ, আমি সাহস করি", বললাম আমি।

"সাহসী খুদে রাস্‌কি", সে বললো, "তাহলে কাজটা করে ফেলি।"

"তার আগে তোমার সঙ্গে এখানে আমি কিছুক্ষণ বসতে চাই", বললাম আমি।

"খুব বেশিক্ষণ নয়", বললো জোনাথন।

"না, কেবল অন্ধকার গভীর হয়ে আসা পর্যন্ত", আমি বললাম, "যেন আমি আর কিছু দেখতে না পাই।"

এবং তার পাশে বসলাম আমি, তার হাত ধরলাম, অনুভব করলাম সে ছিল পরিপূর্ণভাবে শক্তিমান ও সদয় এবং যতোক্ষণ সে এখানে আছে সত্যিকারের বিপজ্জনক কিছু থাকতে পারে না।

এরপর রাত ও অন্ধকার নেমে এলো নাঙ্গিলিমার ওপর, পাহাড়, নদী ও ভূমির ওপর এবং আমি খাঁড়ির কিনারে দাঁড়ালাম আর আমাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ছিল জোনাথন। তার হাত পেঁচিয়ে ধরেছিল আমার গলা। এবং পেছন থেকে আমার

কানে তার নিঃশ্বাস ফেলা অনুভব করতে পারছিলাম আমি। সে খুব শান্তভাবে শ্বাস নিচ্ছিল। আমার মতো নয়।—জোনাথন, ভাই আমার, আমি কেন তোমার মতো সাহসী নই?

নিচের গভীর খাদ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে আমি জানতাম সেটা সেখানে রয়েছে। অন্ধকারে আমার কেবল এক পা বাড়ানো দরকার এবং তারপরই সব শেষ হয়ে যাবে। খুব দ্রুতই এটা ঘটে যাবে।

"রাস্‌কি লায়নহার্ট", জোনাথন বললো, "তুমি কি ভয় পাচ্ছো?"

"না—হ্যাঁ, আমি ভীত। কিন্তু তাহলেও এটা আমি করবো, জোনাথন, আমি এখন এটা করতে যাচ্ছি। এখন—আর তারপর আমি আর কখনো ভীত হবো না। আর কখনো কী—।"

"ওঃ, নাঙ্গিলিমা! হ্যাঁ, জোনাথন, হ্যাঁ, আমি আলো দেখতে পারছি! আমি আলো দেখতে পারছি!"

BanglaBook.org